বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) সমূহের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলাফল (১৯৭২-১৯৯৫)

এ.কে.এম. শামসুল আরেফিন

Dhaka University Library
382685

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ.কে.এম. শামসুল আরেফিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) সমূহের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলাফল (১৯৭২-১৯৯৫)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেছেন। এম.ফিল.গবেষক হিসেবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর – রেজিঃ ১০/৯৩-৯৪, যোগদানের তারিখ ৯-৯-৯৫।

তাঁর এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয় নি এবং এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ কোথাও ছাপা হয় নি।

(আবুল কাসেম ফজলুল হক)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
এবং
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা • ৪

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশে এনজিওসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার
এবং শিক্ষা কার্যক্রমভিত্তিক সাহিত্য প্রকাশনা • ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ব্র্যাক : সাহিত্য প্রকাশনায় গণমুখী ভূমিকা • ১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ব্র্যাক প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচিতি ও পর্যালোচনা • ২৬

তৃতীয় অধ্যায়
গণসাক্ষরতা অভিযান : লোকঐতিহ্য-নির্ভর সাহিত্য প্রকাশনা • ৪৪

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : মননশীল সাহিত্য প্রকাশনায়
একটি আন্দোলন • ৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত বইয়ের
তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি • ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ডের
প্রভাব ও ফলাফল • ৭৭

উপসংহার • ৮১

পরিশিষ্ট • ৮৪
প্রকাশনা-পরিচিতি
ক. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
খ. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
গ. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ
ঘ. গণসাহায্য সংস্থা

গ্রন্থপঞ্জি • ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)–সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অর্থনীতির প্রায় ধসে যাওয়া অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই এনজিওসমূহ নিজস্ব অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়।

উন্নয়নের নতুন ধারণার ভিত্তিতে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও গড়ে উঠলেও কালক্রমে এ-সব সংস্থা নানামাত্রিক কর্মতৎপরতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। *সবার জন্য স্বাস্থ্য*, *কাজের বিনিময়ে খাদ্য* কিংবা *সবার জন্য শিক্ষা* প্রভৃতি স্লোগান বিভিন্ন সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এনজিও মহল কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি নাট্যসংস্থার আবির্ভাব ঘটে। এনজিওসমূহের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তথা গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষমতাবান করার অভীপ্সার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিকল্পনাও উন্মোচিত হতে থাকে।

শিক্ষার প্রসারে বা গণমুখী সাহিত্যের বিকাশের জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে এনজিওসমূহ নানা পরিকল্পনা কার্যকর করে চলেছে। বাংলাদেশেও সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলা বা জীবনভর পাঠাভ্যাসের নিমিত্তে আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে এ-সব প্রতিষ্ঠান যে সকল প্রকাশনা ও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে সেগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব কার্যক্রম বা প্রকল্প দ্বারা আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এনজিওসমূহের সাহিত্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের বিবরণ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থিত হলেও এ-যাবৎ পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণাকর্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। বর্তমান গবেষণার মৌল লক্ষ্য হচ্ছে 'বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) সমূহের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলাফল (১৯৭২-১৯৯৫)' পর্যালোচনা ও মূল্যবিচার।

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় এক হাজার বেসরকারি সংস্থা সম্পৃক্ত। শুধু শিক্ষা ও সাহিত্য বা উপকরণ উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। এই বিপুল সংখ্যক এনজিওর মধ্য থেকে অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কার্যকর ও প্রতিনিধিত্বমূলক বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

এছাড়া কোন কোন এনজিও-র উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা রয়েছে যেগুলো দ্বারা বাংলাদেশের সাহিত্য-জগত কম-বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। এই অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যে তিনটি এনজিও আমাদের বিবেচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে সেগুলো হল–

১. ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committee– বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ)– উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সংস্থা। ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে ব্র্যাক উদ্ভাবিত শিক্ষাদান পদ্ধতির মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে। এনজিওসমূহের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি বিশাল ও ব্যাপক।

২. গণসাক্ষরতা অভিযান– বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত এনজিওসমূহের 'ঐক্য প্রতিষ্ঠান'।

৩. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র– 'আলোকিত মানুষ গড়ার প্রয়াসে দেশব্যাপী আন্দোলন'-এ নেতৃত্ব দানকারী একটি সংগঠন।

অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় *বাংলাদেশে এনজিওসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার এবং শিক্ষা কার্যক্রমভিত্তিক সাহিত্য প্রকাশনা*। এতে বাংলাদেশে এনজিওসমূহের উত্থান এবং বিকাশের নানা ধাপ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাহিত্যে এসব সংস্থার ভূমিকাও এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে ব্র্যাক-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ বিধৃত হয়েছে। অধ্যায়টি দুইটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম *ব্র্যাক : সাহিত্য প্রকাশনায় গণমুখী ভূমিকা*। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ *ব্র্যাক প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচিতি ও পর্যালোচনা*। গণমানুষের পাঠ-উপযোগী প্রকাশনার মান নির্ণয়ের মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্যে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর গঠনের পটভূমি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের পর্যালোচনা। এই অধ্যায়ের নাম *গণসাক্ষরতা অভিযান : লোকঐতিহ্য-নির্ভর সাহিত্য প্রকাশনা*।

চতুর্থ অধ্যায়ের মূল উপজীব্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূচনা, এর সাংগঠনিক রূপ এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, আদর্শ ও সামগ্রিক প্রয়াস। এ উদ্দেশ্যে চতুর্থ অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম *বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : মননশীল সাহিত্য প্রকাশনায় একটি আন্দোলন*। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম *বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত বইয়ের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ডের প্রভাব ও ফলাফল শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে সাহিত্যসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রভাববিস্তারী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সারাৎসার *উপসংহার* অংশে বর্ণিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে দেশের উল্লেখযোগ্য চারটি বেসরকারি সংস্থা – ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ ও গণসাহায্য সংস্থার সংক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ড এবং প্রকাশনার তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে এনজিওসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার এবং শিক্ষা কার্যক্রমভিত্তিক সাহিত্য প্রকাশনা

সমাজসেবামূলক বেসরকারি সংস্থার ইতিহাস অতি পুরাতন। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা নিয়ে পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহে নতুনরূপে ও ব্যাপকভাবে বেসরকারি সংস্থা বিকাশ লাভ করছে এবং সরকারি সংস্থাসমূহের পাশাপাশি এসব সংস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইংরেজিতে এই নতুন ধারার বেসরকারি সংস্থার নাম Non-Governmental Organization - সংক্ষেপে N.G.O.।

স্বাধীনতার আগে এ ধারায় হাতেগোনা মাত্র দু'একটা বেসরকারি সংস্থা সীমিত পরিসরে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান সংস্থা ছিল *কেয়ার* এবং *সিআরএস*।[১] এ দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থার প্রধান কাজ ছিল মূলত বাংলাদেশে দুর্যোগের সময়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা। সত্তরের দশকের মহাপ্রলয়ঙ্কর ঝড়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ বিধ্বস্ত হলে কেয়ার ও সিআরএসসহ আরও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ত্রাণ সাহায্য নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ত্রাণশিবির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেখানে ত্রাণকর্ম পরিচালনা। 'দি সোসাইটি অব ফ্রেন্ডস' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা ছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কার্যক্রম পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও একাধিক জাতীয় পর্যায়ে এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্ভব ঘটে। আরডিআরএস এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এদের মধ্যে অন্যতম।[২]

১৯৭১-'৭২ সাল পর্বে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনের কাজেও অবতীর্ণ হয়। এসব সংস্থা নারী, শিশু ও বিপর্যস্তদের কেন্দ্র করে কর্মকাণ্ড শুরু করে। তারাই যুদ্ধকালীন তাদের এই সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা ঘোষণা করে যে শুধু ত্রাণ দিয়ে একটি জাতি বা সমাজকে রক্ষা করা বা এর অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার উন্নয়ন বা উৎপাদনমুখী কাজ। তাদের এই উপলব্ধি থেকে আজকের এনজিওর উদ্ভব।[৩] অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান মনে করেন,

> আমাদের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এনজিওদের উদ্ভবের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা তখন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে সামাজিক সার্ভিসগুলো পূরণের ক্ষমতা আমাদের দেশের ছিল না। রাষ্ট্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

> কাঠামোও ছিল বিপর্যস্ত কিংবা বলা যায় তখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আরেকটি দিক লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে– স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তীকালে মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তুঙ্গে এবং সেই আকাঙ্ক্ষা যে কোন কারণেই হোক সেদিনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পূরণ করতে পারছিলেন না। ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেটা পূরণ করতে কিছু সংগঠক বা নেতৃত্ব রাজনীতিতে না জড়িয়েও মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এ ছাড়া তখন বিদেশ থেকে প্রচুর ত্রাণ সাহায্যও আসছিল। সব মিলিয়ে একটা ঐতিহাসিক সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সুযোগটাই অনেকে ব্যবহার করেছেন। আর এটাকেই এনজিও উদ্ভবের বাস্তবতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৪]

বর্তমানে এনজিও শব্দটির মধ্যে একটা প্রফেশনাল এপ্রোচের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটা এমন একটা উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টাকে বোঝায় যেখানে পেশাদার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কোন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।[৫] অবশ্য 'উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের দেশে রয়েছে এক ধরনের অজ্ঞতা।'[৬] কারণ,

> বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার কিছু গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে; ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা হয়েছে; দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খেয়েপরে বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিকভাবেও মানুষ আগের তুলনায় সচেতন। নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াও গত বিশ বছরে শুরু হয়েছে।
>
> আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পাবলিক সেক্টরকে নিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে বেসরকারী সংগঠনসমূহের দ্বারা।[৭]

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে এনজিওসমূহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, ওষুধ, কম্বল, কাপড় প্রভৃতি ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকে। এরপর গৃহনির্মাণ, যোগাযোগ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, বস্তুগত উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়। সমন্বিত সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩-১৯৭৫ সাল পর্বে এনজিওসমূহ কৃষি, মৎস্য, পশু-পালন, সমবায়, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্কশিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি থেকে দেশে এনজিওর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এনজিও কর্মতৎপরতা বিস্তার লাভ করে নানামাত্রায়। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> এনজিওরা গ্রামীণ জনগণকে, শহরের দরিদ্রকে, গার্মেন্টস ইনডাস্ট্রির কর্মীদেরকে এবং বিশেষ করে নারীকে সংগঠিত করছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে

Dhaka University Institutional Repository

> তুলছে, শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করছে, ঋণ দিয়ে স্বোপার্জনের পথ তৈরি করছে। সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর, আর শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ছিল প্রধানত সরকারের। তাঁরা যা করতে পারেন নি এনজিওরা তা করেছে।[৮]

নারীর অধিকার আদায়ে এনজিওসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে নারীর আত্মনির্ভরতার পথ চিনিয়ে দেওয়া, সহজ সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে একজন নারীকে প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেওয়া– এই দায়িত্ব পালনে বেসরকারি সংস্থাসমূহ যথার্থ ভূমিকা পালন করে। এনজিওসমূহের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে নারীনেত্রী কবি সুফিয়া কামালের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়,

> 'আমি জীবনসায়াহ্নে এসে দেখলাম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদের ভাষা আছে। এই ভাষা হচ্ছে– "হে নারী তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও।" আর এ ক্ষেত্রে সরকার নয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে কাজ করছে।
>
> ...
>
> 'বৃটিশ, পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের কোনো সরকারই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারেনি। অথচ তাদের শ্লোগান ঠিকই আছে– জাতীয় উন্নয়নের জন্যে শিশু ও নারী সমাজের উন্নয়ন দরকার। শ্লোগানে- বাস্তবে নয়। ১৯৭১ সালের পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সর্বত্র যখন পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের আয়োজন চলছে, তখন থেকেই মূলত বেসরকারী সংগঠনগুলোর কর্মতৎপরতা শুরু। সঙ্গত কারণেই বলতে হয়, বেসরকারী সংগঠনগুলোর তৎপরতা এদেশের মাটি, মানুষ ও রক্তের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।'[৯]

২.

বাংলাদেশে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি বেসরকারি সংস্থা আর্থ-সামাজিক-সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এ রকম সক্রিয় এনজিওর সংখ্যা ৪১৪টি।[১০] শিক্ষা কার্যক্রমসম্পন্ন এনজিওসমূহের মধ্যে– ব্র্যাক (১৯৭২), গণসাহায্য সংস্থা (১৯৮৩), প্রশিকা (১৯৭৬), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১৯৭২), গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা (১৯৭২), ভিইআরসি (১৯৭৭), আরডিআরএস (১৯৭২), এফআইভিডিবি (১৯৭৯), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (১৯৫৮), বেইস (১৯৭৭), কারিতাস-বাংলাদেশ (১৯৭১), আশা (১৯৭৮), গণসাক্ষরতা অভিযান (১৯৯০), অ্যাকশনএইড-বাংলাদেশ (১৯৮৩), এসো দেশ গড়ি (১৯৮২), আমরা কাজ করি (১৯৮৫), বাংলাদেশ মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ (১৯৭০), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংস্থা (১৯৮৬), বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (১৯৮০), সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (১৯৮৩), বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (১৯৭৮), চেতনা (১৯৯০), কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (১৯৮৫), গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার (১৯৭৮), কনসার্ন-বাংলাদেশ (১৯৭২), বাওপা (১৯৯১), হীড-বাংলাদেশ (১৯৭৪), নয়ন অ্যাকশন ফাউন্ডেশন (১৯৮৭), পীপ (১৯৯২), প্রগতি সংসদ (১৯৭৪), প্রত্যাশা (১৯৮৭), প্রদীপন (১৯৮৩), প্রগতি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (১৯৭৩), রেডল (১৯৮৬), রিক (১৯৮১), সমাজ ও নারী উন্নয়ন কেন্দ্র (১৯৯০), সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ (১৯৭৬), সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড-অস্ট্রেলিয়া (১৯৮৭), সেবা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (১৯৮৭), সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ (১৯৫৬), শিশু নিলয় (১৯৮৩), সোস্যাল রিকন্‌স্ট্রাকশন সেন্টার (১৯৭১), সেবা (১৯৮৪), সলিডারিটি (১৯৯১) এসওএস (১৯৭২), সৃজনী (১৯৮৫), সানফ্লাওয়ার (১৯৮৬), স্বনির্ভর বাংলাদেশ (১৯৭৫), টার্ড (১৯৮১), টিডিএইচ-সুইজারল্যান্ড (১৯৭৫), টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডস (১৯৭৩), দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ (১৯৯০), উদ্দীপন (১৯৮৪), ইউসেফ (১৯৭২), ইউনেস্কো ক্লাব (১৯৭৯), উত্তরণ (১৯৮৫), উত্তরণ সংঘ (১৯৭০), ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন- বাংলাদেশ (১৯৯১), ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ (১৯৫০), জীবিকা (১৯৮২), সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ (১৯৭২), হিতৈষী বাংলাদেশ (১৯৯১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে সত্তরের দশকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে ব্র্যাক, আরডিআরএস, আশা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি সংস্থা। আশির দশকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় গ্রাম বান্ধব (এফআইভিডিবি), এসএনএসপি, ভিইআরসি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এমনি আরো অনেকে। কিছু কিছু সংস্থা কিশোর-কিশোরীদের জন্যও কার্যক্রম আরম্ভ করে। শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সত্তরের দশকে শুরু হয়েছিল; আশির দশকে তা আরও ব্যাপক হয়।[১১]

এনজিওসমূহের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাইমার ও বয়স্ক শিক্ষাক্রমের আওতায় অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন হাত দেয়।

আব্যাহত শিক্ষা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য একটি নীতিমালার[১২] ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হল :

ক. আকর্ষণ

ভাষা

অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ হতে হবে আকর্ষণীয়। আকর্ষণ থাকতে হবে ভাষার দিক থেকে। ভাষার গুণগত মান রক্ষার পাশাপাশি ভাষাও সহজ হতে হবে। শব্দ বাক্য ও

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদের দৈর্ঘ্য হবে ছোট। যেখানে শব্দের মধ্যে অক্ষর থাকবে কম। সংযুক্ত অক্ষর না থাকাই ভাল। বাক্যের মধ্যে ১০/১২টির বেশি শব্দ থাকবে না এবং ১০/১২টির বেশি বাক্য একটি অনুচ্ছেদে থাকবে না।

রঙ

বইয়ের মুদ্রণে নির্বাচনেও যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। কোন্ ধরনের রঙ দিলে ভাল দেখা যায় এবং কোন্ ধরনের রং রাতে অস্পষ্ট লাগে তা বুঝতে হবে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ হবে আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে Line drawing ও Flat drawing যথার্থ হবে। উপকরণে Line drawing ব্যবহার করাই ভাল। এ ছাড়া প্রতি পৃষ্ঠায় ২৫ শতাংশ ছবি এবং ১০ শতাংশ ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।

শিরোনাম

বইয়ের শিরোনাম আকর্ষণীয় হবে। প্রতিটি বিষয়ের শিরোনামও হবে আকর্ষণীয়।

আঙ্গিক

আঙ্গিক নির্বাচনেও যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। উপকরণের অনেকগুলো আঙ্গিক শিক্ষার্থীদের কাছে যেমন আকর্ষণীয় তেমনি অনেকগুলো আবার আকর্ষণীয় নাও হতে পারে।

সাধারণত আঙ্গিক ৪ ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– বই, পুস্তিকা, ফটো নভেল/গল্পচিত্র ও কমিক। আঙ্গিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বই বা পুস্তিকাকেই বেছে নেওয়া হয়। বিশেষত কর্মশালায় উপকরণ উন্নয়নের জন্য।

আকৃতি

বইয়ের আকৃতি (সাইজ) নির্বাচনেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আকৃতি বলতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, সংখ্যা, ওজন ইত্যাদি বুঝানো হয়। শিক্ষা উপকরণ সাধারণত ম্যাগাজিন সাইজ ও ২-৪ ফর্মা হয়ে থাকে।

টাইপ

টাইপের মাপও যথাযথ থাকা দরকার। অব্যাহত শিক্ষা উপকরণে টাইপের মাপ সাধারণত ১৪-১৮ পয়েন্ট ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন শৈলী

উপস্থাপন শৈলী অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। বিষয় বর্ণনামূলক, প্রবন্ধ আকারে, গল্পের মাধ্যমে, ছড়ার মাধ্যমে না অন্য কোন মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে তা সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করতে হবে। পুঁথি বা হাট কবিতা, ছড়া, গল্প, ইত্যাদি মাধ্যমগুলোই নব্যসাক্ষরদের কাছে খুব প্রিয়।

খ. আগ্রহ

উপকরণের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের চাহিদা মাফিক করার জন্য চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। নিরূপিত চাহদিা ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করলেই শিক্ষার্থীদেরকে উপকরণের প্রতি আগ্রহী করতে তোলা সম্ভব হয়।

গ. আকাঙ্ক্ষা

শিক্ষা উপকরণ যাতে চর্চাকারীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থী যদি মনে করে উপকরণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তার জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটছে তা হলে স্বাভাবিকভাবেই উপকরণের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত থাকবে এবং উপকরণটি ফলপ্রসূ হবে।

ঘ. উদ্যোগ

উপকরণে এমন কিছু উদ্যোগ থাকবে যা অব্যাহত শিক্ষা চর্চাকারী ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে বা সমাজ জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। উপকরণ পাঠের পর ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগী হবে এবং যা তার নিজ জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কর্মশালার মাধ্যমেই উপর্যুক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে বেসরকারি সংস্থাসমূহ উপকরণ উন্নয়ন বা গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করে। মূলত পঞ্চাশের দশক থেকেই উপকরণ তৈরির এ চর্চা আমরা লক্ষ্য করি,

> মানুষকে প্রদত্ত সাক্ষরতা জীবনভর চালিয়ে নিতে সক্ষমতা দেয়ার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনোপযোগী বিষয়ে তার অধিকতর দক্ষতা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম অনুসারক শিক্ষা উপকরণ রচিত হয় ১৯৫৬ সালে ডঃ বিভার কর্তৃক। ঐ সময়ে কয়েকটি অনুসারক শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হয়। ১৯৬৩-৬৭ সন পর্যন্ত কুমিল্লা বার্ড কেন্দ্রিক "পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী" কর্তৃক রচিত হয় ৫৭ টি অনুসারক শিক্ষা উপকরণ।
>
> স্বাধীনতার পর ব্র্যাক সর্বপ্রথম বেশ কিছু অনুসারক শিক্ষা উপকরণ রচনা করে। ১৯৮৩-৮৫ সালে গ্রামবান্ধব এফআইভিডিবি এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী হাতে

Dhaka University Institutional Repository

> নেয়। যার আওতায় রচিত হয় অনেকগুলো অনুসারক শিক্ষা উপকরণ। গ্রাম বান্ধব সর্বপ্রথম অনুসারক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে মৌলিক শিক্ষা উপকরণের সাথে এর সাদৃশ্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ সময়ে জাগরণী চক্রও বেশ কিছু অনুসারক শিক্ষা উপকরণ রচনা করে।
>
> পরবর্তীকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গণসাহায্য সংস্থা, হীড- বাংলাদেশ ও সিএইচসিপি কর্তৃক যথেষ্ট অনুসারক উপকরণ রচিত হয়। পাশাপাশি আরডিআরএস, সিসিডিবি ও গণশিক্ষা/ডানিডাসহ অনেক সংস্থাই নব্য পড়ুয়ার জন্য নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৯০-৯৪ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান এ লক্ষ্যে বেশ কিছু উপকরণ প্রণয়ন করে।[১৩]

বেসরকারি সংস্থা প্রণীত কিছু কিছু অব্যাহত শিক্ষা উপকরণের মান নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ভাষা ও বানানের ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত সীমাবদ্ধতা অমার্জনীয়। এ প্রসঙ্গে 'বাংলা বানান রীতি ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ' শীর্ষক নিবন্ধে জামিল চৌধুরীর আশঙ্কা,

> ... নব্যসাক্ষরদের জন্য লেখা কোনো কোনো বইতে দেখা যায় গল্প, চূড়ান্ত, পর্যন্ত, পুরস্কার, বাচ্চা, বৃত্তি, বৃষ্টি, মন্ত্রী, মিষ্টি, শক্তি শব্দগুলোয় যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা। সহজ করে লেখা এবং ভুল বানান লেখা এক কথা নয়। ভুল বানানের ভাষা দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর। সহজ সরল ভাষা সহাজবোধ্য ও সুখপাঠ্য।
>
> খেয়ালখুশিমতো বানান লিখলে অনেক সময় অর্থ গ্রহণেও বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। ... বানান এমন একটি বিষয় যে তার রীতি-নীতি কোন একজন ব্যক্তির খামখেয়ালির উপর নির্ভির করে না। বানানের কোনো পরিবর্তন আনতে হলে সে বিষয়ে সমগ্র ভাষাসম্প্রদায়ের ঐকমত্য প্রয়োজন।
>
> বিশেষ করে নব্যসাক্ষরদের উদ্দেশে লেখা বইপত্র হওয়া উচিত সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সহজপাঠ্য। একজন উচ্চশিক্ষিত পাঠক কোনো ভুল বানান বা মুদ্রণপ্রমাদের সম্মুখীন হলে তিনি নিজ মেধা ও অভিজ্ঞতা থেকে হয়ত লেখার অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন, কিন্তু একজন নব্যসাক্ষরের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বানান না শিখে কোনো ভাষাই লেখা বা পড়া যায় না। এ কথাটি অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। তথ্য ও জ্ঞানের প্রসার যদি লেখার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সবাইকে একটি অভিন্ন বানান লিখতে হবে।
>
> ...
>
> নব্যসাক্ষরদের জন্য রচিত অব্যাহত শিক্ষা উপকরণে শুদ্ধ বাংলা বানান রীতি শেখানো উচিত। কেননা সহজীকরণের নামে ভুল শিক্ষা তাদেরকে আরও পেছনে নিয়ে যাবে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

দেশে অনেক দিন থেকে কিছু কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু এসব প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাহিদার কথা মনে রেখে তৈরি; গ্রামের কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের জন্য তেমন কোন উপকরণ এখনও ব্যাপক আকারে তৈরি শুরু হয় নি। এনজিও প্রণীত উপকরণমালা প্রধানত গ্রামের মানুষের জীবন যাত্রা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করেই তৈরি হয়। এসব উপকরণ পাঠে গ্রামের সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য খুঁজে পায়।

শহুরে বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর প্রকাশনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সংস্থার কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য প্রকাশনা 'আলোকিত' মানুষ গড়ার আন্দোলনে কতটা সফল– বর্তমান অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত বা নব্যসাক্ষর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সাহিত্যের উপকরণ সহজলভ্য নয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা প্রণীত শিক্ষা উপকরণ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজেই পৌঁছে যায়। এসব উপকরণ সংগ্রহের জন্য সাধারণত তাদের কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এছাড়া সাক্ষরতা অর্জনের পরেও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব থেকে যায়। এনজিওসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপকরণ পাঠ করেই তাদের শিক্ষার চর্চাটাও অব্যাহত থাকে।

এনজিও প্রণীত এ সকল উপকরণ একধরনের সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। একে গণমুখী এনজিও সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। এসব উপকরণের শিল্পমূল্য যা-ই নির্ধারিত হোক না কেন– গ্রামের মানুষের মানস গঠনে তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. *অধুনা*, এডাব-এর ২০ বছর পূর্তি সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-২৯।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২৯।

৩. *প্রাগুক্ত*, ড. আতিউর রহমান, গ্রামবাংলার সামাজিক চেহারা এনজিওরা বদলে দিয়েছে। পৃষ্ঠা-৯।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৯।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৯।

৬. *প্রাগুক্ত*, রাহাত খান, উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের দেশে এক ধরনের অজ্ঞতা রয়েছে। পৃষ্ঠা-৭৮।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৭৮।

৮. *Directory of Education Programmes of the NGOs Bangladesh.*, Publsihed by Campaign for Popular Education-CAMPE with Support from UNICEF, 1995.

৯. আনিসুজ্জামান, উন্নয়ন মানে প্রচলিত ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণার উচ্ছেদ। *অধুনা*, প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-৭।

১০. কবি সুফিয়া কামাল– সাক্ষাৎকার, অধুনা, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৫৪।

১১. আবদুল্লাহ আল-মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬। পৃষ্ঠা-১২৩।

১২. *প্রতিবেদন*, বয়স্ক শিক্ষাক্রম ভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা, ৮-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪। প্রকাশক গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা। পৃষ্ঠা-১৫-১৭।

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৩০।

১৪. *সাক্ষরতা বুলেটিন*, সংখ্যা ১৯ চৈত্র ১৪০১ মার্চ ১৯৯৫। প্রকাশক গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্র্যাক : সাহিত্য প্রকাশনায় গণমুখী ভূমিকা

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ[১] বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ' বা ব্র্যাক-এর উন্নয়ন অভিযাত্রার সূচনা হয়। বৃহত্তর সিলেটের সাল্লা অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্র্যাক মাত্র নয় মাসে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ১৪,০০০ গৃহনির্মাণ করে। এই সময়ের মধ্যে ব্র্যাক উপলব্ধি করে যে, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে তুলছে। এই উপলব্ধি থেকে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৩ সালে বহুমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রভৃতি। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদানের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে আড়ং, হস্তশিল্প উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কম্পিউটার সেন্টার, মুদ্রণালয়, কোল্ড স্টোরেজ, পোশাক শিল্প কারখানা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে একের পর এক কর্মসূচি গ্রহণ ও বর্জনের পথ পেরিয়ে ব্র্যাক আজকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ব্র্যাকের বর্তমান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীণ ঋণ প্রকল্প, স্বাস্থ্য কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম ও সেবাপ্রদান।

তৃণমূলভিত্তিক সংগঠন ব্র্যাকের কর্মী সংখ্যা আজ নিয়মিত ২২,০০০ এবং খণ্ডকালীন ৩৪,০০০। ব্র্যাকের সকল কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল দেশের ৬৪টি জেলার ৫০ হাজার গ্রামবাসী সরাসরি ভোগ করছেন[২]।

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামীণ অর্থনীতির অবকাঠামোগত বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে দরিদ্র মানুষদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হয়। ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠকরা নির্ধারিত গ্রামে ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। একেকটি গ্রাম সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। বর্তমানে ব্র্যাক গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনের সংখ্যা ৭৪,৪২৮। এসব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২.৮ মিলিয়ন। এর শতকরা ৯৬ ভাগই[৩] মহিলা।

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির ঋণদানের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে ক্ষুদ্রব্যবসায়, রেশমচাষ, সেচ, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন , হস্তশিল্প, পরিবহন, বনায়ন ইত্যাদি। এছাড়া দুস্থ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক সরকারের সাথেও যৌথভাবে কাজ করছে। মুদি-দোকান, রেস্তোরাঁ, কাঠের কাজ ইত্যাদির জন্য মহিলাদের ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। মহিলারাই এসব অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। গবাদিপশু উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য উদ্দিষ্ট মহিলাদের আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির অভাব দূর করা। জনগণ যাতে আইন শিক্ষার মাধ্যমে অধিকার সচেতন হয়ে উঠে সে জন্য ব্র্যাকের রয়েছে প্যারালিগ্যাল কর্মসূচি। সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্র্যাক সামাজিক সচেতনতার পাঠ দিয়ে থাকে। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সকল সদস্যের জন্য এই শিক্ষা আবশ্যিক।

স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির সূচনা মূলত ১৯৭৯ সালে, যখন ব্র্যাক কর্মীদের উদ্ভাবিত সহজলভ্য খাবার স্যালাইন ব্যবহার শিক্ষাদানের মাধ্যমে ব্র্যাকের ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি শুরু হয়। এই কর্মসূচি চলাকালে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ গৃহের অন্তত একজন করে মহিলা খাবার স্যালাইন তৈরি করার কৌশল রপ্ত করেন। এ জ্ঞান এখন ঘরে ঘরে।

ব্র্যাক শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে ১৯৮৬-৯০ সাল পর্যন্ত। এর আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্র্যাক সরকারি স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি চালু হয় ১৯৯১ সালে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল জনগণের বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা এবং গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করে স্থায়ীভাবে তা ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করা।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও সেবা প্রদান

মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন– এ দুটি ব্যাপক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দান ও গোটা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে ব্র্যাক ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করে। ব্র্যাকের ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা এবং ব্যবস্থাপনা কর্মীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯০ সাল থেকে এ কর্মসূচি পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। ঢাকা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে রাজেন্দ্রপুরে এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাক স্থাপন করেছে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। এ কেন্দ্র থেকে ব্র্যাকের ব্যবস্থাপকদের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ব্র্যাক ক্রমান্বয়ে নিজস্ব তহবিল বাড়িয়ে বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদানের পরিমাণ দ্রুত কমিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ব্র্যাক আড়ং বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলে। দরিদ্র মহিলা ও গ্রামীণ কারুশিল্পীরা আড়ং-এর মাধ্যমে তাদের ন্যায্য মজুরি ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন। আড়ংসামগ্রী দেশের বাইরেও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, কোল্ড স্টোরেজ, টেক্সটাইল মিল এবং ডেয়ারি ও খাদ্য প্রকল্প ব্র্যাকের উন্নয়ন তহবিল বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, এসব প্রকল্প থেকে অর্জিত অর্থ ব্র্যাকের ক্রমবর্ধমান বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ খাতেই ব্যয় হয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংগঠন ও উপার্জন এ চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ব্র্যাক কাজ করে চলেছে। ব্র্যাক বিশ্বাস করে যে, একটি পরিবারে একজন মহিলাকে যদি উপার্জনশীল করা যায় তাহলে ঐ পরিবারটি স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

শিক্ষা কার্যক্রম

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্র্যাকই প্রথম ব্যাপক আকারে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি আরম্ভ করে। গ্রামের সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র শিশুদের জন্য ২২টি স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে ১৯৯৫ সালে। বর্তমানে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ৩৪ হাজারেরও বেশি। গড়ে ১.১ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়, যার শতকরা ৬৭ ভাগ ছাত্রী।[৪] ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি এই শিক্ষা সমাপ্ত করে আর প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়।[৫]

ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বেসরকারি পর্যায়ে অন্যতম শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ১৯৮৫ সাল থেকে ব্র্যাক মডেলের শিক্ষা পদ্ধতি ভারত, পাকিস্তান, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশসমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্র্যাক মডেল অনুসরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।[৬]

শিশু শিক্ষা উপকরণ : শিশু শিক্ষার জন্য উপকরণ প্রকাশ ও প্রয়োগে বাংলাদেশের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ব্র্যাক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে ব্র্যাকের শিশু শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীদের মন-

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে শিক্ষাকে শিশুর কাছে আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপনের জন্য ১৯৮৫ সালে 'এসো পড়ি' (শিশুপাঠ্য) প্রকাশিত হয়।

বয়স্ক শিক্ষা উপকরণ : ব্র্যাক নিরবচ্ছিন্নভাবে সাক্ষরতা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করে আসছে ১৯৭৩ সাল থেকে । প্রচলিত জীবনবোধ ও সমাজের চলমানতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা উপকরণের পাঠসমূহ সহজ ও অর্থময়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া অব্যাহত শিক্ষার উপকরণ হিসেবে রয়েছে *ফুলবানুদের কথা, সখিনার সংসার* এবং *ঘর সংসারের গল্প* ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই উপকরণগুলো কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীদের জন্যও অনুসারক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২.

সাহিত্য পাঠের সেবা সব শ্রেণী-পেশার মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আশির দশকে বেসরকারি উন্নয়ন ব্র্যাক গ্রন্থ প্রকাশের প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্প বা কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যাক প্রকাশনার গ্রন্থাদি নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়—

প্রবন্ধ সাহিত্য;
ছোটগল্প উপন্যাস কবিতা;
বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা;
সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা (সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ);
শিশুকিশোরদের বই;
উন্নয়ন বিষয়ক বই;
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসিরিজ;
ইংরেজি বই এবং
ক্যাসেটসহ বই।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রকাশনা সূত্রে ব্র্যাক সচেতনভাবে দেশের খ্যাতিমান লেখক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করে।

১৯৮৩ সালে ব্র্যাক 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসিরিজ' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। সিরিজের প্রথম বই কাজী আবদুল ওদুদ রচিত 'শাশ্বত বঙ্গ'। গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্র্যাক-এর বক্তব্য,

> ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্বিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি বেসরকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সমস্যা ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই প্রণীত হয় এর কার্যক্রম।
>
> দেশে উচ্চ শিক্ষার একটি কাঠামো রয়েছে। নানা সমস্যা আর সীমাবদ্ধতা তার সহচর। এর অন্যতম হলো প্রযোজনীয় পাঠ্য পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা। আমদানীর মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তার সর্বাংশই ইংরেজীতে এবং প্রায়শঃই শিক্ষার্থীর ক্রয়

Dhaka University Institutional Repository

> ক্ষমতার বাইরে। সর্বস্তরে বাংলা চালুর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আজকাল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলায় পাঠদান শুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা আমরা এখনও পর্যাপ্তভাবে নিতে পারিনি। ফলে শিক্ষকেরা দ্বিধাগ্রস্ত, শিক্ষার্থীরা দিশেহারা। আর সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন।
>
> এই বাস্তব অবস্থা বিচার করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাতে সুলভে বাংলা পাঠ্যবই তুলে দেবার উদ্দেশ্যেই 'ব্র্যাক প্রকাশনা'র এই 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসিরিজ'।[৭]

'শাশ্বত বঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। বত্রিশ বছর পর ১৯৮৩ সালে ব্র্যাক গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। পুনর্মুদ্রণের পাশাপাশি ব্র্যাক সমকালীন খ্যাতিমান লেখকদের মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়। এ পর্যায়ে শাহরিয়ার কবিরের একাত্তরের যীশু (১৯৮৫), Slected poems of Shamsur Rahman (1985), মুনতাসির মামুনের হৃদয়নাথে ঢাকা শহর (১৯৮৫), রফিক আজাদের পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ (১৯৮৫), রাহাত খানের ছায়া-দম্পতি (১৯৮৬), আলী ইমামের সবুজ বাড়ির কালো তিতির (১৯৮৫), হরিপদ দত্তের জোয়াল ভাঙার পালা (১৯৮৫), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একই জন্মভূমি (১৯৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯৮৬ সালে ব্র্যাক 'বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা' প্রকাশের প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের অধীনে এ্যারিস্টোফানিস-এর লিসিসট্র্যাটা (১৯৮৬), ইউরিপিডিস-এর মিডিয়া (১৯৮৭), ইউরিপিডিস-এর আলসেস্টিস (১৯৮৬), এ্যারিস্টোফানিস-এর ভেক (১৯৮৬), ইস্কিলাস-এর আগামেমনন (১৯৮৭), সফোক্লিস-এর রাজা ঈদিপাস (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়। নাটকগুলোর ভূমিকা রচনা এবং অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন কবীর চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা ও খোন্দকার আশরাফ হোসেন।

ব্র্যাক কেন 'বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা' প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠল তার উত্তর মেলে গ্রন্থমালার প্রথম নাটক এ্যারিস্টোফানিস-এর লিসিসট্র্যাটা প্রসঙ্গে ব্র্যাক-এর নিবেদন পাঠে।

> গ্রীক ধ্রুপদী নাট্যকলার এক মহত্তম প্রতিভা এ্যারিস্টোফানিস। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কিছু কালজয়ী নাটক। সেই নাটক শুধু বিনোদন নয়, কিংবা নয় শুধু শিল্পিত প্রতিমা। বরং ক্ষুরধার অস্ত্র। সে অস্ত্রের মুখ যুদ্ধবাজ শক্তির দিকে ফেরানো। স্বকালীন রাজনীতির অযোগ্যতা আর অসাধুতার প্রতি তার ক্ষমহীন আক্রমণ। বিংশ শতাব্দীর এই অপরাহ্ণবেলাতেও এ্যারিস্টোফানিসকে আমরা যেন আমাদের সমকালের ব্যাখ্যাতা হিসেবে পেয়ে যাই। মনে হয় তিনি আছেন আজকের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের মিছিলে, আছেন সংগ্রামশীল মানুষের জয়যাত্রায়।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু গ্রন্থ প্রকাশেই ব্র্যাক-এর দায় সীমিত নয়। এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও লক্ষ্য করা যায়। কারণ, গ্রন্থ প্রকাশের নেপথ্যে সমাজ পরিবর্তনে এ্যারিস্টোফানিসকে আমরা সমকালের ব্যাখ্যাতা হিসেবে, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের মিছিলে কিংবা সংগ্রামশীল মানুষের জয়যাত্রায় প্রত্যক্ষ করি।

বাংলা ভাষার মহত্তম গ্রন্থসমূহ পাঠ (অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর) করার জন্য প্রয়োজন এগুলোর সংক্ষেপিত ও সহজে বোধগম্য কিছু সংস্করণ। কিশোর-কিশোরী, স্বল্পশিক্ষিত ও নব্যসাক্ষরদের নিকট কীর্তিমান লেখকদের রচনা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নব্বই-এর দশকে ব্র্যাক ' সোরা সাহিত্য গ্রন্থমালা'-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ লিখিত মুখবন্ধ অংশটি প্রণিধানযোগ্য,

> বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্য সামনে রেখে ব্র্যাক অনেকদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি ব্র্যাক স্বল্পশিক্ষিত ও নব্যসাক্ষরদের জন্য একটি নতুন সিরিজের গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে বাংলাভাষায় কয়েকজন প্রখ্যাত লেখকের কিছু নির্বাচিত রচনা সংক্ষেপিত ও সরলীকৃত তথা অভিযোজিত আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের দেশে অনেকেই বহুবিধ কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নকালে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে লেখাপড়ার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের বিশ্বাস, যথাসময়ে তাদের হাতে উপযুক্ত বই তুলে দিতে পারলে তাদের পাঠাভ্যাস শুধু অক্ষুণ্ন থাকবে না, তা আরো জোরদার হবে। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাদের চিত্তেরও উৎকর্ষ ঘটবে। এ ছাড়াও আমরা আশা করি, বর্তমান সংক্ষেপিত সংস্করণ পাঠ করে আমাদের উদ্দিষ্ট পাঠকবৃন্দ মূল গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত হবেন। এই বিশ্বাস এবং আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা বর্তমান প্রকল্পটি হাতে নিয়েছি।[৯]

'সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা'র সহজ সংস্করণ হিসেবে ব্র্যাক ৩০টি গ্রন্থ [১০] প্রকাশ করেছে। এগুলো হল— মমতাজউদদীন আহমদ কৃত মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামা (সম্পাদিত গদ্যরূপ), মহাকবি আলাওলের পদ্মাবতী (গদ্যরূপান্তর), কবীর চৌধুরী কৃত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলা, দিলীপ মালাকার কৃত কৃষ্ণকান্তের উইল, হায়াৎ মামুদ কৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য (কাহিনীরূপ), কবীর চৌধুরী কৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা, আনোয়ারা বেগম কৃত নৌকাডুবি, নীলিমা ইব্রাহিম কৃত যোগাযোগ, মকবুলা মনজুর কৃত চোখের বালি, কবীর চৌধুরী কৃত কাজী নজরুল ইসামের কুহেলিকা, আনোয়ারা বেগম কৃত মৃত্যুক্ষুধা, মঈনুল আহসান সাবের কৃত অগ্নিগিরি, মাহমুদউল্লাহ কৃত ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রায়নন্দিনী, মেসবাহুল হক কৃত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দত্তা, মকবুলা মনজুর কৃত বিরাজ বৌ, শামসুননাহার হক

Dhaka University Institutional Repository

কৃত রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, সাজেদুর রহমান কৃত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), এহসান চৌধুরীকৃত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশনি-সংকেত, আল-কামাল আবদুল ওহাব কৃত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, বশীর আলহেলাল কৃত মানিকবন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, রাজীব হুমায়ুন কৃত অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম, আশরাফ-উজ-জামান কৃত বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ, আনোয়ারা বেগম কৃত নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর স্বপ্নদ্রষ্টা, বশীর আলহেলাল কৃত মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু, মমতাজউদদীন আহমেদ কৃত মোজাম্মেল হকের জোহরা, বশীর আলহেলাল কৃত আবুল মনসুর আহমদের জীবন-ক্ষুধা, এহসান চৌধুরী কৃত মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের গরিবের মেয়ে, আশরাফ-উজ-জামান কৃত আনোয়ারা, মেসবাহুল হক কৃত লোকগীতিকাব্যের গল্পরূপ মহুয়া এবং বিপ্রদাশ বড়ুয়া কৃত মলুয়াসুন্দরী।

'সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা'র প্রয়াস পাঠককে গ্রন্থমুখী করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সহজ, সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মাধ্যমে পাঠককে মূলগ্রন্থ পাঠের প্রতি প্রণোদনা জুগিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত সকল গ্রন্থই যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে তা বলা সমীচীন নয়।

সরলীকৃত গ্রন্থে মূল ঘটনা, ভাষার লালিত্য, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, রচনা রীতি, চরিত্র বিশ্লেষণ, কাহিনী বিন্যাসের নৈপুণ্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। কোন কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ বাজারি নোটবুকের পর্যায়ে সামিল করেছে এ প্রচেষ্টাকে। পরিকল্পিত সিরিজের দ্বাদশ গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখ্যাত উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র সহজ সংস্করণে আমরা তা লক্ষ্য করি। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের মূল পাঠ উপস্থাপন করা হল,

> রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারো কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন— স্কলারশিপও কখনো ফাঁক যায় নাই।
>
> পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে সে বাড়ি যাইবে।
>
> . . .
>
> সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। সে তর্ক তুলিয়াছিল যে পুরুষের বুদ্ধি খড়্গের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ

Dhaka University Institutional Repository

> করিতে পারে; মেয়েদের বুদ্ধি কলম-কাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও-না, তাহাতে কোনো বৃহৎ কাজ চলে না- ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগল্‌ভতা নীরবে উপক্ষো করিতে প্রস্তুত ছিল। [১১]

সরলীকরণের নমুনা,

> আইন পরীক্ষা দিয়েছে রমেশ। বরাবরই সে ভালো ছাত্র। বৃত্তি পায়। কলকাতায় কলুটোলায় বাসা ভাড়া করে থাকে। তার বাবা ব্রজমোহন চৌধুরী গ্রামে থাকেন। মা নেই। আত্মীয় ও আশ্রিত অনেকে থাকে বাড়িতে।
>
> রমেশের বাবা ছেলেকে দেশে যেতে লিখেছেন। ছেলে উত্তরে জানিয়েছে পরীক্ষার ফল বেরোলে যাবে।
>
> . . .
>
> অক্ষয় নামে আর একটি যুবক আসে ও বাড়িতে। সেও যোগেনের বন্ধু। পড়াশোনায় ভালো নয়, তবে বুদ্ধি-শুদ্ধি যথেষ্ট। হেম সম্পর্কে তারও দুর্বলতা আছে। হেম তাকে পাত্তা দেয় না। তবে তাতে সে দমে যায় না। আসা কমে না। এক বিকেলে চায়ের টেবিলে জমজমাট তর্ক চলছিল। ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি এই নিয়ে যোগেন ও অক্ষয় যখন একমত, তখন রমেশ তার প্রতিবাদ করল। অন্নদাবাবু ও হেম শুনছে। [১২]

আমাদের জাতীয় কৃষ্টি , সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এমন শিশুগ্রন্থের বড় অভাব। ব্র্যাক শিশুমনের চাহিদা মেটাতে নানা ধরেনর ৫৩টি[১৩] বই প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়। এরই অংশ হিসেবে ব্র্যাক প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজ পাঠ' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সহজ সংস্করণের পাশাপাশি রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই রচিত মজার ছড়ার বই 'হাট টিমা টিম'। এর প্রকাশনা তালিকায় সংযোজিত হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির গল্প, বাঘের পালকি চড়া, পান্তাবুড়ি; কাজী ইমদাদুল হকের নবিকাহিনী, কাজী আবুল কাসেমের পুঁতির মালা, আসাদ চৌধুরীর গ্রামবাংলার গল্প, বিপ্রদাশ বড়ুয়ার রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য, কুমড়োলতা ও পাখি; নাজমুল আলমের রক্তমণি, শাহজাহান কিবরিয়ার বাঘা, আবদুল হাফিজের ঘোড়ার ডিম, আল-কামাল আবদুল ওহাবের লতাপাতা, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর কালোঘোড়া সাদাঘোড়া,মুহাম্মদ আযীমুদ্দিনের সেকালের গল্প, আবু সালেহ-এর গ্রামের নাম চৌগাছী, সরদার নূরল আনোয়ারের ছানাপোনার গপ্পো, ড. জয়া সেনগুপ্তার সোনার পেয়ালা, ওরা দুই বন্ধু, আলোর ঠিকানা, কুসুমকলি, ছুটির দিনে দুপুরে, সোনালি দিন; হুসনে আরার রাজপুত্রের টুপি, রঞ্জনেশ্বর হালদারের পদ্মদিঘির মুক্তা; সৈয়দ নজমুল আবদালের ঈশপের গল্প, গাছের ডালে মাছের বাসা, সাত রঙে আঁকা, কুঁজোবুড়ি সাতপরী, রাজার জামাই, মানুষের কাহিনী; সুবলকুমার বণিকের সাদামেঘ কালোমেঘ, ভিনদেশী গল্প, চাঁদের জামা, জাদুর তুলি, টিনের সেপাই, নিঝুমবনের সাদাহাতি; মোঃ রফিকুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের রানী ও রূপকুমারী, নকল রাজা, দাসুর গাড়ি; সুমন রহমানের জানার শেষ নেই। পাখির সাথি ফুলের সাথি, লেজকাটা শেয়াল, হাসিমুখ উজ্জ্বল (সঙ্কলন) এসো গান করি (বইসহ গানের ক্যাসেট)। পিঠাঘরের ডাইনিবুড়ি, জল পড়ে পাতা নড়ে (রবীন্দ্রনাথের শিশুকিশোর কবিতার সঙ্কলন) সকালবেলার পাখি (বইসহ গান ও আবৃত্তির ক্যাসেট), ভোরের আলোর গান, নতুন দিনের পথে, কাজলরেখা প্রভৃতি।

ব্র্যাক প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থে গ্রামীণ পটভূমির সঙ্গে শহুরে জীবনের চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু রচনা গ্রাম শহরের সীমারেখা ভেঙে সব শিশুর চিত্ত জয় করেছে। গান ধরেছে চেঙা বেঙা / তাইরে নারে না, / ঠ্যাঙ উঁচিয়ে কোলা বলে / এখান থেকে যা।... নূপুর পায়ে নেংটি ইঁদুর / ধিনতা ধিনা নাচে, / কাঁসর বাজায় হুলো বিড়াল/বাদুড় ঝোলে গাছে।[১৪] এসব ছড়া যে কোন শিশুরই মন রাঙিয়ে দেয়। এ ছাড়া উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রূপকথার গল্পের বই শিশু-কিশোরদের স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা করে তোলে। ঈশপের গল্পের পশুপাখি হয়ে উঠে ওদের সবার প্রিয়জন।

ব্র্যাক প্রকাশিত সব বইয়ের মান উৎকৃষ্ট এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বিশেষ করে, কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিম্নমানের পুস্তক (কমিক্স্) কিশোর-চেতনাকে উন্নত না করে পাঠবিমুখ কিংবা দুর্বল করেছে। কখনও কখনও ব্র্যাক আত্মপ্রচারমূলক এমন কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে যা প্রতিষ্ঠানটির সাহিত্য প্রকাশনাকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলেছে। পাঠকের পাঠ স্পৃহাকে ইচ্ছেমতো করেছে পীড়ন। দৃষ্টান্ত,

ক.

> সখিনা জুলেখার কথা মন দিয়ে শোনে। হঠাৎ তার নজর পড়ে ফুলবানুদের উপর। ফুলবানুরা কখন কান্না থামিয়েছে কেউ খেয়াল করেনি। ওরা সাবাই জুলেখার কথা শুনছে। সুযোগটা ছাড়ে না সখিনা। সে ফুলবানুদের বলে 'তোমরা নিজের কানেই শুনলে জুলেখার কথা। কেন মিছিমিছি কাঁদ তোমরা? তোমরাও ইচ্ছা করলে জুলেখার মতো নতুন জীবন গড়তে পার।'
>
> ফুলবানু, সমিরন আর জহুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সখিনার মুখের দিকে। সত্যিই তো, জুলেখা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তারা কেন পারবে না? চেষ্টা করলে তারাও নিশ্চয়ই পারবে। তারাও সমিতির সদস্য হবে। টাকা রোজগার করবে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। কারও সংসারে বোঝা হবে না।[১৫]

খ.

> দশদিন হল শিমুল শহরে এসেছে। শিমুলকে নিয়ে এসেছেন বড় চাচা। ভারি ভালো লাগছে তার। শিমুল গাঁয়ে থাকতে শহরের কথা কত শুনেছে। শহরে কল ঘোরালে পানি বের হয়। টিপ দিলে বাতি জ্বলে। ঘরে বসে দূরের মানুষের সাথে কথা বলা যায়। এমন আরও কত কী!

Dhaka University Institutional Repository

> শহরে এসে শিমুল দেখেছে, সব কথা ঠিক। সে নিজেও কল ঘুরিয়ে পানি পায়। টিপ দিয়ে বাতি জ্বালে। টিপ দিয়ে পাখা চালায়। হাওয়ায় ভরে যায় ঘর। তখন আর একটুও গরম লাগে না। মায়ের কথা ভাবে শিমুল। মা এসব কিছুই দেখেনি। চাচা বলেছেন 'শিমুল ঢাকাতেই থাকবে। স্কুলে পড়বে'।[১৬]
>
> গ.
>
> একদিন দুদিন করে কেটে গেল সাত দিন। চারাগুলো বড় গাছ হল। বৌ রোজ একবার গাছ দেখে। একদিন সে দেখল, গাছগুলো সোনালি রঙের শিমে ভরে গেছে। শিমগুলো বেশ বড়। সে এক ঝুড়ি শিম তুলে গাঁয়ে বেচতে নিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা তো অবাক! এত বড় শিম তারা কোন দিন দেখে নি! সবাই শিম কিনল।
>
> শিম বেঁচে বৌ অনেক টাকা পেল। তারপর বাড়িতে এসে স্বামীকে শিমের কথা বলল। বৌয়ের কথা শুনে বোকা খুশি হয়ে বলল, 'এত দিন আমি ঠকেছি। এবার যে আমাকে ঠকিয়ে গরু নিয়েছে, সেই ঠকেছে।'
>
> তারপর কী হয়েছে জান ?
>
> সেই শিম ক্ষেতে আরও অনেক শিমগাছ হল। বোকা আর তার বৌ শিম বেঁচে অনেক টাকা পেল। সেই টাকা দিয়ে তারা বাড়িতে দালান তুলল। তারপর দুজনে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।[১৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোকে সাহিত্যের কোন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এগুলোকে বড়জোর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করা যায় একাবার পাঠ শেষে যার গুরুত্ব ও প্রয়োজন দুটোই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

আত্মপ্রচারের জন্য কেউ কেউ নানাভাবে নিজেই উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়। এ জাতীয় অমর্যাদাকর প্রয়াস ব্র্যাক প্রকাশিত গ্রন্থেও বিরল নয়। কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশে ব্র্যাক সাহিত্যকে প্রচার ও প্রসারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। উক্তিটি প্রযোজ্য হত না যদি ব্র্যাক উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোর গ্রন্থসমূহকে সাহিত্য প্রকাশনা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করত। এ সকল গ্রন্থ ক্রয়ে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার না করত। সাহিত্য যখন স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন সাহিত্য থাকে না— হয়ে উঠে আত্মরক্ষার হাতিয়ার।

নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির পরও ব্র্যাক-এর সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা আমাদের সমাজ বাস্তবতায় ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে গ্রন্থমুখী– করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ব্র্যাক-এর। জনসাধারণের জন্য সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ার ফলে ব্র্যাক সাহিত্য পাঠের সেবাও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে পেরেছে। গুটিকয় শিক্ষিত মানুষের বদ্ধ কুঠুরি থেকে সাহিত্যকে নিয়ে গেছে খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্ত আঙিনায়। এ ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশকে ব্র্যাক পাঠকশ্রেণীতে রূপান্তর করার দাবিদার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. *BRAC Research 1998*, Edited by Hasan Shareef Ahmed, Published by BRAC Dhaka, May 1999. P-1.

২. *Ibid*, P-3.

৩. *Ibid*, P-3.

৪. *Ibid*, P-3.

৫. *Ibid*, P-3.

৬, আবদুল্লাহ আল-মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬। পৃষ্ঠা-১০১।

৭. *BRAC Research 1998* , P-4.

৮. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩।

৯. এ্যারিস্টোফানিস, *লিসিস্ট্র্যাটা*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। প্রকাশকাল জুন ১৯৮৬।

১০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিরাজ বৌ*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১।

১১. *গণকেন্দ্র*, সচিত্র মাসিক পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৫ ১৪০৪ আগস্ট ১৯৯৭। ঢাকা।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড. বিশ্বভারতী, কলিকাতা। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৪৭। পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯২। পৃষ্ঠা-১৬৭।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৌকাডুবি*, পুনর্লিখন আনোয়ারা বেগম। ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯২। পৃষ্ঠা-২।

১৪. *গণকেন্দ্র*, আগস্ট ১৯৯৭।

১৫. আল কামাল আবদুল ওহাব, *লতাপাতা*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৯১।

১৬. সালমা সোবহান ও ড. জয়া সেনগুপ্তা. *সোনালি দিন*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-১৮।

১৭. ড. জয়া সেনগুপ্তা, *কুসুমকলি*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-১৩-১৪।

১৮. মোঃ রফিকুল ইসলাম, *দাসুর গাড়ি*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা। দ্বিতীয় প্রকাশ মে ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্র্যাক প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

কুসুমকলি

গল্পগ্রন্থ। বইটিতে সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলোর নাম– কুসুমকলি, গরিবের মা, কলিমন, মানিক, শহরে শিমুল, জাহানারা ও অপুর ছাগলছানা। গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট গ্রামীণ জীবন।

'কুসুমকলি' গ্রন্থটির লেখক ড. জয়া সেনগুপ্তা। গ্রন্থস্বত্ব–ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ–১৪০১ আগস্ট ১৯৯৪। প্রকাশক– ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ– সারাহ্ প্রিন্টার্স এন্ড এসোসিয়েটস ৯২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ তেজগাঁও ঢাকা ১২১৫। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য পনের টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

সাত রঙে আঁকা

দেশ-বিদেশের প্রচলিত গল্প সঙ্কলন। গল্প সাজিয়েছেন সৈয়দ নজমুল আবদাল। গল্পগুলোর নাম– রাজা ও বুড়ি, দয়ালু যুবক, হাতেনাতে ফল, আসল আর নকল, দুই ভিখারি, প্রতিশোধ, কাজির বিচার।

'সাত রঙে আঁকা' বইটি প্রকাশ করেছেন ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন তারিকুল ইসলাম। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য কুড়ি টাকা। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

লতাপাতা

আল কামাল আবদুল ওহাব রচিত ছড়ার বই 'লতাপাতা'। বইটি প্রথম প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী পৌষ ১৩৭৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে। দ্বিতীয় প্রকাশ– মুক্তধারা। তৃতীয় প্রকাশ- বইপড়া প্রকাশনী। চতুর্থ প্রকাশ– আহমদ পাবলিশিং হাউস। পঞ্চম প্রকাশ– ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৯৮ অক্টোবর ১৯৯১। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা কাজী আবুল কাশেম। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য আঠারো টাকা।

বইটিতে মনভুলানো আঠারোটি ছড়া গ্রন্থিত হয়েছে। চাররঙে আঁকা আকর্ষণীয় ছবি ছড়াগুলোকে করে তুলেছে জীবন্ত। যেমন 'খোকন সোনা ঘোড়ায় চড়ে / টগবগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যায়/ঝোটন বাঁধা কাকাতুয়া/আড় নয়নে চায়।' এর সাথে সচিত্রকরণের দৃশ্যও বেশ চমৎকার। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বিশ। কভার চাররঙে আর্টকার্ডে মুদ্রিত।

টুনটুনির গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশুতোষ গল্পের বই 'টুনটুনির গল্প'। টুনটুনি আর রাজা, টুনটুনি আর বিড়াল, টুনটুনি আর নাপিত, চড়াই আর কাক এবং চড়াই আর বাঘ শিরোনামে মোট পাঁচটি গল্প রয়েছে বইটিতে। বইটির পেছনের কভারে লেখক ও তাঁর গল্প সম্পর্কে একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- 'গল্পকথার জাদুকর তিনি, নাম তাঁর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে ময়মনসিংহে জন্ম হয়েছিল তাঁর। রাজারানী, ভূতপেত্মী, পশু-পাখি এসব নিয়ে তিনি ছোটদের জন্য গড়ে তুলেছেন মজাদার গল্পের ভুবন। রূপকথা-উপকথার স্বপ্নঘেরা রাজ্য।'

'টুনটুনির গল্প' বইটির পৃষ্ঠা, সংখ্যা ২৪। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় ২ রঙের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য বিশ টাকা। ছবি এঁকেছেন সৈয়দ ইকবাল।

হাসিমুখ উজ্জ্বল

এটি ব্র্যাকের একটি নিজস্ব প্রচারণামূলক গ্রন্থ। গল্প, ছড়া, কাহিনীচিত্র ইত্যাদি আঙ্গিকে নানা উপদেশের বাণী রয়েছে বইটিতে। হাসিমুখ উজ্জ্বল - গল্প, সবুজ টিয়া - ছড়া, উজানতলির মেলা - গল্প ও প্রবন্ধের মিশেল, পুতুল বানাই এস - খেলা, কাঠুরিয়া ফিরে যাও - কাহিনীচিত্র, দুই বাগানের গল্প - উপদেশমূলক গল্প, খুঁজে বের কর - খেলা, গোলাপি দুল - গল্প, লুকিয়ে আছে দেশের নাম - গল্প, শিউলি নামের মেয়েটি - গল্প, শখের কাজ - খেলা, তিনটি চড়ুই, ছোট মেয়ে কুমকুম, পাখির বাসা- ছড়া, পানির নাম জীবন - কাহিনীচিত্র, এক যে ছিল কোলা ব্যাঙ - ছড়া, দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা - গল্প একটি নদীর গল্প বলি - পদ্য, শেষ পাতাতেই মজা - গল্প, ইত্যাদি পাঠকের মনে একের ভিতরে একাধিক স্বাদের আমেজ তৈরি করে। বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন সুবলকুমার বণিক।

'হাসিমুখ উজ্জ্বল' গ্রন্থের স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৯ অক্টোবর ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। চিত্রাঙ্কন গোলাম হাফিজ মাসুদ ও মহরম আলি। প্রচ্ছদ ফারিয়া ইসলাম রিদিতা বয়স-৫। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পঁচিশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

সোনার পেয়ালা

কিশোরদের উপযোগী গল্পের বই। ঘাসফুল, লোভী মোড়ল, বুদ্ধিমতী রাজকুমারী এবং সোনার পেয়ালা নামে মোট চারটি গল্পের সংকলন। গল্প সাজিয়েছেন ড. জয়া সেনগুপ্তা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০০ অক্টোবর ১৯৯৩। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ স্কাইল্যাব প্রিন্টার্স ৩৯৫ নিউ ইস্কাটন রোড মগবাজার ঢাকা। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন আমানউল্লাহ সিদ্দিকী। মূল্য বিশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

নকল রাজা

গল্প গ্রন্থ। মোট গল্পের সংখ্যা নয়। এগুলো অণুগল্প হিসেবেই বিবেচ্য। গল্পগুলোর গড় শব্দ সংখ্যা ১২৫। নয়টি গল্পের শিরোনাম– পড়শি, মধুর লোভে, বাঘের সাজা, অলস বিড়াল, বকের চালাকি, পিঁপড়ের সাধ, সবাই মিলে, শোনা কথা এবং নকল রাজা। বইয়ের চব্বিশ পৃষ্ঠা জুড়ে অনু গল্পগুলো বানিয়েছেন মোঃ রফিকুল ইসলাম।

'নকল রাজা' গ্রন্থের স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ মে ১৯৯৭। প্রকাশক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, ব্র্যাক ৭৫ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন আমানউল্লাহ্ সিদ্দিকী। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য বার টাকা।

রানী ও রূপকুমারী

গল্পের বই। বিদেশি কাহিনী অবলম্বনে গল্প সাজিয়েছেন মোঃ রফিকুল ইসলাম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সৈয়দ ইকবাল। 'রানী ও রূপকুমারী' ও 'গাধার গানের দল' নামের দুইটি মূল গল্পের কয়েকটি শাখা বা অধ্যায় রয়েছে। রানী ও রূপকুমারী গল্পের শাখা সমূহ–কে বেশি সুন্দরী?, আমাকে মেরো না, সাত বামনের ঘরে, বিষমাখানো আপেল, অচিন দেশের রাজকুমার, রূপকুমারী রানী হল এবং হিংসুটে রানীর সাজা হল। 'গাধার গানের দল' গল্পের পর্বগুলো হল– গাধা যাবে শহরে, কুকুর হল সাথি, এবার এল বিড়াল, মোরগ এল দলে, ঐ দেখা যায় আলো, এইবার দুই দল, বাঁচাও বাঁচাও এবং খাও দাও আর গান কর।

বিশ পৃষ্ঠার এই বইটির পাতায় পাতায় রয়েছে দুই রঙে আঁকা চমৎকার ছবি। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৩ চৈত্র ১৩৯৯। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য কুড়ি টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

লেজকাটা শেয়াল

এ বইয়ের গল্পগুলো ঈশপ রচিত। শেয়ালের বিপদ, লোভী সিংহ, ঘোড়ার সাজা, মোরগ আর কুকুর, এক রাখাল ছেলে, বাঘ ও পোষা কুকুর, সিংহ আর ইঁদুর, বোকা কাক এবং লেজকাটা শেয়াল শিরোনামে খুবই সহজ ভাষায় গল্পগুলো ছোটদের জন্য বলা হয়েছে।

গ্রন্থটির স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ জুন ১৯৯৩। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন দীপক রায়। মুদ্রণ বিকাশ মুদ্রণ ৩/১ গার্ডেন রোড পশ্চিম তেজতুরি বাজার ঢাকা ১২১৫। মূল্য বার টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

বাঘের পালকি চড়া

রূপকথার গল্পগ্রন্থ। মোট আটটি গল্প রয়েছে এতে। এগুলোর শিরোনাম– বাঘের পালকি চড়া, নরহরি দাস, বাঘমামা আর শিয়ালভাগনে, বোকা কুমিরের কথা, শিয়ালের পাঠশালা, বাঘখেকো শিয়ালের ছানা, পাজি বাঘ এবং সাক্ষী শিয়াল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত গল্পগুলো থেকে যুক্তাক্ষর বর্জন করার ফলে কিছু কিছু শব্দ এবং বাক্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

'বাঘের পালকি চড়াক', গ্রন্থের স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৯ আগস্ট ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পঁচিশ টাকা। প্রচ্ছদের চাররঙের এবং ভিতরের দুই রঙের ছবি এঁকেছেন সৈয়দ ইকবাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

টিনের সেপাই

নানান দেশের গল্প দিয়ে 'টিনের সেপাই' বইয়ের গল্প সাজিয়েছেন সুবলকুমার বণিক। ছবি এঁকেছেন বীরেন সোম। টিনের সেপাই, আকাশপরী ব্যাঙ, রঙিন পাখি, ময়ূরপরী, দৈত্যের বাগান, লাটিম আর বল, রুপাই– ইত্যাদি নামের মোট সাতটি গল্প রয়েছে গ্রন্থটিতে।

ছত্রিশ পৃষ্ঠার এই বইটির স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০১ ডিসেম্বর ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০২ আগস্ট ১৯৯৫। তৃতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০৩ মার্চ ১৯৯৭। প্রকাশক শিক্ষা কার্যক্রম ব্র্যাক ৩৫৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রাকর ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পঁচিশ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নিঝুমবনের সাদাহাতি

নানান দেশের গল্পের সঙ্কলন। গল্প সাজিয়েছেন সুবলকুমার বণিক। ছবি এঁকেছেন সরদার জয়নুল আবেদিন। বইটিতে সোনালি মাছের বন্ধু, বাচাল তোতাপাখি, বনরাজ, বিচারক ভালুক, অহঙ্কারী বেড়াল, টাটটু ঘোড়া এবং নিঝুমবনের সাদাহাতিসহ গল্পের সংখ্যা সাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছত্রিশ।

'নিঝুমবনের সাদাহাতি' গ্রন্থের স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০১ অক্টোবর ১৯৯৪। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ স্কাইল্যাব প্রিন্টার্স ৩৯৫ নিউ ইস্কাটন রোড মগবাজার ডাকা। মূল্য পঁচিশ টাকা।

জাদুর তুলি

নানান দেশের রূপকথার সঙ্কলন 'জাদুর তুলি'। গল্প সাজিয়েছেন সুবলকুমার বণিক। ছবি এঁকেছেন প্রাণেশকুমার মণ্ডল। ছত্রিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে জাদুর তুলি, নতুন সওদাগর, বনের পাপিয়া, রাজার সেপাই, রাজার তোতাপাখি, সোনামানিক এবং সুয়োরানী দুয়োরানী নামে মোট সাতটি গল্প রয়েছে। বইটির স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০১ অক্টোবর ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০২ আগস্ট ১৯৯৫। তৃতীয় সংস্করণ ফাগুন ১৪০৩ মার্চ ১৯৯৭। প্রকাশক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্র্যাক ৭৫ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পঁচিশ টাকা।

গ্রামের নাম চৌগাছী

আবু সালেহ রচিত ছড়ার বই। দুই রঙে চৌদ্দটি ছড়াসহ এই বইয়ের চার রঙা প্রচ্ছদ এঁকেছেন রফিকুন নবী। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে – চৌগাছী গ্রামের শিশুদের মতো বাংলাদেশের সব শিশুর হাতে। ষোল পৃষ্ঠার এই বইয়ের মূল্য পনের টাকা।

'গ্রামের নাম চৌগাছী' বইটি প্রথম প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে। দ্বিতীয় প্রকাশ ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৯৭ মার্চ ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২।

পান্তাবুড়ি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা গল্পের বই। বইটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন সৈয়দ ইকবাল। পান্তাবুড়ি, ভীতু কামা, তারপর, ছোটভাই, কুঁজোবুড়ি, বুদ্ধুর বাপ এবং বোকা জোলা আর শিয়ালসহ মোট সাতটি গল্প রয়েছে শিশু-কিশোর উপযোগী এই বইতে।

Dhaka University Institutional Repository

'পান্তাবুড়ি'র গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৯ অক্টোবর ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পঁচিশ টাকা।

ভিনদেশী গল্প

একটি নেপালি লোককাহিনী অবলম্বনে 'ঢুলি', লিথুয়ানিয়ার একটি লোককাহিনী অবলম্বনে 'শতবুড়োর ছেলে', একটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গল্প অবলম্বনে 'চাষি আর চাষিবউ' এবং একটি ফরাসী গল্প অবলম্বনে 'হাঁসরাজার গল্প'সহ মোট চারটি গল্পের সংকলন এটি। গল্পগুলোর ভাবানুবাদ করেছেন সুবলকুমার বণিক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছত্রিশ। মূল্য পঁচিশ টাকা। ছবি মহরম আলি। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেছেন গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে কানিজ ফাতেমা। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৭ এপ্রিল ১৯৯০। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২।

ছানাপোনার গপ্পো

বিদেশি কাহিনী অবলম্বনে বইটির গল্প সাজিয়েছেন সরদার নূরল আনোয়ার। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৩ আগস্ট ১৯৮৬। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ এন রাদলভের ছবি অবলম্বনে গোলাম হাফিজ মাসুদ। মূল্য বার টাকা ষোল পৃষ্ঠার। এই বইতে ইঁদুরছানা, সজারু, হাঁস আর মুরগি, দোলনা, বোয়ালমাছ এবং টুনটুনির ছা নিয়ে মোট ছয়টি গল্প রয়েছে।

পাখির সাথি ফুলের সাথি

গল্প সঙ্কলন। মোট গল্প সংখ্যা এগার। আটাশ পৃষ্ঠার এই সঙ্কলনের গল্প তৈরি করেছে উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্র্যাক। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাকের। দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক ব্র্যাকের পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ গোলাম হাফিজ মাসুদ। চিত্রাঙ্কন মহরম আলি ও গোলাম হাফিজ মাসুদ। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য বার টাকা। গ্রন্থিত গল্পগুলোর নাম– দীপু আর অপু, লাল পাখি ফিরে এল, মাছি আর মৌমাছি, কাকের গান শেখা, সুমন নামের ছেলেটি, ভাইবোন, দুই পাখি, শেয়াল আর কুকুর, একটি গাছের কাহিনী, পাখির গান ও ফুলে ফুলে মৌমাছি।

Dhaka University Institutional Repository

সাদামেঘ কালোমেঘ

ইদুঁরের সংসার, পিঁপড়ে চড়ে নৌকা, শেয়ালের পাঠশালা এবং সাদামেঘ কালোমেঘসহ মোট চারটি গল্পের সঙ্কলন এটি। সুবলকুমার বণিকের লেখা এবং গোলাম হাফিজ মাসুদের চাররঙা প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্গনে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'সাদামেঘ কালোমেঘ' এর গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৬। সেপেম্বর ১৯৮৯। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে কানিজ ফাতেমা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য কুড়ি টাকা। পৃষ্ঠা বিশ।

পুঁতির মালা

কাজী আবুল কাসেমের ছড়ার বই। এতে মোট ছাব্বিশটি ছড়া স্থান পেয়েছে। ছড়াগুলোর নাম– পুঁতির মালা, ধানশালিকের দেশে, জন্মদিনে, টেলিফোন, হুতুম পেঁচা, আমির-কুরি, ব্যাঙ-বদ্যি, বুঁচির ছড়া, জলসা, সত্য নয়, সঙ্গৎ, বাদ্যকর, গান শেখা, সমঝদার, হাভাতে, হাইজাক্, টেবিল-ফাঁস, ভোলাচাঁদ, ব্যাংকরণ, কোথায় তাদের আস্তানা, এ কোন্ দেশে এলাম, বুড়োবট, পান্তাবুড়ি, কুড়ুনি,জোনাকি এবং কলমিলতা। ছড়াগুলোর জন্য ছবি একেঁছেন লেখক নিজেই।

'পুঁতির মালা' প্রথম প্রকাশ করে মুক্তধারা জুলাই ১৯৭৭ সালে। দ্বিতীয় প্রকাশ ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৯৯ জুলাই ১৯৯২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য বিশ টাকা পৃষ্ঠা সংখ্যা বত্রিশ

ঘোড়ার ডিম

বইটি প্রথম প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় প্রকাশ ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য বিশ টাকা।পৃষ্ঠা সংখ্যা আটাশ।

'ঘোড়ার ডিম' গ্রন্থটি রচনা করেছেন আবদুল হাফিজ। বইটিতে মোট দশটি গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। এগুলোর নাম– ঘোড়ার ডিম, বাঘের বিয়ে, সবই খোদার হুকুম, বোকা তাঁতির কাণ্ড, পিঠার হিসাব, বোকা বাঘ, ঘোড়া চেনার উপায়, কথা বলব না, কে বেশি বোকা এবং রাক্ষসের বাবা খোক্কস। বইটির অলঙ্করণ করেছেন সমরজিৎ রায়চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

দাসুর গাড়ি

মোঃ রফিকুল ইসলাম রচিত রূপকথার গল্পের বই। বইটির স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ মে ১৯৯৭। প্রকাশক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্র্যাক ৭৫ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন মঞ্জুর কাদের আমিন। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পনের টাকা।

'দাসুর গাড়ি'তে মোট গল্পের সংখ্যা সাত। এগুলোর নাম– বাবুল, কাঠুরিয়া আর বটগাছ, দাসুর গাড়ি, ব্যাঙরাজা, সোনালি শিম, পাখির ছানা এবং পারুল।

চাঁদের জামা

ঈশপের গল্পের সঙ্কলন 'চাঁদের জামা'। বইটির গল্প সাজিয়েছেন সুবলকুমার বণিক। আর ছবি একেঁছেন মহরম আলি। বইয়ের লেখক ঈশপকে এ গ্রন্থে গল্পদাদু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'চাঁদের জামা' গ্রন্থের স্বত্ব ব্র্যাকের। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ জুলাই ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ। মূল্য ত্রিশ টাকা। চল্লিশ পৃষ্ঠার। 'চাদের জামা' গ্রন্থে সঙ্কলিত গল্পগুলোর নাম– শুক্র যখন আকাশে, একটি বনের গল্প, পায়রা ও পিঁপড়ে, এক ছিল কাঠুরে, চাঁদের জামা এবং মাছের রাজা।

ঈশপের গল্প

ঈশপের অসংখ্যা গল্প থেকে বেছে নয়টি গল্প এ বইতে ছাপা হয়েছে। গল্পগুলোর নাম– সারস ও খেঁকশিয়াল, ঘণ্টা বাঁধবে কে?, ব্যাঙ ও ষাঁড়, নেকড়েবাঘ ও ভেড়ার ছানা, গাধার চালাকি, বাঘ ও বক, ছাগলের বোকামি, চালাকির ফল এবং খরগোশ আর কাছিম। সৈয়দ ইকবাল চাররঙে বইটির প্রচ্ছদ করেছেন। ভিতরের ছবিও এঁকেছেন।

চব্বিশ পৃষ্ঠার এই বইটির স্বত্ব ব্র্যাকের। দ্বিতীয় প্রকাশ বৈশাখ ১৪০১ এপ্রিল ১৯৯৪। মুদ্রণ বার্ণিক প্রিন্টার্স ৯ বাবুপুরা নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫। মূল্য বিশ টাকা। ঈশপের গল্পগুলো সাজিয়েছেন সৈয়দ নজমুল আবদাল।

গ্রামবাংলার গল্প

'গ্রামবাংলার গল্প' বইটির রচয়িতা কবি আসাদ চৌধুরী। এতে ইঁদুর ও বেড়ালের গল্প, বেড়ালের কথা, চাষির ছেলের কথা, ভুটুয়া ঘোড়ার কথা নামে মোট চারটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার জসীমউদ্‌দীন– বাংলার সেরা কথকদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি।

'গ্রামবাংলার গল্প' প্রথম প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ জুন ১৯৮১ সালে। দ্বিতীয় প্রকাশ ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য আঠারো টাকা। চব্বিশ পৃষ্ঠার। এই বইটির জন্য মনকাড়া ছবি এঁকেছেন কাজী হাসান হাবিব।

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরের যীশু

শাহরিয়ার কবির। গ্রন্থস্বত্ব অর্পিতা শাহরিয়ার। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ রফিকুন নবী। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা। উৎসর্গ রোকনুজ্জামান খান শামসুজ্জামান খান হাশেম খান ও এখলাসউদ্দিন আহমদ যাঁরা আমাকে ছোটদের জন্য লিখতে উৎসাহিত করেছেন।

গল্পসূচি – একাত্তরের যীশু, পিয়ানো ভূতের গল্প, পল গোমেজের বাবা, নতুন বছরের ছন্দ, দেয়াল, রাজুর পৃথিবী, জয়-পরাজয়, লালসূর্য, বেনুর সুখদুঃখ, শহরে সকল সুখ, শয়তান ও একটি চারাগাছ। পৃষ্ঠ ৮৪।

Selected Poems of Shamsur Rahman

Selected Poems of Shamsur Rahman a bilingual edition. Translated and Edited with an introduction by Kaiser Haq. Copyright Original Bangla Texts : Shamsur Rahman. Introduction and English Translations : Kaiser Haq. Publisher Anish Barua BRAC Prokashona 66 Mohakhali C.A. Dhaka 12. February 1985. Printer BRAC Printers 66 Mohakhali C.A. Dhaka-12, Cover Design Qayyum Choudhury. Price Tk. 50.00. US $ 4.00.

কবিতাসূচি – সেই ঘোড়াটা; একটি দৃশ্যের আড়ালে; ইতিহাস, তোমাকে; যে আমার সহচর; প্রভুকে; টেলিমেকাস; পক্ষপাত; এ শহর; পথের কুকুর; কাক; আমারও সৈনিক ছিল; উদ্বাস্তু; স্যামসন, ক্ষমাপ্রার্থী; পাশাপাশি; কতদিন; ও ডেলিক্স; অপরাধী; এক্ষুণি আমার কিছু কেনাকাটা; একটি বিনষ্ট নগরের দিকে; হ্যাঙওভার; মূকাভিনয়; সেই আজনবী; শহুরে জোৎস্না; তরুণ কবির প্রতি; জাতিসংঘে অবিরল তুষার ঝরলে; রুটিন; স্থানীয় সংবাদ; অর্ফির বাঁশির মতো; বেড়ালের জন্য কিছু পংক্তি; উত্তরের জন্য; চন্দ্র – গ্রহণ; চড়ুইভাতির পাখি; মুখোশ; মধ্যরাতের পোস্টম্যান। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৮।

হৃদয়নাথের ঢাকা শহর

মুনতাসির মামুন। গ্রন্থস্বত্ব লেখক। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। । প্রচ্ছদ, ঢাকা শহরে কুটির, এবং ' দোলাই খাল ঢাকা শহর'– দুটি প্রাচীন এনগ্রেভিং অবলম্বনে কাজী হাসান হাবিব। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা। উৎসর্গ ফওযুল করিম শ্রদ্ধাস্পদেষু রফিক আজাদ অগ্রজ প্রতিমেষু আলমগীর রহমান বন্ধুবরেষু। পৃষ্ঠা-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র– হৃদয়নাথের ঢাকা শহর; ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ : ঢাকায়; ঢাকার কাগুজে নবাব; মানচিত্র : ঢাকা ১৮৫০; নির্ঘণ্ট।

শাশ্বত বঙ্গ

কাজী আবদুল ওদুদ। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সিরিজ ০১। প্রকাশক ব্র্যাক ৬৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা ১২। সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসংস্থা। প্রথম সংস্করণ ১৯৫১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩ (স্বঃ ব্র্যাক)। মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। মূল্য সুলভ সংস্করণ ৫৫ টাকা। শোভন সংস্করণ ৯৫ টাকা। পৃষ্ঠা- ৫০৫। ভূমিকা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ

রফিক আজাদ। কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থস্বত্ব অভিন্ন আজাদ। প্রথম প্রকাশ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৯২ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। মুদ্রণে প্রভাতী প্রিন্টার্স ৫৪ লক্ষ্মীবাজার ঢাকা। প্রচ্ছদ কাজী হাসান হাবিব। মূল্য আঠারো টাকা। উৎসর্গ দিলারা হাফিজ প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার। পৃষ্ঠা-৪৮।

লিসিস্ট্র্যাটা

এ্যারিস্টোফানিস। ভূমিকা ও অনুবাদ কবীর চৌধুরী। বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা-১। প্রকাশ আষাঢ় ১৩৯৩ জুন ১৯৮৬। প্রকাশক ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ ময়মনসিংহ রোড ঢাকা ১২। প্রচ্ছদচিত্রী গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত ' 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত। মুদ্রণ ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২। মূল্য আঠারো টাকা। উৎসর্গ সৈয়দ শামসুল হক প্রীতিভাজনেষু। পৃষ্ঠা-৭০।

মিডিয়া

ইউরিপিডিস। বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা-৬। ভূমিকা ও অনুবাদ খোন্দকার আশরাফ হোসেন। পৃষ্ঠা-৭১। প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। প্রকাশক ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ ময়মনসিংহ রোড ঢাকা ২। প্রচ্ছদচিত্রী গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত। মুদ্রণ ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২। মূল্য বিশ টাকা। উৎসর্গ প্রফেসর কবীর চৌধুরী ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার তিনজন উত্তমর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

আলসেস্টিস

ইউরিপিডিস। বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা-৫। ভূমিকা ও অনুবাদ খোন্দকার আশরাফ হোসেন। পৃষ্ঠা-৬৮। প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৩ আগস্ট ১৯৮৬। প্রকাশক ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা ১২। সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ ময়মনসিংহ রোড ঢাকা ২। প্রচ্ছদচিত্রী গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত। মুদ্রণ ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২। মূল্য বিশ টাকা। উৎসর্গ রওশন সাথী আমার পত্নী।

ভেক

এ্যারিস্টোফানিস। বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা-৩। ভূমিকা ও অনুবাদ কবীর চৌধুরী। পৃষ্ঠা-৯২। প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৩ জুলাই ১৯৮৬। প্রকাশক ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা এ ঢাকা ১২। সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ ময়মনসিংহ রোড ঢাকা ২। প্রচ্ছদচিত্রী গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত। মুদ্রণ ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২। মূল্য চব্বিশ টাকা। উৎসর্গ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রীতিনিলয়েষু।

আগামেমনন

ইস্কিলাস। বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা-৭। ভূমিকা ও অনুবাদ মুহম্মদ নূরুল হুদা। পৃষ্ঠা-১১৯। প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। প্রকাশক ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা এ ঢাকা ১২। সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ ময়মনসিংহ রোড ঢাকা ২। প্রচ্ছদচিত্রী গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত। মুদ্রণ ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২। মূল্য ত্রিশ টাকা। উৎসর্গ মরহুম শেখ মফিজুর রহমান চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু।

রাজা ঈদিপাস

সফোক্লিস। বিশ্বনাট্য গ্রন্থমালা-৪। ভূমিকা ও অনুবাদ খোন্দকার আশরাফ হোসেন। পৃষ্ঠা-৮৬। প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৩ জুলাই ১৯৮৬। প্রকাশ ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা এ ঢাকা ১২। সহযোগিতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ ময়মনসিংহ রোড ঢাকা ২। প্রচ্ছদচিত্রী গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রচ্ছদের প্রতিকৃতিটি ম্যাগ্রোহিল প্রকাশিত 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড ড্রামা' থেকে গৃহীত। মুদ্রণ

Dhaka University Institutional Repository

ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২। মূল্য চব্বিশ টাকা। উৎসর্গ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জনাব আহসানুল হক আমার শিক্ষক।

বিরাজ বৌ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুনর্লিখন মকবুলা মনজুর। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ ডিসেম্বর ১৯৯১। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ৭৪।

যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুনর্লিখন ড. নীলিমা ইব্রাহিম। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ৯২।

ছায়া-দম্পতি

রাহাত খান। স্বত্ব নীনা খান। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বা/এ ঢাকা। প্রচ্ছদ হাশেম খান। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ৯০।

উৎসর্গ কাজী আনোয়ার হোসেন ফরীদা ইয়াসমীন। উপন্যাসটি সাপ্তাহিক 'রোববার' ঈদ সংখ্যায় ছাপা হয়ে বেরোয় ১৯৭৯ সালে। তখন কলেবর ছিলো ক্ষীণ বর্তমান গ্রন্থে কাহিনীর বর্ধন ও পরিমার্জন, দুই-ই করা হয়েছে।

অশনি সংকেত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনর্লিখন এহসান চৌধুরী। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ ডিসেম্বর ১৯৯১। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছুটির দিনে দুপুরে

ড. জয়া সেনগুপ্তা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০১ অক্টোবর ১৯৯৪। প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৪০৫ জুলাই ১৯৯৮। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনা (উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম) ব্র্যাক সেন্টার ৭৫ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন সরদার জয়নুল আবেদিন। মুদ্রণ এস এস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস ৩৬৫/বি খিলগাঁও তালতলা সুপার মার্কেট ঢাকা ১২১৯। মূল্য আঠারো টাকা। পৃষ্ঠা- ৩৬।

ওরা দুই বন্ধু

ড. জয়া সেনগুপ্তা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন। দীপক রায়। মূল্য পনের টাকা। পৃষ্ঠা- ২৪।

গাছের ডালে মাছের বাসা

সৈয়দ নজমুল আবদাল। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০০ জানুয়ারি ১৯৯৪। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সৈয়দ ইকবাল। মূল্য পঁচিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ২৩। এ বইয়ে গ্রামবাংলার প্রচলিত তিনটি গল্প সহজ ভাষায় ছোটদের জন্য বলা হয়েছে।

রাজপুত্রের টুপি

হুসনে জাহান। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ সারাহ প্রিন্টার্স এন্ড এসোসিয়েটস ৯২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ তেজগাঁও ঢাকা ১২১৫। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন ইকবাল হোসেন সানু। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ৪০। উৎসর্গ আমার দাদুমণি রায়হানকে।

বাকল এবং

সরদার নূরল আনোয়ার। গ্রন্থস্বত্ব সরদার খালেদা জামিল । রচনাকাল ১৯৭৪-৭৬। প্রথম প্রকাশ ৯ ফাল্গুন ১৩৯১ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা. এ ঢাকা ১২ মুদ্রণে স্কাইল্যাব প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস লিঃ ৩৯৫ নিউ ইস্কাটন রোড মগবাজার ঢাকা। প্রচ্ছদ রাগীব আহসান। দাম কুড়ি টাকা। উৎসর্গ– আমি তো এতো বেশি লিখি না যাতে আমার সব বন্ধুর নামে এক একটি বই উৎসর্গ করবো। কিন্তু আমার এতো বন্ধু এবং তারা সবাই আমার হৃদয়ের কবোষ্ণ

Dhaka University Institutional Repository

উত্তাপে বিদ্ধ। তাই বাকল এবার সবার নামে, বিশেষ করে আমার সব চাইতে বড়ো বন্ধু যার ঋণের বোঝায় আমি নুয়ে সেই বুজীকে।

সূচিপত্র– বাকল, সাসপেনশন, বরফ চাপা মাছ, টিকলী ,অনঙ্গ অন্ধকার, ঝালাই, জারক, থার্ড শো, ঘামে ভেজান টাকা, সুন্দর সব সুন্দর। পৃষ্ঠা-৫৬।

সবুজ বাড়ির কালো তিতির

আলী ইমাম। গ্রন্থস্বত্ব রাজিয়া ইমাম। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২ অক্টোবর ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা. এ ঢাকা ১২ মুদ্রণে প্রভাতী প্রিন্টার্স ৫৪ লক্ষ্মীবাজার ঢাকা। প্রচ্ছদ কোলাজ লুৎফর রহমান রিটন। কালার ট্রান্সপারেন্সি বাতেন সিরাজ। মূল্য ত্রিশ টাকা। বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বিসিআইসি-এর খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত। উৎসর্গ তানভীর ইমাম (অন্তু) সাব্রীনা ইমাম (অনিতা) তোমরা বড় হয়ে জানবে চারপাশের পৃথিবীতে অনেক রহস্য মিশে আছে। পৃষ্ঠা-১০৪

মেঘনাদবধ কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাহিনী-রূপান্তর হায়াৎ মামুদ। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন চন্দ্রশেখর দে। অলঙ্করণ আনীলা হক। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য পঁচিশ টাকা। পৃষ্ঠা-১১৮।

জোয়াল ভাঙার পালা

হরিপদ দত্ত। গ্রন্থস্বত্ব অপর্ণা দত্ত। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা এ ঢাকা ১২ মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বা.এ ঢাকা ১২। প্রচ্ছদ হাশেম খান। মূল্য ত্রিশ টাকা।

একই জন্মভূমি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। গ্রন্থস্বত্ব লেখক। পৃষ্ঠ-১২২। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে অনীশ বড়ুয়া ৬৬ মহাখালী বা এ ঢাকা ১২। মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বা এ ঢাকা ১২। প্রচ্ছদ কাজী হাসান হাবিব। মূল্য পঞ্চাশ টাকা। উৎসর্গ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বন্ধুবরেষু।

Dhaka University Institutional Repository

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুনর্লিখন কবীর চৌধুরী। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ শিবনাথ বিশ্বাস। অলঙ্করণ শওকাতুজ্জামান। মূল্য বিশ টাকা। পৃষ্ঠা-৩৯।

রামের সুমতি · বিন্দুর ছেলে · মেজদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সরলীকরণ শামসুন্নাহার হক। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। পৃষ্ঠা রামের সুমতি ৩৪। বিন্দুর ছেলে ৩৯। মেজদিদি ৩০। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৯২। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ আনীলা হক। চিত্রাঙ্কন চন্দ্রশেখর দে। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২।

দত্তা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুনর্লিখন মেসবাহুল হক। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে খালেদা ফাহমী ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। সম্পাদনা হায়াৎ মামুদ। পৃষ্ঠা-৭২।

নৌকাডুবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুনর্লিখন আনোয়ারা বেগম। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৮ জানুয়ারি ১৯৯২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা- ৭২।

গোরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুনর্লিখন কবীর চৌধুরী। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৮ জানুয়ারি ১৯৯২। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা-২৪।

পদ্মরাগ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পুনর্লিখন আশরাফ-উজ-জামান। সেরা সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। ব্র্যাক প্রকাশনা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৯৮ নভেম্বের ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স. ঢাকা । প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা-২৪।

বইটি সম্পর্কে পুনর্লেখকের বক্তব্য 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে আচলায়তন ভাঙার জন্য নারীর যে সংগ্রাম, আজকের যুগেও সেই সংগ্রাম সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ... সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও যে নারী দমিত হয় না, এ উপন্যাস তাদেরই জীবন চিত্র। বস্তুত নারীকে বেগম রোকেয়া দেখতে চেয়েছেন আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত স্বনির্ভর মানুষ হিসেবে।

আনোয়ারা

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন । পুনর্লিখন আশরাফ-উজ-জামান। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। ব্র্যাক প্রকাশনা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা। প্রচ্ছদ আনীলা হক। অলঙ্করণ চন্দ্রশেখর দে। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা-৬৪।

গরিবের মেয়ে

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। পুনর্লিখন এহসান চৌধুরী। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৮ অক্টোবর ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ আনীলা হক সম্পাদনা হায়াৎ মামুদ। মুল্য ত্রিশ টাকা।

মহুয়া

চিরায়ত লোককাহিনী। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। গল্পরূপ মেসবাহুল হক। ব্র্যাক প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ্য ১৩৯৮ জুন ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা । প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ শওকাতুজ্জামান। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা-৬৪

'ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত *মহুয়া* সর্বজনসমাদৃত চিরায়ত লোককাহিনী। এ ধরনের আরো কয়েকটি কাহিনী রয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকায়। মহুয়ার মূল্য কাহিনী পদ্যে রচিত। তাকে সহজ গল্পের আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে। মূলকাহিনীর মর্মস্পর্শ আবেশ এবং আবেদনকে যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে মূল থেকে কিছু কিছু পদ্যাংশও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে পাঠকেরা এখান থেকে মূল গ্রন্থের পরিচয় লাভ করতে পারেন।

অগ্নিগিরি

কাজী নজরুল ইসলাম। পুনর্লিখন মঈনুল আহসান সাবের। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ ব্র্যাক প্রকাশনা। গ্রন্থসত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৯৮ নভেম্বর ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা । অলঙ্করণ চন্দ্র শেখর দে। প্রচ্ছদ আনীলা হক। মূল্য পঁচিশ টাকা পৃষ্ঠা-১৮। গল্পসূচি– পদ্মাগোখরা, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি।

... তিনটি গল্পের পটভূমিই গ্রাম। গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপট এ গল্পগুলোতে মানব চরিত্রের বিচিত্র পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে পদ্ম-গোখরা গল্পটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বসংঘাতে অপূর্ব শিল্পরূপ অর্জন করেছে। জিনের বাদশা এবং অগ্নিগিরির মূল্য উপজীব্য প্রেম হলেও গল্প দুটি এমনভাবে শেষ হয় যে, আমরা হঠাৎ করে মানুষের অন্তলোকের আলাদা একটি কক্ষে প্রবেশ করি।

কাজী নজরুল ইসলামের গল্প উপন্যাসের সবচেয়ে বড় গুণ এর সারল্য এবং আন্তরিক উপস্থাপনা। একটি বিষয়কে নজরুল যত জটিলভাবে লক্ষ্য করেছেন, তত সরলভাবে তুলে ধরেছেন।'

বিষাদ-সিন্ধু

মীর মশাররফ হোসেন। পুনর্লিখন বশীর আল হেলাল। সেরা সাহিত্য গ্রন্থমালা। সংক্ষেপিত সহজ সংস্করণ। ব্র্যাক প্রকাশনা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৮ আগস্ট ১৯৯১। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা প্রচ্ছদ আনীলা হক। মূল্য ত্রিশ টাকা। পৃষ্ঠা-৬৮।

বইটির ভূমিকায় বশীর আল হেলাল বলেন 'বিষাদ সিন্ধু' অনেক বড় উপন্যাস। এর তিন পর্ব: মররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদ- বধ পর্ব। আমরা কাহিনীটাকে ছোট করে বলেছি। কিন্তু এতে প্রায় সব ঘটনাই আছে। প্রথমে তিন পর্বে তিন দফায় আলাদা আলাদা ছাপা হয়। মরে গোটা বই প্রথম একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। সেদিক থেকে এ বছর ' বিষাদ । সিন্ধু' প্রকাশের ত্রকশ বছর যখন পূর্ণ হচ্ছে তখন এর এই সহজ ছোট সংস্করণটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গৌরবচ বোধ করছি এবং বাংলা সাহিত্যর সেই অমর স্রষ্টা মীর মশাররফ হোসেনের সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ... বিষাদ সিন্ধুর কাহিনী ঐতিহাসিক। তবু একে উপন্যাস বলেই মনে করতে হবে।

সখিনার সংসার

ড. জয়া সেনগুপ্তা। গ্রন্থস্বত্ব ব্রাক। ছবি ও প্রচ্ছদ গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রকাশনা ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে কানিজ ফাতেমা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা১২১২। মূল্য আট টাকা। পৃষ্ঠা ২২।

গল্পসূচি-সখিনার নতুন সংসার, সখিনার সংসারে আয় বাড়ালো, আগে ভাবা পরে কাজ, সখিনা হালিমা জয়তুন, সখিনা টিটি ইনজেকশন নিলো।

Dhaka University Institutional Repository

ফুলবানুদের কথা

ড. জয়া সেনগুপ্তা। ব্র্যাক প্রকাশনা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। ছবি আশীষ হালদার। প্রচ্ছদ মহরম আলি। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকশনার পক্ষে কানিজ ফাতেমা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী ঢাকা ১২১২। মূল্য ছয় টাকা। পৃষ্ঠা-২০

গল্পসূচি : ফুলবানু -ফুলবানুরা কারও সংসারে বোঝা নয়, কলিমের ইচ্ছা, ফুটবল ম্যাচ, সংসার সুখের হয় দুজনের গুণে।

ঘরসংসাররে গল্প

ড. জয়া সেনগুপ্তা। গ্রন্থস্বত্ব ব্র্যাক। ছবি সুনীল শুক্লা। প্রচ্ছদ গোলাম হাফিজ মাসুদ। প্রকাশক ব্র্যাক প্রকাশনার পক্ষে কানিজ ফাতেমা। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯০। মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা । মূল্য ছয় টাকা। পৃষ্ঠা -২৪।

গল্পসূচি : লাইলী-মজনু, সামান্য ভুল, রমিজা- খোদেজা, সোনামুদ্দির ভাবনা, রহমত বেপারি।

সহজ পাঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ব্র্যাক প্রকাশনা ৬৬ মহাখালী ঢাকা । মুদ্রণ ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা । প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। চিত্রাঙ্কন মহরম আলি। প্রচ্ছদ নন্দলাল বসুর ছবি অবলম্বনে গোলাম হাফিজ মাসুদ মূল্য ছয় টাকা। পৃষ্ঠা-২০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গণসাক্ষরতা অভিযান : লোকঐতিহ্য-নির্ভর সাহিত্য প্রকাশনা

জাতিসংঘের উদ্যোগে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন শহরে ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে *সবার জন্য শিক্ষা* বিষয়ক এক বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এই সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনগ্রসর দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা এবং শিশু, কিশোর-কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করে সকল নাগরিকের মৌলিক শিক্ষা চাহিদা মেটানোর অঙ্গীকার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ঘোষিত হয়। সত্তর ও আশির দশকে সাক্ষরতা কার্যক্রমে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে জমতিয়েনের বিশ্বসম্মেলন খুবই তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। দেশব্যাপী এক সুসংহত ও সমন্বিত সাক্ষরতা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রণী সংস্থাগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে নাম 'গণসাক্ষরতা অভিযান'।[২] সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রায় নব্বই শতাংশ পরিচালিত হয় এই জোটের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে। শুরুতে গণসাক্ষরতা অভিযানের মূল লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ছিল–

> সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিশেষত সাক্ষরতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
>
> একটি সফল জাতীয় সাক্ষরতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সকল প্রকার গণতান্ত্রিক শক্তি ও জোটসমূহের মধ্যে অর্থবহ সহযোগিতা বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা;
>
> সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং এই শতাব্দীর মধ্যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সাক্ষর করে তোলা;
>
> পিছিয়ে পড়া সকল শ্রেণীকে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নের সমান অংশীদার করা;
>
> সকল স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং জনসম্পদ থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা ;
>
> অনুন্নয়ন, নির্ভরশীলতা এবং বঞ্চনা সম্পর্কে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সক্রিয় সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ সকল সমস্যা দূরীকরণে যৌথভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা;
>
> স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নারী-পুরুষ সমতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

গণসাক্ষরতা অভিযান ১৮৬০ সালের 'সোসাইটিজ অ্যাক্ট'-এর আওতায় নিবন্ধনকৃত। এই প্রতিষ্ঠান 'এশিয়ান সাউথ প্যাসিফিক ব্যুরো অব এডাল্ট এডুকেশন' (ASPBAE) এবং 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডাল্ট এডুকেশন' (ICAE)-এর সদস্যভুক্ত। এছাড়া বাংলাদেশের মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত।[৩]

প্রাথমিক পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযান ১৬ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের একটি কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কাউন্সিল নিম্নরূপ–

ফজলে হাসান আবেদ নির্বাহী পরিচালক ব্র্যাক	সভাপতি
জেফরী এস. পেরেরা নির্বাহী পরিচালক কারিতাস – বাংলাদেশ	সহ-সভাপতি
যেহীন আহমেদ নির্বাহী পরিচালক এফআইভিডিবি	সহ-সভাপতি
ড. ফ. র মাহমুদ হাসান নির্বাহী পরিচালক গণসাহায্য সংস্থা	সাধারণ সম্পাদক
শফিকুল হক চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক আশা	কোষাধ্যক্ষ
কাজী ফারুক আহমেদ নির্বাহী পরিচালক প্রশিকা	সদস্য
আতাউর রহমান নির্বাহী পরিচালক গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা	সদস্য
ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী সমন্বয়ক গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর রোকেয়া রহমান কবির নির্বাহী পরিচালক সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ	সদস্য
কাজী রফিকুল আলম নির্বাহী পরিচালক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন	সদস্য
শেখ এ হালিম নির্বাহী পরিচালক ভিইআরসি	সদস্য
রাশেদা কে. চৌধূরী পরিচালক এডাব	সদস্য
সুশান্ত অধিকারী নির্বাহী পরিচালক সিসিডিবি	সদস্য
মোঃ আজিজুল হক পরিচালক বেইস	সদস্য
কামালউদ্দিন আকবর সহকারী পরিচালক আরডিআরএস	সদস্য
আরমা গুণ ব্যক্তিক মর্যাদায়	সদস্য

গণসাক্ষরতা অভিযানের ৪টি ইউনিটের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ইউনিট চারটি হল–

অভিযান ইউনিট;

প্রশিক্ষণ ও উপকরণ ইউনিট;

এনজিও সহায়তা ইউনিট;

গবেষণা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও তথ্য সন্নিবেশন ইউনিট।

Dhaka University Institutional Repository

অভিযান ইউনিট

সাক্ষরতা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও মতবিনিময় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিতর্ক ও সংলাপের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা অনুষ্ঠান, মতবিনিময় সভা, রাউন্ড টেবিল সংলাপ বা বিতর্ক ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।

দেশজুড়ে সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান জেলায় জেলায় গণসাক্ষরতা সাংবাদিক ফোরাম এবং গণনাট্য ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব ফোরাম নিজস্ব এলাকার শিক্ষা ও সাক্ষরতা সংক্রান্ত সমস্যা ও সফলতার তথ্য, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের খরচ, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের তথ্যসম্বলিত সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং এ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে।

প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট

একটি সফল সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন অসংখ্য দক্ষ কর্মী। সাক্ষরতা কার্যক্রমসম্পন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসহ উৎসাহী সংগঠিত শক্তিসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়তা নিয়ে কাঙ্ক্ষিত সাক্ষরতা কর্মী গড়ে তোলা এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। একই সাথে শিশু, কিশোর, বয়স্ক এবং অব্যাহত শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য প্রয়োজন প্রচুর শিক্ষা উপকরণ। একটি প্রকৃত সচেতন ও সাক্ষর সমাজ গড়ে তোলার জন্য এ সমস্ত উপকরণ উন্নয়ন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

এনজিও সহায়তা ইউনিট

বাংলাদেশে সাক্ষরতা কার্যক্রমসম্পন্ন বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই উন্নয়নকর্মে নিষ্ঠা থাকলেও আর্থিক ও কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে। এ জাতীয় সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠিত শক্তিকে সাক্ষরতা আন্দোলনে সর্বোচ্চ ক্রিয়াশীল করার লক্ষ্যে অভিযান আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

গবেষণা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও তথ্য সন্নিবেশন ইউনিট

সাক্ষরতা আন্দোলনকে গতিশীল ও সফল করে তুলতে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিসম্পদ, নিজস্ব শক্তি, কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নূতন দিক নির্দেশনা। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গণসাক্ষরতা

Dhaka University Institutional Repository

অভিযানের কার্যক্রমে গবেষণা, তথ্য সন্নিবেশন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচি যুক্ত হয়েছে।

তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযানের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার তৈরি উপকরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট, গ্রন্থ, প্রামাণ্য তথ্য, সংবাদচিত্র ইত্যাদি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষাবিশেষজ্ঞ, উপকরণবিদ, গবেষক ও শিক্ষানুরাগীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে এই গ্রন্থাগার।

২.

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণমালা, লোকসাহিত্যভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণমালা ও পরিপূরক শিক্ষা উপকরণমালা শিরোনামের তিনটি সিরিজে যে সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছে তার তালিকা : কৃষকের বাঁচার লড়াই, বেগম রোকেয়া, ভাষার জন্য লড়াই, গল্পে গল্পে মুক্তিযুদ্ধ, সবার উপরে মানুষ সত্য, বিষফোঁড়া, ঘোড়ার ডিম, আমরা চাই অধিকার, ময়নামতির গাথা, পালকি চলে দুলকি তালে, চন্দ্রাবলী কন্যা, আলাল দুলাল, তোতা রাজপুত্র, এক তাঁতীর গল্প, জমিদার কন্যা রাজকুমারী, হাসি হল কাল, রাজকন্যার বিয়ে, শেখ ফরিদের পালা, চাঁদমণি ও সূর্যমণি, রাজপুত্র ফুলকুমার, দুই ভাইয়ের গল্প, কাঞ্চনমালা ও রাজকুমার, সোহরাব-রুস্তম, মালেঞ্চা সুন্দরী, সাহসী রাজকুমার, নুরজাহানের কাহিনী, চার বোকার কিস্‌সা, জরিনা সুন্দরী, গল্পে প্রবাদ ও প্রবচন, ছোটদের কিস্‌সা ও ধাঁধা, সাগরভাসা, হাসান হোসেনের মা কান্দে বারমাস, কারবালার পর, লোকছড়া, ময়না, সাবধানের মার নেই, শেয়ালের বিচার, ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, গল্প বলার গল্প, হাসি ও বাবলুর বাগান, বাংলাদেশ, মানুষ, ভাষার জন্য ভালবাসা। শিশু-কিশোর, স্বল্প শিক্ষিত ও নব্যসাক্ষরদের পড়ার দক্ষতা বাড়ানো ও আনন্দদানের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান এসব বই প্রণয়ন করে। এ প্রসঙ্গে অভিযানের বক্তব্য,

> লেখাপড়া এক ধরনের দক্ষতা। চর্চা না থাকলে এ দক্ষতা হারিয়ে যায়। তাই বর্তমানে নতুন পড়ুয়াদের অব্যাহত শিক্ষা চর্চার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, রচিত হচ্ছে অনেক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ– যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কেবলমাত্র সাক্ষরতা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর পক্ষে এ অপ্রতুলতা দূর করা সম্ভব নয়। সে কারণেই অন্যান্য নাগরিক সংগঠনগুলোকেও এ কাজে উদ্যোগী করা প্রয়োজন।
>
> এ লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালার আয়োজন করে এবং সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উপকরণ উন্নয়নবিদ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন এবং সাংবাদিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করে থাকে।[৪]

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান যে সকল বই প্রণয়ন করে তা বিষয়ভিত্তিক। এসব প্রকাশনায় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

পড়ার মাধ্যমে আনন্দ দান এবং পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা;
মানবিক বোধ জাগিয়ে তোলা;
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলা;
মানবমানবীর হৃদয়বৃত্তিক বোধ তুলে ধরা;
নিজেদের সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা;
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
নারী শোষণ ও নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান;
ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
সত্যের সুফল ও মিথ্যার কুফল সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ সৃষ্টি করা;
বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করা;
ক্ষমতায়নের ভাবনায় উজ্জীবিত করা;
বাংলার কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;
ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা;
সমাজের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা;
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা জোগানো;
দেশীয় ঐতিহ্য ও লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো;
মহৎ মানুষের জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি করা;
নিজ দেশ, জাতি ও ভাষার প্রতি ভালবাসা জাগানো;
নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অবগত করানো;
জনস্বাস্থ্য, আয় বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলা।

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত বইয়ের লেখককে 'উপকরণবিদ' বলে গণ্য করা হয়। এ সকল উপকরণবিদের আশি শতাংশেরই জীবনের প্রথম বা একমাত্র গ্রন্থটি উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সংস্থার নীতি অনুযায়ী একজন উপকরণবিদ বা লেখকের রচনায় যে সব জরুরি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ,

ভাষা সহজ সরল ও সাবলীল;
আকর্ষণীয়;
পড়ুয়ার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি ইচ্ছার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রণীত;
স্তরীভূত;
পড়ুয়াদের গোড়ায় পৌঁছায়;
জীবনমান বিকাশে সহায়তাকারী;
পেশাগত উন্নতি বিধানে সক্ষম;
ক্রমাগত শিক্ষামান বর্ধনকারী
মৌলিক শিক্ষাকালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের সাইজ নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ।[৫]

রচিত গ্রন্থাদি সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে এ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, শামসুজ্জামান খান, গোলাম মঈনউদ্দিন, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, ড. মোমেন চৌধুরী, ড. শাহীদা আখতার, ম. হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত গ্রন্থ সহজাত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় রচিত নয়। অবশ্য এ সকল বইকে রচিত না বলে তৈরি করা বলাই শ্রেয়। একটি নির্দিষ্ট কাঠামোকে সামনে রেখে গ্রন্থ তৈরি বা বানানো হয়। কাঠামোটি হতে পারে নিম্নোক্ত শিরোনামভিত্তিক,

উপকরণের (গ্রন্থ) শিরোনাম (বিষয়);
সাধারণ উদ্দেশ্য;
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য;
অভীষ্ট জনগোষ্ঠী;
আঙ্গিক;
উপস্থাপন রীতি;
উৎস;
পর্যায়/স্তর:
নির্দেশনা (ব্যবহার সম্পর্কিত)।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন কোন বিষয় কিংবা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের নিমিত্তে গণসাক্ষরতা অভিযান গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে না। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙক্ষাকে প্রতিফলিত করে এমন বিষয়ের প্রতিই প্রতিষ্ঠানটির আগ্রহ অপরিসীম।

আকাশ-সংস্কৃতির প্রবল দাপটে বাংলার লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদানই আজ বিলুপ্তির পথে। আমাদের জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, মিথকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে গণসাক্ষরতা অভিযান।

গণসাক্ষরতা অভিযান লোকঐতিহ্যনির্ভর সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনার মাধ্যমে রুচির দীনতা ঘুচাতে বদ্ধপরিকর। প্রতিষ্ঠানটি এমন এক পাঠক রুচি গড়ে তুলতে চায় যেখানে নারী নারী হিসেবে নয়, পুরুষ পুরুষ হিসেবে নয়, ধনী ধনী হিসেবে নয়, গরিব গরিব হিসেবে নয়- সবাই নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. 'বাংলাদেশের সাক্ষরতা আন্দোলনে গণসাক্ষরতা অভিযান', শাহীদা আখতার, *চালচিত্র*, দি প্রিপ ট্রাস্ট-এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৬। সম্পাদক-আরমা গুণ। দি প্রিপ ট্রাস্ট বাড়ি নং-৫৬, সড়ক নং-১৬ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৪।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৪।

৩. *Annual Report 1994-1995*, Published by Campaign for Popular Education, 4/6 Block D, Lalmatia, Dhaka-1207.

৪. 'প্রসঙ্গ কথা', *ময়নামতির গাথা*, ড. শাহীদা আখতার, গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৬।

৫. *প্রতিবেদন*, বয়স্ক শিক্ষাক্রমভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা, ৮-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৩২।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : মননশীল সাহিত্য প্রকাশনায় একটি আন্দোলন

'আলোকিত মানুষ গড়া'র স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূচনা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ৬ মার্চ ১৯৮০ তারিখে। 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ আর শুধুমাত্র একটি *প্রতিষ্ঠান* নয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ একটি দেশব্যাপী আন্দোলন। আলোকিত জাতীয় চিত্তের একটি বিনীত নিশ্চয়তা। মানবজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা এবং অনুশীলনের পাশাপাশি হৃদয়ের উৎকর্ষ ও জীবনের বহুচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ শক্তি ও মনুষ্যত্বে বিকশিত হবার একটি সপ্রাণ পৃথিবী।'[১] কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সপ্রাণ পৃথিবীর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এভাবে,

> অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ তার নির্মাণের পর্ব। এই দেশকে সত্যিকার বড় করে গড়ে তুলতে হলে আজ চাই অনেক সম্পন্ন মানুষ। সেই সব মানুষ যারা উন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত, শক্তিমান, কার্যকর ও সংশপ্তক–যারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে শক্তিমান নেতৃত্ব দিয়ে এই জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তাদের আজ পেতে হবে আমাদের বিপুল সংখ্যায়–সারা দেশে, সবখানে। এককে দশকে নয়, সহস্রে, লক্ষে। আর কেবল সংখ্যায় পেলেই চলবে না তাদের পেতে হবে একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত উদ্বোধনে। তাদের গ্রথিত করতে হবে শক্তিশালী সংঘবদ্ধতায়, উত্থান ঘটাতে হবে জাতীয় শক্তি হিসেবে।
>
> সারা দেশের সবখানে এইসব অ্যালোকিত মানুষ গড়ে তোলা, জাতীয় শক্তি হিসেবে তাদের সংঘবদ্ধ করা এবং এরই পাশাপাশি জাতীয় চিত্তের সামগ্রিক আলোকায়ন ঘটানো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।[২]

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধনকৃত হলেও সংস্থাটির কর্মকাণ্ড প্রচলিত এনজিওসমূহের ধ্যান-ধারণা ও প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কোনো গৎ-বাঁধা ছক-কাটা, প্রাণহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি সপ্রাণ সজীব পরিবেশ-জ্ঞান ও জীবন-সংগ্রামের আনন্দ-দ্বৈরথে নিরন্তর অবগাহন সেরে সম্পূর্ণতর মনুষ্যত্বে ও উন্নততর আনন্দে জেগে ওঠার এক অবারিত পৃথিবী।... এক কথায়, যাঁরা সংস্কৃতিবান,কার্যকর, ঋদ্ধ মানুষ–যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, সৌন্দর্যপ্রবণ, সত্যান্বেষী; যাঁরা জ্ঞানার্থী, সক্রিয়, সৃজনশীল ও মানবকল্যাণে সংশপ্তক– *বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র* তাঁদের পদপাতে, মানসবাণিজ্যে, বন্ধুতায়, উষ্ণতায় সচকিত একটি অঙ্গন।'[৩]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র জাতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো নিম্নরূপ–

জাতীয়-ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম;
জ্ঞানার্থী কার্যক্রম;
জাতীয়-ভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম;
প্রকাশনা কার্যক্রম;
শ্রবণ-দর্শন কার্যক্রম;
বিশ্বসাহিত্য ভবন; এবং
অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচি।

জাতীয়-ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম

এই কর্মসূচির আওতায় দেশের যেখানেই দু-তিনটি স্কুল ও দুয়েকটি কলেজ আছে সেখানেই, ঐ শিক্ষায়তনগুলোর সঙ্গে উপগ্রহের আদলে, এই কার্যক্রমের একটি করে শাখা গড়ে তোলা হচ্ছে।

একজন সংস্কৃতিবান, যোগ্য ও উদ্যমশীল মানুষের নেতৃত্বে আলোকিত পরিবারের মতো করে গড়ে তোলা হচ্ছে এই শাখাগুলো। তারপর চারপাশের ঐ শিক্ষায়তনগুলো থেকে নিয়মিতভাবে মেধাবী, প্রতিভাবান ও উদ্যম-উৎসাহসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে এনে বছরের পর বছর ধরে তাদের সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচি

ষষ্ঠ শ্রেণী

১. ছোটদের বিদ্যাসাগর ॥ সুনির্মল বসু
২. মাইকেল মধুসূদন ॥ সুনির্মল বসু
৩. বাঙ্গালীর হাসির গল্প প্রথম খণ্ড ॥ জসীম উদ্‌দীন
৪. বীরবলের হাসির গল্প ॥ মোহাম্মদ নাসির আলী
৫. মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প ॥ ইফতেখার রসুল জর্জ
৬. টারজানের সেরা গল্প ॥ এডগার রাইস বারোজ
৭. রাশিয়ার রূপকথা

Dhaka University Institutional Repository

৮. শাহানামার গল্প ॥ হালিমা খাতুন
৯. দিলুর গল্প ॥ রাহাত খান
১০. আবার যখের ধন ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়
১১. ঠাকুরমার ঝুলি ॥ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১২. শেরেবাংলা ফজলুল হক ॥ ভবেশ রায়
১৩. বাঙ্গালীর হাসির গল্প ২য় খণ্ড ॥ জসীম উদ্‌দীন
১৪. দুটি সেরা গল্প ॥ (রিপভ্যান ইউংকল ও হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা)
১৫. হাদিসের কথা ॥ আমীর সেলিম
১৬. ছোটদের আরব্য রজনীর গল্প ॥ আমীরুল ইসলাম আহমাদ মাযহার

সপ্তম শ্রেণী

১. নূরনবী ॥ এয়াকুব আলী চৌধুরী
২. বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ॥ তপন চক্রবর্তী
৩. গ্যালিভার্স ট্রাভেলস ॥ জোনাথান সুইফট
৪. গ্রিম ভাইদের সেরা রূপকথা ॥ আমীরুল ইসলাম সম্পাদিত
৫. আকাশ যারা করল জয় ॥ মোহাম্মদ নাসির আলী
৬. মামার বিয়ের বরযাত্রী ॥ খান মোহাম্মদ ফারাবী
৭ ছেলেদের রামায়ণ ॥ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৮. গ্রীস ও ট্রয়ের উপখ্যান ॥ আবদার রশীদ
৯. ঈশপের গল্পগুচ্ছ ॥ জেবা রশীদ চৌধুরী
১০. দীপু নম্বর টু ॥ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল
১১. রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ ॥ জুল ভার্ন
১২. উভচর মানুষ ॥ আলেক্সান্দর বেলায়েভ
১৩. লা মিজারেবল ॥ ভিক্টর হুগো
১৪. চারমূর্তি ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৫. ছোটদের বেতালের গল্প ॥ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৬. জীবনীমালা ১ম খণ্ড ॥ ভবেশ রায়

অষ্টম শ্রেণী

১. ইতালীর জনক গ্যারিবল্ডী ॥ মোহাম্মদ নাসির আলী
২. টলস্টয়ের সেরা গল্প ॥ মোহাম্মদ নাসির আলী
৩. অদৃশ্য মানব ॥ এইচ জি ওয়েলস

Dhaka University Institutional Repository

৪. রবীন্দ্রনাথ: কিশোর জীবনী ॥ হায়াৎ মামুদ
৫. সাগর তলে ॥ জুল ভার্ন
৬. রহস্যের দ্বীপ ॥ জুল ভার্ন
৭. নজরুল ॥ হায়াৎ মামুদ
৮. যে গল্পের শেষ নেই ॥ দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৯. পিতা ও পুত্র ॥ ভেরা পানোভা
১০. আঙ্কল টমস কেবিন ॥ হ্যারিয়েট বিচার স্টো
১১. ছেলেদের মহাভারত ॥ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
১২. রবিনহুড ॥ কাজী আনোয়ার হোসেন
১৩. কুমায়ুনের মানুষখেকো ॥ জিম করবেট
১৪. জলদস্যু ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫. বাছাই বারো ॥ সত্যজিৎ রায়
১৬. জীবনীমালা তৃতীয় খণ্ড ॥ ভবেশ রায়

নবম শ্রেণী

১. বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ॥ সত্যব্রত রায়
২. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ॥ মোহাম্মদ নাসির আলী
৩. পথের পাঁচালী ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. হোয়াইট ফ্যাঙ ॥ জ্যাক লন্ডন
৫. ট্রেজার আইল্যান্ড ॥ আর এল স্টিভেন্সন
৬. হ্যান্স এন্ডারসেনের সেরা রূপকথা ॥ সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম
৭. ঝিন্দের বন্দী ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৮. উন্নত জীবন ॥ ডাঃ লুৎফর রহমান
৯. ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড ॥ আর এল স্টিভেন্সন
১০. অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প
১১. টাইম মেশিন ॥ এইচ জি ওয়েলস
১২. শিব্রামের হাসির গল্প
১৩. পল্লী সমাজ ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪. রবিনসন ক্রুসো ॥ ড্যানিয়েল ডিফো
১৫. সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প
১৬. জীবনীমালা ২য় খণ্ড ॥ ভবেশ রায়

Dhaka University Institutional Repository

দশম শ্রেণী

১. কপালকুণ্ডলা ॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২. দ্য প্রিন্স এন্ড দ্য পপার ॥ মার্ক টোয়েন
৩. শ্রেষ্ঠ বড় গল্প ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪. বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোট গল্প ১ম খণ্ড
৫. তিন মাস্কেটিয়র ॥ আলেকজান্ডার ডুমা
৬. সক্রেটিস ॥ হাসান আজিজুল হক
৭. নির্বাচিত বিদেশী গল্প ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত
৮. লাল নীল দীপাবলী ॥ হুমায়ুন আজাদ
৯. মহাকবি গ্যেটে ॥ আবু কায়সার
১০. পালামৌ ॥ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১. বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অংশ
১২. বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় অংশ

একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বইপড়া কর্মসূচির বই-এর তালিকা (ঢাকা কেন্দ্র)

১. তারাস বুলবা ॥ নিকোলাই গোগোল
২. সোজন বাদিয়ার ঘাট ॥ জসীম উদ্‌দীন
৩. প্লেটোর সংলাপ ॥ সরদার ফজলুল করিম
৪. হাস্যরসাত্মক গল্প ও ছড়া সংকলন ॥ কেন্দ্র প্রকাশিত
৫. গাদ্দার ॥ কৃষণ চন্দর
৬. বাংলা গল্প সংকলন ॥ কেন্দ্র প্রকাশিত
৭. কবি ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮. বিদেশী গল্প সংকলন ॥ কেন্দ্র প্রকাশিত
৯. ক্রীতদাসের হাসি ॥ শওকত ওসমান
১০. বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প
১১. কৃষ্ণকান্তের উইল ॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১২. সপ্তপদী ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বইপড়া কর্মসূচির বই-এর তালিকা

১. শেষের কবিতা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. মানুষের জন্য ॥ ম্যাক্সিম গোর্কি
৩. শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস ॥ এসকিলাস

Dhaka University Institutional Repository

৪. জ্যাক লন্ডনের শ্রেষ্ঠ গল্প
৫. দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী ॥ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
৬. বিসর্জন ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭. ডাকঘর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮. কাঁদিদ ॥ ভলতেয়ার
৯. ট্যাঙ্গো ॥ গিওগী কারাসলাভোভ
১০. দি প্রিন্স ॥ নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি
১১. মানুষের ঠিকানা ॥ অমল দাশগুপ্ত
১২. ভোলগা থেকে গঙ্গা ॥ রাহুল সাংকৃত্যায়ন
১৩. বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ॥ জওহরলাল নেহেরু
১৪. পদ্মানদীর মাঝি ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের মন ও বয়সের উপযোগী সুন্দর, সুখপাঠ্য এবং উন্নতমানসম্পন্ন বই পড়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়, সে উদ্দেশ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তাদের জন্য একটি বই-পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করে চলেছে। এই কর্মসূচির বই-এর তালিকায় রয়েছে বাংলাসাহিত্য ও পৃথিবীর কিশোর-সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর ও উপভোগ্য সব বই। ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার জন্য রয়েছে বিপুলসংখ্যক পুরস্কারের ব্যবস্থা। স্কুলের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম এই চারটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য রাখা আছে ১৬টি করে বই। ১৬ সপ্তাহে এই ১৬টি বই-এর মধ্যে–

যারা ৭টি বই পড়বে তারা পাবে : 'স্বাগত পুরস্কার' (পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে বই)

যারা ১০টি বই পড়বে তারা পাবে : 'শুভেচ্ছা পুরস্কার' (এই পুরস্কারের বইয়ের সংখ্যা স্বাগত পুরস্কারের চেয়ে বেশি)

যারা ১৩টি বই পড়বে তারা পাবে : 'অভিনন্দন পুরস্কার' (এই পুরস্কারের বইয়ের সংখ্যা আরও বেশি)

যারা ১৬টি বই পড়বে তারা পাবে : সনদপত্রসহ 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার' (এই পুরস্কারের বইয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি)

Dhaka University Institutional Repository

দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাখা আছে ১২টি বই। ১৬ সপ্তাহের মধ্যে

যারা ৬টি বই পড়বে তারা পাবে : 'স্বাগত পুরস্কার' (পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে বই)

যারা ৮টি বই পড়বে তারা পাবে : 'শুভেচ্ছা পুরস্কার' (এই পুরস্কারের বইয়ের সংখ্যা স্বাগত পুরস্কারের চেয়ে বেশি)

যারা ১০টি বই পড়বে তারা পাবে : 'অভিনন্দন পুরস্কার' (এই পুরস্কারের বইয়ের সংখ্যা আরও বেশি)

যারা ১২টি বই পড়বে তারা পাবে : সনদপত্রসহ 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার' (এই পুরস্কারের বইয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি)

যদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কোনো শাখার ১৫ জন ছাত্রছাত্রী 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার' পায় তবে সেই শাখার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সবার সামনে লটারির মাধ্যমে তাদের একজনের নাম তোলা হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে সে পুরস্কার হিসেবে পাবে ১০০০ টাকার বই।

জ্ঞানার্থী কার্যক্রম

এই কার্যক্রম জাতীয়-ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের পরবর্তী কার্যক্রম। এই কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তর ছাত্রছাত্রী ও দেশের সাধারণ জ্ঞানার্থী ব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র পরিচালিত বিভিন্ন পাঠচক্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ার পাশাপাশি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দেখা, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শ্রবণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, ভ্রমণ, অতিথি বক্তৃতা ও অন্যান্য কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে সুস্মিত ও উচ্চতর জীবন বিকাশের পরিবেশ দেওয়া হয়।

জাতীয়-ভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম

জাতীয় চিত্তের আলোকায়নের লক্ষ্যে এই কার্যক্রমের আওতায় নেওয়া হয়েছে একটি ত্রিমুখী উদ্যোগ : ১. ঢাকায় একটি সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরি গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে ২. ঢাকাসহ দেশের ৪টি বড় শহরে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করা হচ্ছে ৩. জাতীয়-

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের ৩৯৬টি শাখার প্রতিটিতে সুনির্বাচিত বই-সম্বলিত একটি করে ছোট আকারের সাধারণ লাইব্রেরি গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রকাশনা কার্যক্রম

জাতীয় চিত্তকে দীপান্বিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আরও একটি কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি হল প্রকাশনা কার্যক্রম। এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো প্রকাশ করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনটি সিরিজের আওতায় বইগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। সেগুলো হল–

ক. চিরায়ত গ্রন্থমালা,

খ. চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা,

গ. কিশোর সাহিত্য গ্রন্থমালা।

চিরায়ত গ্রন্থমালার আওতায় প্রকাশ করা হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর অনুবাদ।

আমাদের দেশ থেকে ইংরেজি ভাষা প্রায় উঠে গেছে; অথচ পৃথিবীর জ্ঞানজগতের শ্রেষ্ঠ বইগুলো আজও বাংলাভাষায় অনূদিত হয়ে বেরোয় নি। ফলে মানব সভ্যতার উচ্চতর জ্ঞানজগতে প্রবেশের ও পঠন-পাঠনের পথ আমাদের জন্যে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের কার্যকর যোগাযোগ হারিয়ে গেছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্যে 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী ও রচনাসম্পদকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। ২০০১ সাল থেকে ব্যাপক কর্মসূচির আওতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৭৫০টি বই অনুবাদ ও প্রকাশের ২৫ বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচির হাতে নেওয়া হবে। এরই সঙ্গে ইতোপূর্বে বাংলাভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলোকে নিয়মিত প্রকাশের আওতায় এনে জনসাধারণের কাছে সুলভ রাখার কাজও চলবে।

'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র আওতায় এযাবৎ প্রকাশ করা হয়েছে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো– এই ভাষার সেরা লেখকদের সবচেয়ে সুন্দর, রক্তিম ও অনবদ্য এই রচনাসম্ভার। আসলে উন্নতমানের বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য এগুলো বের করা হচ্ছে না। এগুলো মূলত বের করা হচ্ছে সেইসব নতুন ও প্রাথমিক পাঠকদের কথা ভেবে যারা জানার আনন্দময় জগতে নতুন পা রেখেছে। আমাদের আশা বাংলাভাষার অনন্যসাধারণ লেখকদের সবচেয়ে সজীব রক্তিম ও উষ্ণ লেখাগুলো পড়ার মাধ্যমে তারা এই বইগুলোকে একদিন ভালবাসতে শিখবে এবং এই লেখকদের অন্যান্য রচনা পড়তে

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহী হয়ে উঠবে। আসলে চিরায়ত বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠক-সমাজ গড়ে তোলা এ সিরিজটির মূল উদ্দেশ্য। তবে অগ্রসর পাঠকেরাও যে এগুলোর দ্বারা উপকৃত হবেন না তা নয়।

'কিশোর সাহিত্য গ্রন্থমালা'র আওতায় বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার কিশোর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে।

এছাড়াও বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোকে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের উদ্যোগের কথাও সম্প্রতি ভাবা হচ্ছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লেখক ও গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে। বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মহৎ লেখকদের সাড়া জাগানো সৃজনকর্ম ভূমিকাসহ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বিতর্কিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক বিষয়ের কোন গ্রন্থ এ সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয় না।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত *পালামৌ*-এর ভূমিকাংশের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি,

> বাংলাসাহিত্যের প্রথম সফল ভ্রমণকাহিনীর বিস্ময়কর লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৪ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার মৌলিকতা, চিত্রবহুলতা, কবিত্ব, দীপ্তি সত্যিকার অর্থে ব্যতিক্রমী। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক না হয়ে কিছুকাল আগের লেখক হলে তাঁর নাম হয়তো বাংলাসাহিত্যে আরো শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। তবে উপন্যাস লেখক কিংবা সম্পাদক হিশেবে তাঁর যে খ্যাতি তার চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতিমান তিনি তাঁর *পালামৌ* নামের ছোট্ট ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিশেবে। এক শতাব্দীকাল ধরে এই বইটির অপূর্ব সৌন্দর্য, সজীবতা, বর্ণনাপ্রতিভা সুধী পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে প্রীতিস্নিগ্ধ অভিনন্দন পেয়ে আসছে। বাংলাসাহিত্যের সেই বিস্মৃত দীপ্তিময় রচনাটিকে নতুন করে তুলে ধরার জন্যে আমাদের এই প্রকাশ-প্রয়াস।
>
> সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে রচিত এই বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্ত *পালামৌ*। নানা দিক থেকে বইটি বাংলা ভাষার অন্যতম উজ্জ্বল রচনা। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ বইটির ভারসাম্যমধুর মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে বইটির অনন্যসাধারণত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বইটির মধ্যে দুর্বলতা, অসংলগ্নতা বা ঊষর অংশ নেই এমন নয়, কিন্তু যেসব জায়গায় বইটি ভালো, সেসব অংশ বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে আলোকিত অংশগুলোর সমকক্ষ। বাংলা ভাষার অনেক স্মরণীয় বর্ণনা বা উক্তি যেমন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'-জাতীয় লোকশ্রুত বাক্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই এই বইয়ের পৃষ্ঠাতেই।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা সিরিজে খ্যাতিমান তরুণ ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন-এর *সেরা কিশোর কবিতা*ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মূল্যায়ন তাৎপর্যপূর্ণ,

> রিটনের কবিতার সবখানে এমনি বিস্ময় আর হাসির প্রাচর্য। সেখানে বিস্ময় আর হাসি পরস্পরের উল্টোপিঠ। যে উদ্ভট আর অসঙ্গতিকে দেখে শিশুরা একখানে হাসিতে ভেঙে পড়ছে একটু পরে তাকেই সামান্য অন্যভাবে দেখে তারা একই পরিমাণে অবাক হচ্ছে। শিশুর রসনাকে তৃপ্ত করবার মতো এমনি নানান মুখরোচক মসলাই রয়েছে এখানে, কিন্তু কেবল রসনাকে তৃপ্ত করারই নয়, কানকে প্রীত করার মতো ধ্বনিসৌকর্যের যোগানও রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর ছন্দের জগৎ বৈচিত্র্যময়। এই ছন্দ নিখুঁত, সূক্ষ্ম, স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্ষিপ্র। ছন্দের উচ্ছল ধারাই অনেক সময় কবিতা ফলিয়ে তোলে। মিলের সপারগতা, ক্ষিপ্রতা, দ্যুতি অবাক করে। ছন্দ ও মিলের সপ্রতিভ শক্তিতে তাঁর সাফল্য বাংলা শিশুসাহিত্যের বেশ কিছু উজ্জ্বল সাফল্যের পাশে জায়গা পাবার মতো।
>
> রিটনের কবিতা পড়তে গিয়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা হল তার মৌলিকতা। তাঁর এই মৌলিকতাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে কোনো অনুভূতিশীল স্মৃতি-প্রভাবিত মানুষের মতো বা সৎ কবির মতো তাঁর এই মৌলিকতাও নিখাদ নয়। একটু খতিয়ে তাকালেই দেখা যাবে বাংলাসাহিত্যের বেশ কিছু লেখকের প্রভাব তাঁর ওপর ছায়া ফেলে আছে। তাঁর অনেক সফল কবিতাও এর বাইরে নয়। এই বইয়ের কবিতার ছন্দশরীরে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষান্তি পিসির দিদিশ্বাশুড়ির' কবিতার ছাপ সুস্পষ্ট অবয়বে আঁকা, যেমন 'ম্যাকগাইভারের কাণ্ড' কবিতার গায়ে নজরুলের 'লিচু চুরি'র। তাঁর 'খিদে'কে সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' আর রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা'র ককটেলই হয়তো বলা যাবে, যেমন 'তোমার আমার', 'ঈদের দিনে' এ-সব কবিতায় জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী-খোসমানি'র। 'পাত্র সমাচার'-এর সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র'-এর এবং বেশ কিছু কবিতায় সুকান্তের স্পষ্ট উপস্থিতি চোখে পড়বে। তবু এই সব বিভিন্নমুখী প্রভাবের ভেতর থেকেও তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, শৈল্পিক দীপ্ততা ও কল্পনাশক্তির অনন্যতা এই কবিতাগুলোর শরীরে এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাকে দীপ্ত করেছে যা এগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় মৌলিক করে তুলেছে। যে কবিতাগুলোয় তিনি মৌলিক সেগুলো সত্যি সত্যি অনবদ্য জিনিস। তাঁর 'বালকের দিনরাত্রি', 'বাঘের বাচ্চা', 'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা', 'হোটেলের বয়', 'নাই মামা কানা মামা' কিংবা আরো কিছু চটুল কবিতা যেমন 'ডাক্তার', 'কুস্তি', 'গোবর্ধনের সংবর্ধনায়', 'ভোলারাম', 'ভোম্বল সংবাদ', 'বাবারে বাবা', 'নিধিরাম মিত্র' ইত্যাদি আগামীকালের বাংলা শিশুসাহিত্যের পাঠকের কাছে আদর পাবে।
>
> বুদ্ধির দীপ্তিতে, সজীব রসিকতায়, স্বতঃস্ফূর্ততায়, বিস্ময়ের শক্তিতে তাঁর শিশু-কিশোর কবিতা আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা উপহার। আমার অনুভূতি এ-রকম যে সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের শিশুকবিতার ধারার তিনি সবচেয়ে সফল কবি এবং বাংলাভাষার শিশুসাহিত্যের উল্লেখ্যযোগ্য কবিদের একজন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

এই মূল্যায়নে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সমকালের একজন লেখক সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা বিরল।

তথ্যনির্দেশ

১. *রূপরেখা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা। প্রকাশকাল জুন ১৯৯৯।

২. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *আমার অনুভূতিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-৯৬।

৩. রূপরেখা, *প্রাগুক্ত।*

৪. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পালামৌ*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৮।

৫. লুৎফর রহমান রিটন, *সেরা কিশোর কবিতা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। পৃষ্ঠা-১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত বইয়ের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আসরারে খুদি

ইকবাল। অনুবাদ সৈয়দ আবদুল মান্নান। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা ১০২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ভাদ্র ১৪০১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস ৮/৮ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আমীরুল ইসলাম। মূল্য পঞ্চান্ন টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

নিকোলাই গোগল। সম্পাদনা শহিদুল আলম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-১০৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০২ অক্টোবর ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য ষাট ঢাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

জেমস জয়েস। অনুবাদ শহিদুল আলম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৯২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০২ জুন ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০ মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য পঞ্চান্ন ঢাকা। উৎসর্গ-শাহাদাৎ আলি নাসিম বানু আমার ফুফা ফুফু।

শ্রেষ্ঠ গল্প

ও হেনরি। ভূমিকা আখতার হুসেন। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা–৭৬। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ জুন ১৯৯০। দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০৪ জানুয়ারি ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ সবদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠ গল্প

ম্যাক্সিম গোর্কি। সম্পাদনা আখতার হুসেন। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-১১৯। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ জুন ১৯৯৮ দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০৪ জানুয়ারি ১৯৯০। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য পঁচাত্তর টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

জ্যাক লন্ডন। সম্পাদনা শহিদুল আলম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৮৮। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ মে ১৯৯৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪০৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ নাটোর প্রেস লিঃ ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা ১২০৩। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য ষাট টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

মার্ক টোয়েন। সম্পাদনা আখতার হুসেন। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৪ মে ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য চল্লিশ টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

এডগার এ্যালান পো। অনুবাদ মহিউদ্দিন আহমদ। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৭ আগস্ট ১৯৯০। প্রকাশক মোঃ কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধূরী লেন, ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য চল্লিশ টাকা।

বাংলা ভাষার সেরা রূপকথা

সম্পাদনা আহমাদ মাযহার। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-১০৮। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ

Dhaka University Institutional Repository

কার্তিক ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল ঢাকা ১২০৫। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। প্রচ্ছদ রফিকুন নবী। মূল্য সত্তর টাকা।

আফ্রিকার রূপকথা

অনুবাদ ও সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৪। উৎসর্গ-ইকবাল মাহমুদ ডাঃ খাদিজা বেগম সুখী দম্পতির জন্য সকল ভালোবাসা। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রকাশ কার্তিক ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। অলঙ্করণ আফ্রিকান মিথস এন্ড লিজেন্ড বই থেকে। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

জাপানের রূপকথা

সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৪৮। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০ । মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আমীরুল ইসলাম। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা।

কোরিয়ার রূপকথা

অনুবাদ ও সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৫৬। উৎসর্গ আন্তর্জাতিক মাস্টার জিয়াউর রহমান দাবায় তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০৩ আগস্ট ১৯৯৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রমা প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স ৩৭/৩৮/১ নবদ্বীপ বসাক লেন লক্ষ্মীবাজার ঢাকা। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য চল্লিশ টাকা।

ইংল্যান্ডের রূপকথা

অনুবাদ ও সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৪। উৎসর্গ– আলাউদ্দিন, মাহবুব, শাহ জামাল, মান্নান, কবীর, শফিক, নিপা এবং কামাল হোসাইন এইসব কর্মী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৫ জুলাই ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। অলঙ্করণ 'English Fables and Fairy Stories' বই থেকে। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

চীনের রূপকথা

সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৫৬। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ মে ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ধ্রুব এষ। মূল্য চল্লিশ টাকা।

গ্রীম ভাইদের সেরা রূপকথা

সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অনুবাদক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মানসী বড়ুয়া। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০০ জানুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬। তৃতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৪০৫ নভেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ নাটোর প্রেস লিঃ ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা ১২০৩। প্রচ্ছদ রফিকুন নবী। অলঙ্করণ সংগ্রহ। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

রাশিয়ার রূপকথা

সম্পাদনা আহমাদ মাযহার। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৮০। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৪ জানুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৩১ বিমালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা ১২১৯। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ ত. আ. মাভরিনা ও ক. ভ. কুজ্‌নেৎসভ। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

হ্যান্স এন্ডারসনের সেরা রূপকথা

সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৭২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৪০২ এপ্রিল ১৯৯৬। তৃতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৪০৫ নভেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক

Dhaka University Institutional Repository

কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টিং প্রেস ২৭ বাবুপুরা নীলক্ষেত, ঢাকা। প্রচ্ছদ রফিকুন নবী। অলঙ্করণ ধ্রুব এষ। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

অস্কার ওয়াইল্ডের সেরা রূপকথা

সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৫৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৪০৪ অক্টোবর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ রফিকুন নবী। অলঙ্করণ ধ্রুব এষ। মূল্য পয়তাল্লিশ টাকা।

তুরস্কের রূপকথা

অনুবাদ ও সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৩। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১ / ১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

নরওয়ের রূপকথা

সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৬। গ্রন্থমালা সম্পাদক। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০২ অক্টোবর ১৯৯৫ দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৫ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য চল্লিশ টাকা।

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৭১। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৭ আগস্ট ১৯৯০। চতুর্থ মুদ্রণ দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৪০৫ জুলাই ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ বীরেন সোম। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নীলদর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র। ভূমিকা মমতাজউদদীন আহমদ। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৮৭। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ভাদ্র ১৩৯৬ অক্টোবর ১৯৮৯। দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ জুন ১৯৯০। তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪০৩ অক্টোবর ১৯৯৬। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন লক্ষ্মীবাজার ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ বীরেন সোম। মূল্য পঞ্চান্ন টাকা।

ছেলেদের মহাভারত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ভূমিকা আহমাদ মাযহার। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-১৮৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ আষাঢ় ১৪০২ জুন ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য একশত টাকা।

ড: জেকিল ওমি: হাইড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন। অনুবাদ আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। উৎসর্গ - আহমেদ হুমায়ূন শ্রদ্ধাস্পদেষু। পৃষ্ঠা-৮২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১১৬/১ হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ বিদেশি ছবি অবলম্বনে আমীরুল ইসলাম। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

সুকান্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সম্পাদনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬০। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১১৬/১ হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ইউসুফ হাসান। মূল্য চল্লিশ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোর পাঠ্য সেরা গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৪০০ জানুয়ারি ১৯৯৩। দ্বিতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১১৬/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ *রেকর্ড-কভার* অবলম্বনে আমীরুল ইসলাম। মূল্য চল্লিশ টাকা।

পিতা ও পুত্র

ভেরা পানোভা। পৃষ্ঠা-৯৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অনুবাদক শিউলি মজুমদার। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১১৬/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য ষাট টাকা।

শ্রেষ্ঠ বড় গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৮৩। সূচি–নষ্টনীড়, রবিবার,। ল্যাবরেটরি। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৪০২ এপ্রিল ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

বাংলাদেশের নির্বাচিত ছড়া

তৃতীয় খণ্ড। সম্পাদনা লুৎফর রহমান রিটন। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৭২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৯৬ জানুয়ারি ১৯৯০। দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৪০৪ মে ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা। মুদ্রণ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ হাশেম খান। ছবি এঁকেছেন এনায়েত হোসেন। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

ককেশাসের বন্দী

লিও টলস্টয়। ভূমিকা মারুফুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৩২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অনুবাদক মনীন্দ্র দত্ত। প্রথম প্রকাশ ২৯ পৌষ ১৪০১ ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক

Dhaka University Institutional Repository

কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টিং প্রেস ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য পঁচিশ টাকা।

জসিমউদ্‌দীনের সেরা কিশোর কবিতা

সম্পাদনা লুৎফর রহমান রিটন। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৪০। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ হাশেম খান। ভেতরের ছবি হাশেম খানের আঁকা 'হীরামন' এবং 'এক যে ছিল টুই' থেকে সংগৃহীত। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা।

ইবনে সিনা

আবু কায়সার। জীবনী গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৪০। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৪০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ নাটোর প্রেস লিঃ ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা ১২০৩। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আহমাদ মাযহার। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা।

শেখ সাদীর গল্প

আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। উৎসর্গ হাবীব আহসান শ্রদ্ধাস্পদেষু। পৃষ্ঠা-৪৮। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য ত্রিশ টাকা।

মহাকবি গ্যেটে

আবু কায়সার। জীবনী গ্রন্থমালা। উৎসর্গ–পিতা শফিউদ্দিন আহমেদ-এর স্মৃতির উদ্দেশ্য। পৃষ্ঠা-৫৬। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা। মুদ্রণ ন্যাটোর প্রেস লিঃ ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা ১২০৩। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আহমাদ মাযহার। মূল্য চল্লিশ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত জীবন

ডাঃ লুৎফর রহমান। ভূমিকা শহিদুল আলম। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৪৮। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১১০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ইউসুফ হাসান। মূল্য ত্রিশ টাকা।

দিগ্বিজয়ী তৈমুর

হ্যারল্ড ল্যাম্ব। অনুবাদ আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ভূমিকা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-১৩৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য পঁয়ষট্টি টাকা।

বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটদের হাসির গল্প

প্রথম খণ্ড। সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম ও আহমাদ মাযহার চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৭২। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। দ্বিতীয় প্রকাশ আশ্বিন ১৪০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৩১ বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা ১২১৯। প্রচ্ছদ হাশেম খান। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

শ্রীকান্ত

প্রথম পর্ব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকা আহমাদ মাযহার। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৯৫। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ১৭ পৌষ ১৪০১ ১ জানুয়ারি ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

বারোটি হাসির গল্প

সাজেদুল করিম। সম্পাদনা আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৬০। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া ১৬১/১ সোনাগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ হাশেম খান। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

গী দ্য মোপাসাঁ সম্পাদনা আখতার হুসেন। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৮০। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৪০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ নাটোর প্রেস লিঃ ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য ষাট টাকা।

নির্বাচিত ছোটদের হাসির কবিতা

সুনির্মল বসু। সম্পাদনা- আমীরুল ইসলাম। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৫৬। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল ঢাকা। প্রচ্ছদ হাশেম খান। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

আম আঁটির ভেঁপু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা আহমাদ মাযহার। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৭৬। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৭ আগস্ট ১৯৯০। তৃতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ হাশেম খান। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্প

ডি এইচ লরেন্স। সম্পাদনা শহিদুল আলম। চিরায়ত গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৯৫। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা। গল্পসূচি– চন্দ্রমল্লিকার সুবাস, সূর্য রূপবতী, পঙ্খীরাজের বাজিমাত, গোলাপের বনে ছায়া, ঘোড়া-ব্যবসায়ীর মেয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-২০৬। গল্পসূচি– দেনা পাওনা, পোস্টমাস্টার, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, কঙ্কাল, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, ক্ষুধিত পাষাণ, আপদ, অতিথি, দুরাশা, মণিহার, মাস্টারমশায়, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর, বলাই। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৯ জুলাই ১৯৯২। দ্বিতীয় মুদ্রণ পৌষ ১৪০৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৩১ বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা ১২১৯। প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল। মূল্য একশত টাকা।

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। ভূমিকা আহমাদ মাযহার। পৃষ্ঠা-৩১। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। দ্বিতীয় প্রকাশ পৌষ ১৪০১ ডিসেম্বর ১৯৯৪। গ্রন্থমালা সম্পাদনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ইউসুফ হাসান। মূল্য পঁচিশ টাকা।

সেরা কিশোর কবিতা

লুৎফর রহমান রিটন। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। ভূমিকা ও সম্পাদনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। উৎসর্গ ছড়াশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়। পৃষ্ঠা-৬৪। গ্রন্থমালা সম্পাদনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ধ্রুব এষ। মূল্য চল্লিশ টাকা।

বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোট গল্প

প্রথম খণ্ড। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। ভূমিকা আবদুল মান্নান সৈয়দ। পৃষ্ঠা-৬৪।

সূচিপত্র : রাতা– শওকত ওসমান, না কান্দে না বুবু– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নয়ন ঢুলি– সরদার জয়েনউদদীন, জিব্রাইলের ডানা– শাহেদ আলী, শাড়ি বাড়ি গাড়ি– আবু রুশদ, পথ জানা নেই– শামসুদ্দীন আবুল কলাম, বর্ণচোরা– আবু ইসহাক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০১ নভেম্বর ১৯৯৪। তৃতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৪০৩ মার্চ ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ ইউসুফ হাসান। মূল্য চল্লিশ টাকা।

বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত বড় গল্প

প্রথম খণ্ড। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-৯০। গ্রন্থমালা উপদেষ্টা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৯৬ জুলাই ১৯৮৯। দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৯৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯। প্রকাশক আমীরুল ইসলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ময়মনসিংহ সড়ক ঢাকা। মুদ্রণ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস লক্ষ্মীবাজার ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ ইউসুফ হাসান। মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা।

গ্রন্থটির প্রকাশনা বিষয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর নিবেদন : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বড় গল্পগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্য 'বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত বড় গল্প' শিরোনামে একটি সংকলন আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগে নিয়েছি। এই সংকলনের প্রথম খণ্ডে যে সব লেখকের গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তাঁরা হলেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোজ বসু, সৈয়দ শামসুল হক।

ঠাকুরমার ঝুলি

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। সম্পাদনা আহমাদ মাযাহার। পৃষ্ঠা-১২০। গল্পসূচি : দুধের সাগর– কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্তপরী, কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা, সাতভাই চম্পা, শীত বসন্ত, কিরণমালা; রূপতরাসী– নীল কমল আর লাল কমল, ডালিম কুমার, পাতালকন্যা মণিমালা, সোনার কাটি রূপার কাটি; চ্যাং ব্যাং– শিয়াল পণ্ডিত, সুখু আর দুখু, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, দেড় আঙুলে, সোনা ঘুমাল।

গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৬ নভেম্বর ১৯৯৯। প্রকাশক হুমায়ুন কবীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ নাটোর প্রেস লিমিটেড ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা ১২০৩। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ মিত্র ও ঘোষ সংস্করণে ব্যবহৃত দক্ষিণারঞ্জন অঙ্কিত ছবি অবলম্বনে ধ্রুব এষ।। মূল্য সত্তর টাকা।

আমার অনুভূতিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। পৃষ্ঠা-১০৮। প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৩ মার্চ ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রণ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস ৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন ঢাকা ১২১৭। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য সত্তর টাকা। উৎসর্গ যাত্রাপথের সহযাত্রীদের।

নোরা

হেনরিক ইবসেন। শ্রেষ্ঠ স্ক্যান্ডিনেভীয় নাটক, চিরায়ত গ্রন্থমালা। অনুবাদ খায়রুল আলম সবুজ। পৃষ্ঠা-১০৪। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০৩ আগস্ট ১৯৯৬। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ আল আফসার প্রেস ২৬৪ মালিবাগ ঢাকা ১২১৭। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য চল্লিশ টাকা। উৎসর্গ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যিনি আলোকিত মানুষ খুঁজে বেড়ান।

ছেলেদের রামায়ণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। ভূমিকা আহমাদ মাযহার। পৃষ্ঠা-৯৬। সূচিপত্র– আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, লঙ্কীকাণ্ড। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ আষাঢ় ১৪০২ জুন ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। অলঙ্করণ সৈয়দ এনায়েত হোসেন। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

শয়তান

লিও টলস্টয়। চিরায়ত গ্রন্থমালা। ভূমিকা আবদুল মান্নান সৈয়দ। পৃষ্ঠা-৮৫। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০০ জানুয়ারি ১৯৯৪। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৪ আগস্ট ১৯৯৭। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ বীরেন সোম। মূল্য পঞ্চান্ন টাকা।

শ্রেষ্ঠ উর্দুগল্প

প্রথম খণ্ড। চিরায়ত গ্রন্থমালা। ভূমিকা ও সম্পাদনা শহিদুল আলম। পৃষ্ঠা-৮০। সূচিপত্র : কাফন– প্রেমচন্দ, পৌষের রাত– প্রেম চন্দ, পেশোয়ার এক্সপ্রেস– কৃষণ চন্দর, জামগাছ– কৃষণ চন্দর, তোমার দুঃখ আমাকে দাও– রাজেন্দ্র সিংহ বেদী, ঠাণ্ডা গোশ্ত–

Dhaka University Institutional Repository

সাদত হাসান মান্টো, আনন্দী– গোলাম আব্বাস, চড়ুই পাখি– খাজা আহমদ আব্বাস, পর্যটক কুররাতুল আইন হায়দার।

গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ২৪ পৌষ ১৪০১ ৮ জানুয়ারি ১৯৯৫। প্রকাশক রবিশঙ্কর মৈত্রী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৩৩/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

শ্রেষ্ঠগল্প

আন্তন চেখভ। চিরায়ত গ্রন্থমালা। ভূমিকা ও সম্পাদনা শহিদুল আলম। পৃষ্ঠা-১৪২। গল্পসূচি– চুম্বন, সাহিত্যের শিক্ষক, কুকুরসঙ্গী মহিলা, প্রজাপতি, শোক, লক্ষ্মীমেয়ে, আরিয়াদানে, গুজবেরি, স্রোতস্বিনী, নির্বাসনে।

গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯৭, আগস্ট ১৯৯০ দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪০৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ নাটোর প্রেস লিঃ ৮৯ যোগীনগর রোড ওয়ারী ঢাকা ১২০৩। প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদিন। মূল্য নব্বই টাকা।

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। পৃষ্ঠা-১৪৩। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ পৌষ ১৩৯৬ ডিসেম্বর ১৯৯০। দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪০৩ ডিসেম্বর ১৯৯০। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৩১ বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা ১২১৯। প্রচ্ছদ বীরেন সোম। মূল্য নব্বই টাকা। উৎসর্গ সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু।

আলালের ঘরের দুলাল

টেকচাঁদ ঠাকুর। চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা। ভূমিকা মারুফুল ইসলাম। পৃষ্ঠা-১০৩। গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮ জানুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৪০৫ নভেম্বর ১৯৯৮। প্রকাশক কামাল হোসাইন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ ইনফো মিডিয়া প্রিন্টার্স ১৬১/১ সোনারগাঁও রোড হাতিরপুল বাজার ঢাকা ১২০৫। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। মূল্য ষাট টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ডের প্রভাব ও ফলাফল

ক

শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহ পরিচালিত কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য একটি হল ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম। ব্যবহারিক শিক্ষার বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স সম্পন্ন করে প্রকল্প এলাকার নব্য সাক্ষর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। এ সময় নব্যসাক্ষর বা স্বল্পসাক্ষরদের জন্য দরকার প্রচুর পড়ার উপকরণ। কিন্তু এদের পাঠ উপযোগী পুস্তক/উপকরণ আমাদের দেশে দুর্লভ। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এফআইভিডিবি 'জাতীয়ভাবে' চারটি 'লেখক কর্মশিবির' আয়োজন করে।[১] লেখক কর্মশিবিরের মাধ্যমে নব্যসাক্ষরদের জন্য এক ধরনের উপকরণ প্রণয়নের সূচনা হয়। অনুসারক বই প্রণয়নের এফআইভিডিবিকৃত রূপরেখা নিম্নরূপ,

> ব্যবহারিক শিক্ষা সমাপনকারী বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অনুসারক বই প্রণয়নে আপনিও অংশ নিতে পারেন। তার জন্য নামী লেখক হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনি যত বেশী জানবেন ততই অনুসারক বই প্রণয়ন সহজ হবে। কয়েকজন মিলে একসাথেও বই প্রণয়ন করা যায়। তার আগে ঠিক করতে হবে, কি রচনা করবেন? কেন করবেন? অনুসারক বই রচনা করার জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি আপনার লক্ষ্য থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। এসব বিষয় গুলোর কিছু নিচে দেওয়া হলো :
>
> ১। মূল কোর্সে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর উপর গুরুত্ব দিন।
> ২। কোন গল্পে বা পাঠে শতকারা ১০ ভাগের বেশী নতুন শব্দ ব্যবহার করবেন না।
> ৩। নতুন ব্যবহৃত যে কোন শব্দকে একই পাঠে অন্ততপক্ষে তিনবার ব্যবহার করুন এবং পরবর্তী পাঠেও ঐসব শব্দ যাতে পুনরাবৃত্তি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
> ৪। প্রতিটি অনুচ্ছেদকে যথাসম্ভব ছোট রাখুন। একটি অনুচ্ছেদ ছয় লাইনের উপর না দেওয়াই উত্তম।
> ৫। বাক্যগুলো লম্বা করবেন না। একটি বাক্যে দশটি শব্দের বেশী ব্যবহার না করাই উচিত।
> ৬। এক লাইন থেকে অন্য লাইনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখুন।
> ৭। পাঠের সাথে আকর্ষণীয় ছবি ব্যবহার করুন।
> ৮। যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করুন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। প্রতিটি লেখাকে ধৈর্য্যের সাথে মাঠ পরীক্ষা করুন এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করুন।

উপরে উল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অনুস্যারক বই প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। শিক্ষার্থীদের বলা গল্প, কাহিনী বা কোন সাফল্য কাহিনীকে এভাবে তুলে ধরা যায়। আসুন, শিক্ষার্থীদের জন্য বই প্রণয়নে এভাবে শিক্ষার্থীদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করি।[২]

এফআইভিডিবি উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় যে সব বই প্রণয়ন করে তার জন্য সৃজন প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। যে কেউ এসবের রচয়িতা হতে পারেন। উল্লেখ্য, এসব বই লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে এক ধরনের রুচিবোধ বা পাঠাভ্যাস গড়ে তুলছে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অস্বীকারের উপায় নেই।

খ

কতিপয় বেসরকারি সংস্থা অব্যাহত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক পাঠকদের মানসিক গঠনের কর্মসূচি হাতে নেয়। ব্র্যাক ১৯৯৬ সালে *গণকেন্দ্র পাঠাগার* কর্মসূচি চালু করে।[৩] বর্তমানে ব্র্যাকের ৩,৪৩৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ৩০৩টি ইউনিয়ন লাইব্রেরি এবং ৬,৩১৩টি স্কুল লাইব্রেরির মোট সদস্য সংখ্যা ৩ লাখ।[৪] ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পাঠাগার *গণকেন্দ্র* নামে পরিচিত। এছাড়া এমইপি/ডানিডার *ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি*, এফআইভিডিবি'র *গ্রামীণ পাঠাগার* উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জাতীয় ভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল কর্মসূচি *জাতীয়ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম*-এর একটি সহায়ক কার্যক্রম জাতীয়ভিত্তিক লাইব্রেরি কর্যক্রম।

এই কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে–

ঢাকায় একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি স্থাপন;
ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করা;
এবং
সারাদেশে সুনির্বাচিত বই-সংবলিত ৩০০টি
ছোট আকারের লাইব্রেরি স্থাপন।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনভর শিক্ষার কাঠামোতে লোককেন্দ্র বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 'গ্রামে এসব লোককেন্দ্র হতে পারে জীবনভর শিক্ষা আয়োজনের মূল কেন্দ্র, গ্রামের মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজের মিলনক্ষেত্র, তাদের অব্যাহত অগ্রগতির, ক্ষমতায়নেরও কেন্দ্র।'[৫]

গ

গণসাহায্য সংস্থা ১৯৯৩ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র চালু করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানই শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। চারটি মূল স্তম্ভ বা ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এগুলো–

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ;
অর্থবহ গণতন্ত্র;
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার;
এবং
উন্নয়ন ও মানবাধিকার।

দেশজ শিল্পরীতিসমূহের চর্চা ও ক্রিয়াকর্মকে সমন্বিত করা এবং তার বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ১৯৯৭ সালে 'কৃতী বাঙালি শিল্পী সম্মাননা' প্রবর্তন করে। এই পুরস্কারের সম্মানী ১ লক্ষ টাকা এবং একটি ক্রেস্ট। প্রথম *কৃতী বাঙালি শিল্পী সম্মাননা ১৪০৪* পুরস্কার লাভ করেন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য,

> মনুষ্যত্বের সাধনা চর্চাসাপেক্ষ। ব্যক্তিজীবনে যেমন নিরন্তর চর্চা করে যেতে হয়, সমাজজীবনেও তেমনি। যে-সমাজে মননের খর্বতা ও হৃদয়ের দীনতা সর্বোতব্যাপী, সেখানে এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি এবং জরুরি। যোগ্যের সমাদর ও গুণীর সম্মাননা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলেও হৃদয়ের সংকীর্ণতা অনেক সময়ে তাতে বাধ সাধে। সে-কারণে সমাজের আচরণের মধ্যে তার লালন ও প্রতিফলনের প্রয়োজন পড়ে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ ও অভ্যাস পরিপূরকও বটে, পরস্পর পরস্পরকে শেখায়, দীক্ষিত করে, উদ্বুদ্ধ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুর রাহমান আমাদের সমকালে শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা। তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার পালন বাংলাদেশের সমাজজীবনে শিল্পীর স্বাধীন ও অকুতোভয় অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবেও তিনি অনন্য। আমাদের সুখে ও দুঃসময়ে, আনন্দগানে ও প্রতিরোধমিছিলে সাধারণ মানুষ সর্বদা তাঁকে সঙ্গে পেয়েছে। তাঁর নিকট জাতি এবং বিদ্বৎসমাজ ঋণী।

আমাদের ঋণস্বীকারের অসমর্থ ও মৃদু প্রয়াস বা প্রতীক হিসেবে কবি শামসুর রাহমানকে সম্মাননা জ্ঞাপন করার জন্য আজকের এই দীন অক্ষম আয়োজন। তাঁকে সম্মান জানানোয় তিনি উপলক্ষ মাত্র; আমরা মূলত তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান ও দায়বদ্ধতা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। তিনি সেই সুযোগ করে দিয়েছেন বলে আমরা ধন্য।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রতি বৎসর এমন গুণীসম্মাননার আয়োজন করে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে চায়। কবি শামসুর রাহমানকে মাধ্যম করে আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হল। আমরা চাইব প্রতি বৎসরেই আমাদের মধ্য থেকে অসাধারণ কোনো ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানাতে, এমন ব্যক্তিত্বকে যাঁর নিকট আমরা ঋণী।[৬]

তথ্যনির্দেশ

১. *জোহরা*, নতুন সাক্ষরদের পড়ার বই। প্রকাশক এফআইভিডিবি, ঢাকা, ১৯৯৩। পৃষ্ঠা-২।

২. *আমাদের কথা*, নতুন সাক্ষরদের পড়ার বই। প্রকাশক এফআইভিডিবি, ঢাকা, ১৯৮৪। পৃষ্ঠা-২।

৩. *Annual Report, NFPE 1997*, Published by BRAC. BRAC Centre, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh. P-35.

৪. *BRAC Research 1998*, Published by BRAC. BRAC Centre 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh. P-4.

৫. আবদুল্লাহ আল-মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬। পৃষ্ঠা-১২৬।

৬. *কৃতী বাঙালি শিল্পী সম্মাননা ১৪০৪, কবি শামসুর রাহমান*, গ্রন্থনা-হায়াৎ মামুদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা। প্রকাশকাল ৯ মে ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এ দেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও-র উদ্ভব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। 'অতীতে যদিও এনজিও বলতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই বোঝানো হতো এবং এই ধরনের সংগঠন আমাদের সমাজে একটা প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবেই চালু ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা গ্রামের যে স্কুলগুলো দেখতে পাই এগুলো স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকরাই এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এর পরিচালনার সমস্ত কাজ-কর্ম করেছেন। গ্রামের হাট বাজার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও এর মধ্যে পড়ে। মূলত এগুলোই ছিলো সেচ্ছাসেবী সংগঠন।'[১] আমাদের গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় গড়ে ওঠা এসব স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড ছিল বহুধা-বিভক্ত। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে যথাক্রমে নৌকাবাইচ, ফুটবল টুর্নামেন্ট, হা-ডু-ডু, কাবাডি, ষাঁড়ের লড়াই, মুরগির লড়াই, বলি খেলা, পহেলা বৈশাখ, চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা, মাঘী মেলা, পৌষ মেলা, রথযাত্রা, মহররম, নাট্যানুষ্ঠান, যাত্রা, পালা, পুতুল নাচ, কবির লড়াই, পুঁথিপাঠ প্রভৃতি প্রাধান্য পেত — আজকের বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রযোজিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যার সাযুজ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

১৯৭০-এর দশক থেকে বেসরকারি সংস্থাসমূহের বৈশিষ্ট্যে ও কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বেলায় স্বাধীনতা যুদ্ধই বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কার্যক্রমের একটি 'টার্নিং পয়েন্ট'[২] বলে প্রতীয়মান হয়। দরিদ্র বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নতুন ধারার এনজিও-র উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে পাশ্চাত্য উন্নত দেশসমূহের এবং বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থার কিছু পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এনজিওসমূহের পেছনে এসব সূত্রের অর্থ ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ডের যে সূত্রপাত পরবর্তী সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়ে তার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

সত্তরের দশকে বেসরকারি সংস্থাসমূহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়। একই সময়ে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ঋণদান প্রকল্প চালু করে। কৃষি, মৎস্য, বনায়নের ওপর জোর দেয়। সামাজিক সচেতনতার লক্ষ্যে মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, আইন সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এনজিওসমূহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের

Dhaka University Institutional Repository

আওতায় সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের প্রকল্প চালু হয়। এসব গ্রন্থ এনজিওমহলে 'অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ' অভিধায় সমধিক পরিচিত।

আশির দশকে দেশের প্রতিনিধিত্বশীল বেসরকারি সংস্থাসমূহ সৃজনশীল সাহিত্য প্রকাশনায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে দেশের বিশিষ্ট লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে সংস্থাসমূহের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে আমরা নব্যসাক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষের পাঠ উপযোগী বাংলা ও বিশ্বের অন্যান্য ভাষার চিরায়ত সাহিত্যের কিছু গ্রন্থের সহজ সংস্করণের প্রকাশনা প্রত্যক্ষ করি।

নব্বই-এর দশকে জাতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি সংস্থা নিজস্ব 'প্রকাশনা সেল' গঠন করে। এসব সেলের কর্ণধার হিসেবে দেশের বিশিষ্ট লেখক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রবীণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই এসবের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নানা রকম আরোপিত কাজে অংশ নেন।

ইতিপূর্বে এনজিওসমূহের প্রকাশনা কর্মকাণ্ড, নির্দিষ্ট কর্মএলাকার অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকাশনা সেল বা সংস্থা গঠনের পর বিষয় ও আঙ্গিকে গ্রন্থের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য প্রকাশনা ও প্রচারণার পরিধি সুনির্দিষ্ট গ্রামীণ পরিমণ্ডলের বাইরে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন অমর একুশে উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত মাসব্যাপী গ্রন্থমেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ। মেলায় প্রদর্শিত ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গণসাক্ষরতা অভিযান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গ্রন্থ প্রায় সকল বয়সের বিশেষ করে তরুণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্রামীণ নব্যসাক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে যে সাহিত্যের সূচনা, তা আজ সর্বসাধারণের পাঠের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের এ প্রয়াস অবশ্যই ভিন্ন মাত্রিকতায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার যে কোনও দেশের সাহিত্যের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনও কোনও দেশ দ্রুত উন্নতি করেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উন্নতি আগের তুলনায় কমেছে। একটি ঐতিহাসিক যুগের পরিণতির পর কোনও ভাষার সাহিত্যে এমনটি ঘটে থাকে। তাছাড়া দেশবিভাগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, রাষ্ট্রীয় পরনির্ভরতা ইত্যাদি নানা কারণও বাংলাদেশের (পশ্চিম বাংলারও) সাহিত্যকে ক্ষীয়মাণ করেছে। গত দুই দশকে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এনজিওসমূহ তাদের সাহিত্য ও প্রকাশনা, লেখক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

Dhaka University Institutional Repository

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া, এস. ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের তুল্য শক্তিমান কবি-সাহিত্যিক, ভাবুক, বিজ্ঞানীর আত্মপ্রকাশ বাংলাদেশে (পশ্চিম বাংলায়ও) আজ অনুভব করা যাচ্ছে না। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের ভূমিকা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

কোন জাতির সৃষ্টিশীলতা প্রাণশক্তি লাভ করে সৃজনশীল ব্যক্তিদের কর্মের স্বাধীনতার সুযোগে। সে ব্যাপারটি হাজারও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাভাষী ভূ-ভাগে বর্তমান ছিল। নির্যাতন ছিল, কিন্তু সৃষ্টিশীল লেখক-ভাবুকেরা অজেয় মনোবল নিয়ে নির্যাতনের মোকাবেলা করেছেন এবং সৃষ্টিশক্তিকে সার্থক করেছেন। এনজিওদের কার্যক্রমের দ্বারা লেখক-ভাবুকেরা নির্যাতিত হচ্ছেন, এমন কথা কোথাও শোনা যায় না বরং অনেকেই নানাভাবে প্রণোদিত ও বৈষয়িক দিক দিয়ে লাভবানই হচ্ছেন। এতে গোটা জাতির সৃজন-সামর্থ্য ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছে। স্বাধীন-চিত্ততার জাগরণের মধ্য দিয়ে এর প্রতিকার হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আতিউর রহমান, গ্রামবাংলার সামাজিক চেহারা এনজিওরা বদলে দিয়েছে। *অধুনা*, এডাব-এর ২০ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-৯।

২. এডাব-এর ২০ বছর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ব্র্যাক, গণসাক্ষরতা অভিযান এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ছাড়া আরও কিছু এনজিও-র সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, গণসাহায্য সংস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল সংস্থার কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের সাহিত্য-জগত বেশ প্রভাবিত হচ্ছে। নিম্নে উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার তালিকা তুলে ধরা হল–

ক. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

১৯৫৮ সালে শিক্ষা বিস্তার ও জনকল্যাণের অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডিএএম) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১]

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রকাশিত শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের বই/গ্রন্থ/উপকরণসমূহ নিয়ন্ত্রিত শব্দকোষের[২] মাধ্যমে লিখিত। প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা –

- *আমাদের কথা*। রচনা-চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। দাম- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫।
- *নানা রকম খাবার*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও ছবি- এম. এ. মান্নান/রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। নেদারল্যান্ডস-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রকাশ কাল- অক্টোবর ১৯৯৬।
- *উজানতলী সমবায় সমিতি*। রচনা- রফিকুল ইসলাম সাথী/নাফিজ উদ্দিন খান। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান/রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। দাম- ১৪.০০ টাকা। প্রকাশ কাল- অক্টোবর ১৯৯৮।
- *ভুল ধারণা*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
- *মুরগী পালনে জানার কথা*। মুখবন্ধ- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন- কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। UNESCO ও UNDP-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯২।
- *দুর্যোগ থেকে বাঁচার উপায়*। রচনা- মোস্তাগিসুর রহমান বাবু। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। জার্মানের IIZ/DVV-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯৭।
- *নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- বিপ্লব সরকার। মূল্য- ২০.০০ টাকা। প্রকাশ কাল- আগস্ট ১৯৯৮।
- *খাদ্য সংরক্ষণ*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ- এম. এ. মান্নান। ছবি অঙ্কন- বিপ্লব সরকার। ACCU-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- মার্চ ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

- *নাসিরউদ্দিন হোজা-১*। পরিকল্পনা ও বিন্যাস- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- বিপ্লব সরকার। মূল্য- ১৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
- *নাসিরউদ্দিন হোজা-২*। পরিকল্পনা ও বিন্যাস- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।
- *মরণ ব্যাধি এইড্‌স*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন- এম. এ. মান্নান। ACCU-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- মার্চ ১৯৯৬।
- *পরিবেশ ও জীবন*। রচনা- মোঃ শফিকুর রহমান। প্রচ্ছদ- এম.এ. মান্নান। অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। MEMISA, Rotterdam, নেদারল্যান্ডস্ -এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রকাশ কাল- সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।
- *নারী উন্নয়ন*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ- এম.এ. মান্নান। ছবি অঙ্কন- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। LLI, USA-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯৬।
- *নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৯৫।
- *ছাগল পালন*। রচনা- মমতাজ খাতুন। সম্পাদনা- ড. রফিকুল হাসান। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ ও এম. এ. মান্নান। ACCU-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- মার্চ ১৯৯৬।
- *সমাজের কথা*। রচনা- রফিকুল ইসলাম সাথী। প্রচ্ছদ ও ছবি- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১২.০০ টাকা। প্রথম মুদ্রণ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- *এক সাথে দুইয়ের চাষ*। প্রসঙ্গ কথা- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ- দেওয়ান মিজান। ছবি- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ৯.০০ টাকা। প্রথম মুদ্রণ- এপ্রিল ১৯৯৪।
- *গণতন্ত্রের কথা*। রচনা- ওয়ারে নেওয়াজ, আ.ন.স. হাবীবুর রহমান ও রফিকুল ইসলাম সাথী। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান ও রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৩.০০ টাকা। প্রথম মুদ্রণ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- *বীর নারী*। প্রসঙ্গ কথা- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান ও রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৮.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৯৪।
- *প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক*। রচনা- মোঃ শফিকুর রহমান। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৫।
- *কোন ফলের কী গুণ*। রচনা- নাফিজউদ্দিন খান। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। MEMISA, Rotterdam, নেদারল্যান্ডস- এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৬।
- *গরু পালন প্রকল্প*। রচনা- রফিকুল ইসলাম সাথী। সম্পাদনা- শাইখ সিরাজ। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- মার্চ ১৯৯৫।
- *কিশোরীদের কথা*। রচনা- রাকিবা আফরোজ তামান্না। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৪.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- *হুতোম পেঁচার দাওয়াত*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম.এ. মান্নান। মূল্য- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- *আমার শৈশব আমার অধিকার*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। CIDA-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৮।
- *যাদুর তুলি*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও ছবি- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১৭.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

- *নানান রকম গল্প*। প্রসঙ্গ কথা- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান ও রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। দাম- ১৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৯৪।
- *গল্প শুনি*। প্রসঙ্গ কথা- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৯৪।
- *কালো পরী*। গল্প সাজিয়েছেন- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। দাম- ২০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৯৪।
- *সাহিত্য পরিচয়*। প্রসঙ্গ কথা- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। মূল্য- উল্লেখ নেই। প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৯৪। দ্বিতীয় প্রকাশ- মার্চ ১৯৯৬।
- *সততা*। রচনা- রাকিবা আফরোজ তামান্না। প্রচ্ছদ ও ছবি- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ১৪.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- *আমরা তোমাদের ভুলব না*। রচনা- নাফিজউদ্দিন খান। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। দাম- ৪০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৯৮।
- *শিশুরা কী করবে*। রচনা- এ. এফ. এম. এনামুল হক। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৯৫।
- *শাকসবজির উপকারিতা*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ২৪.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯৭।
- *ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়*। রচনা- আ.ন.স. হাবীবুর রহমান, গুলশান আরা ও রফিকুল ইসলাম সাথী। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১৪.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- *কেন এমন হয়*। রচনা- মোস্তাগিসুর রহমান বাবু। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- বিপ্লব সরকার। মূল্য- ২৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
- *প্রাথমিক চিকিৎসা*। রচনা- মমতাজ খাতুন। অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ২৮.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৭।
- *বেগম রোকেয়া*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- বিপ্লব সরকার। মূল্য- ৩০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৭।
- *নতুন নতুন রান্না শিখি*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। দাম- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫।
- *পেয়ারা, কলা ও পেঁপের চাষ*। মুখবন্ধ- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন-কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। মূল্য- উল্লেখ নেই। প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৯২।
- *মায়েদের জন্য*। মুখবন্ধ- কাজী রফিকুল আলম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। দাম- ১৪.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৩।
- *ত্বক ও চুলের যত্ন*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। দাম- ১৬.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫।
- *মায়ের কথা*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ১৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

- *গল্পের ঝুড়ি*। গল্প সাজিয়েছেন- রফিকুল ইসলাম সাথী। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান ও রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ২০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।
- *ছোটদের শহীদ জিয়া*। রচনা- রফিকুল ইসলাম সাথী। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- জাহিদ হাসান বেনু। মূল্য- ৪০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
- *ছোটদের রবীন্দ্রনাথ*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- বিপ্লব সরকার। মূল্য- ৩৫.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
- *ছোটদের নজরুল*। রচনা- চাঁদ সুলতানা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান। মূল্য- ২৮.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
- *ছোটদের শেখ মুজিব*। রচনা- মমতাজ খাতুন। প্রচ্ছদ- এম. এ. হাসেম। অলঙ্করণ- এম. এ. মান্নান ও রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ৪০.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
- *দাবি আদায়*। প্রসঙ্গ কথা- কাজী রফিকুল আলম। অলঙ্করণ- রফিকুল ইসলাম ফিরোজ। মূল্য- ২৪.০০ টাকা। প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৭।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক সর্বশেষ সংযোজিত তারিখ ডিসেম্বর ১৯৯৯-এ প্রকাশিত 'আমাদের প্রকাশনা'[৩] শীর্ষক ফোল্ডারে প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশনাকে নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস ও মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে –

শিশু শিক্ষা প্রাইমার

১।	সোনামনি এসোপড়ি	৩০.০০
২।	ছড়াছবির পড়া	৩০.০০
৩।	ছড়াছবির পড়া অনুসারিকা	৮.০০
৪।	আমরা পড়ি (১ম ভাগ)	৫০.০০
৫।	আমরা পড়ি (২য় ভাগ)	৪০.০০
৬।	আমরা পড়ি (৩য় ভাগ)	৪০.০০
৭।	হিসাব শিখি (২য় ভাগ)	৩৮.০০
৮।	হিসাব শিখি (৩য় ভাগ)	৩০.০০
৯।	আমাদের পরিবেশ (৩য় ভাগ)	৩৫.০০

কিশোর/কিশোরী শিক্ষা প্রাইমার

১।	কিশোর পাঠ (১ম ভাগ)	৩৫.০০
২।	কিশোর পাঠ (২য় ভাগ)	৩০.০০
৩।	কিশোর পাঠ (৩য় ভাগ)	২৮.০০
৪।	কিশোর পাঠ সেবক নির্দেশিকা (১ম খণ্ড)	৫০.০০
৫।	কিশোর পাঠ সেবক নির্দেশিকা (২য় খণ্ড)	৫০.০০
৬।	কিশোর পাঠ ফ্লিপ চার্ট (১ম খণ্ড)	৪০.০০
৭।	কিশোর পাঠ ফ্লিপ চার্ট (২য় খণ্ড)	৪০.০০

বয়স্ক শিক্ষা প্রাইমার

১।	সবার জন্য পড়া (১ম ভাগ)	৪৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

২।	সবার জন্য পড়া (২য় ভাগ)	৪০.০০
৩।	শিক্ষা সেবক নির্দেশিকা	১০০.০০

জনে জনে শিক্ষা প্রাইমার

১।	জনে জনে সাক্ষরতা পড়ালেখা (১ম খণ্ড)	৮০.০০
২।	জনে জনে সাক্ষরতা হিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড)	৫০.০০
৩।	জনে জনে সাক্ষরতা পড়ালেখা (২য় খণ্ড)	৮০.০০

অনুসারক / অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

১।	শরীরটাকে ভাল রাখুন	১২.০০
২।	রোগ প্রতিরোধ	১৫.০০
৩।	মায়েদের জন্য	১৪.০০
৪।	নিত্যদিনের ব্যবহারিক কিছু পরামর্শ	২২.০০
৫।	ক্যানসার থেকে সাবধান	৮.০০
৬।	নানা রকম খাবার	১৪.০০
৭।	ভুল ধারণা	১৬.০০
৮।	কিশোরীদের কথা	১৪.০০
৯।	ত্বক ও চুলের যত্ন	১৬.০০
১০।	নতুন নতুন রান্না শিখি	১৬.০০
১১।	জরায়ুর ক্যান্সার	১০.০০
১২।	মরণ ব্যাধি এইডস	১৫.০০
১৩।	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	১২.০০
১৪।	কোন ফলের কী গুণ	১২.০০
১৫।	শাকসবজির উপকারিতা	২৪.০০
১৬।	প্রাথমিক চিকিৎসা	২৮.০০
১৭।	নিরাপদ মাতৃত্ব	২৪.০০
১৮।	নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	২০.০০
১৯।	স্বাস্থ্য লুডু ও ঘুরে আসি বাংলাদেশ (লুডু)	৩৫.০০
২০।	মাদকমুক্ত রাখব স্বদেশ (চার্ট)	২০০.০০

আয়বৃদ্ধিমূলক

১।	নার্সারী	১০.০০
২।	ফলচাষ	১৫.০০
৩।	পেয়ারা, কলা ও পেঁপের চাষ	১২.০০
৪।	এক সাথে দুইয়ের চাষ	১২.০০
৫।	মুরগী পালনে জানার কথা	১৮.০০
৬।	আমাদের সমিতি	১৬.০০
৭।	সুখের দিশা	১২.০০
৮।	খাদ্য সংরক্ষণ	১৪.০০
৯।	নিজেরা ভাগ্য গড়ি	১৬.০০
১০।	গরু পালন প্রকল্প	১৫.০০
১১।	ছাগল পালন	১৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

১২।	ইচ্ছে তাকলে উপায় হয়	১৪.০০
১৩।	মাছের আবাদ	১৮.০০
১৪।	এসো হিসাব শিখি	১৪.০০
১৫।	নানা রকম নকশা	১৭.০০
১৬।	ঘরের পাশে সবজি চাষ (চার্ট)	২৫০.০০
১৭।	উজানতলী সমবায় সমিতি	১৪.০০

পরিবেশ

১।	দুর্যোগ মোকাবেলা	১২.০০
২।	পরিবেশ ও জীবন	১৫.০০
৩।	মানুষ ও পরিবেশ	১৬.০০
৪।	প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক	১৫.০০
৫।	সুন্দর জীবন	১৪.০০
৬।	দুর্যোগ থেকে বাঁচার উপায়	১০০.০০
৭।	পড়ব জানব আমরা সবাই পরিবেশ ভালো রাখব সদাই	৭০.০০
৮।	সুন্দর পরিবেশ সুস্থ জীবন (কার্ড)	৮০.০০
৯।	সুন্দর পরিবেশ গড়ি (অব্যাহত চিত্রমালা)	১৫.০০

জনসংখ্যা

১।	জনসংখ্যা	১৬.০০
২।	সুখী পরিবার	১৬.০০

আইন বিষয়ক

১।	বিবাহ	১০.০০
২।	তালাক	১০.০০
৩।	বহুবিবাহ	৮.০০
৪।	যৌতুক	৮.০০
৫।	কর্মজীবী মহিলা	১০.০০
৬।	বর্গাচাষ	৮.০০
৭।	বন্ধকী ও খাস জমি বণ্টন	১০.০০
৮।	জমি ক্রয়	৮.০০
৯।	নারীর উত্তরাধিকার	৮.০০
১০।	নারী ও শিশু পাচার	১০.০০

সমাজ ও সংস্কৃতি

১।	সমাজের কথা	১২.০০
২।	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	১৪.০০

নারী উন্নয়ন

১।	আমাদের কথা	১৬.০০

Dhaka University Institutional Repository

২।	আমি আর তুমি	৩০.০০
৩।	দুঃখিনী নুরজাহান	২০.০০
৪।	বীর নারী	১৮.০০
৫।	নারী অধিকার	১৮.০০
৬।	নারী উন্নয়ন	১২.০০
৭।	মেয়েদের কথা	১৮.০০
৮।	দাবি আদায়	২৪.০০
৯।	বকুলের কথা	১২.০০
১০।	আদুরী	১৭.০০
১১।	কেন এমন হয়	
১২।	নারী পুরুষ বৈষম্য (চার্ট)	

দায়িত্ব ও কর্তব্য

১।	গণতন্ত্রের কথা	১৩.০০
২।	ঘরের কাজ	২৫.০০
৩।	আমাদের জীবন ও ধর্ম	১২.০০
৪।	অজু, নামাজ, রোজা	১৫.০০
৫।	শিশুরা কী করবে	১৬.০০
৬।	মায়ের কথা	১৫.০০
৭।	সততা	১৪.০০

শিশুশ্রম

১।	ওয়েল্ডিং থেমে সাবধান অকালে যাবে প্রাণ (পাজেল)	৪০.০০
২।	খেলতে খেলতে জানব (ম্যাচিং কার্ড)	৩২.০০
৩।	আমার শৈশব আমার অধিকার (বুকলেট)	২০.০০
৪।	সব শিশুরই আছে অধিকার শিশুশ্রম থেকে রক্ষা পাবার (ফোল্ডার)	৭.০০
৫।	আজকের শিশু কালকে গড়বে দেশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করলে জীবন হবে শেষ (পোস্টার)	৫.০০

ছড়া

১।	মজার ছড়া	১৫.০০

জীবনী

১।	ছোটদের রবীন্দ্রনাথ	৩৫.০০
২।	ছোটদের নজরুল	২৮.০০
৩।	ছোটদের শেখ মুজিব	৪০.০০
৪।	ছোটদের শহীদ জিয়া	৪০.০০
৫।	বেগম রোকেয়া	৩০.০০
৬।	আমরা তোমাদের ভুলব না	৪০.০০

গল্প

১।	গল্পের ঝুড়ি	২০.০০

Dhaka University Institutional Repository

২।	কালো পরী	২০.০০
৩।	যাদুর তুলি	১৭.০০
৪।	নানান রকম গল্প	১৫.০০
৫।	হুতোম পেঁচার দাওয়াত	১৬.০০
৬।	গল্প শুনি	১২.০০
৭।	সাহিত্য পরিচয়	২০.০০
৮।	রসগোল্লা নদী	২০.০০

কমিকস

১।	নাসিরুদ্দিন হোজ্জা-১	১৫.০০
২।	নাসিরুদ্দিন হোজ্জা-২	১৫.০০

ফোল্ডার

১।	ক্যান্সার	
২।	ধূমপানের বিষপান	৪.৫০
৩।	এইডস ও মাদকদ্রব্য সম্পর্কে জানুন, সতর্ক হোন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলুন	৪.০০
৪।	শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি (আপস)	

লিফলেট

১।	শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ করুন এবং গণসচেতনতা গড়ে তুলুন
২।	শিশু নারী পাচার প্রতিরোধে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৩।	শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ স্থানীয় সমাজের ভূমিকা

পোস্টার

১।	নেশার অপর নাম মরণ	৫.০০
২।	ড্রাগের নেশায় আসক্তির লক্ষণসমূহ	৫.০০
৩।	ছিন্ন কর বন্ধন রক্ষা কর জীবন	৫.০০
৪।	ভাল পরিবেশ সুস্থ জীবন	৫.০০
৫।	ভাল পরিবেশ ভাল জীবন	৫.০০
৬।	গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান	৫.০০
৭।	এ দাবী ন্যায্য দাবী	১০.০০
৮।	লেখাপড়ার বয়স নাই লজ্জা ভুলে পড়ি তাই	৫.০০
৯।	নেশার মায়ার মরণ ছায়া	৫.০০
১০।	খারাপ পরিবেশ দূর করি, ভালো পরিবেশ আমরা গড়ি	৫.০০
১১।	এইডস ও মাদক এরা দুই ঘাতক	৫.০০
১২।	মিলেমিশে থাকবে পরিবার মাদক মুক্ত রাখব	৫.০০
১৩।	আর্সেনিক দূষণ থেকে বাঁচুন	৫.০০
১৪।	ফল সবজি যা-ই পাব, টিউবওয়েলে পানিতে ধুয়ে নেব	৫.০০
১৫।	শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ করতে হবে	৫.০০
১৬।	গ্রাম্য সালিশে ন্যায় বিচারের জন্য বিচারক	

Dhaka University Institutional Repository

	হিসাবে নারীদেরও থাকা প্রয়োজন	৫.০০
১৭।	শিশু ও নারী পাচার থেকে সাবধান	৫.০০
১৮।	অপরিচিত লোকের পরিচয় জেনে নিন, পাচারকারী সন্দেহ হলে থানায় খবর দিন	৫.০০
১৯।	মাদক মুক্ত থাকতে চাই, হাসি আনন্দে দিন কাটাই	৮.০০
২০।	উন্নত চুলা ব্যবহার করুন, শরীর ও পরিবেশ ভালো রাখুন	৫.০০
২১।	টিউবওয়েল যত্নে ব্যবহার করব পানি সব সময় নিরাপদ রাখব	

স্টীকার

১।	মাদকদ্রব্য পরিহার করুন মৃত্যুকে দূরে রাখুন	২.০০
২।	ধূমপান মুক্ত পরিবেশ চাই	২.০০
৩।	আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান	২.০০
৪।	মাদকতাহীন সুন্দর জীবন চাই	২.০০
৫।	মাদক থেকে দূরে থাকুন	২.০০
৬।	পাচারকারীর মিষ্টি কথায় ভুলবেন না	৩.০০
৭।	ধূমপান মুক্ত কক্ষ	২.০০
৮।	সর্বগ্রাসী ড্রাগ থেকে নিজেকে বাঁচান	২.০০
৯।	পায়খানা সবসময় পরিষ্কার রাখুন	২.০০
১০।	পাচারকারীর হাত থেকে আমাদের বাঁচান	২.০০
১১।	ওয়াটার সিল ভাংবেন না	২.০০

অন্যান্য উপকরণ

১।	প্রবাদ বাক্যের খেলা	২০.০০
২।	এসো মিলাই (পাজেল)	৫০.০০
৩।	লেখাপড়ার সুফল	৩০.০০
৪।	শব্দ গড়ি হিসাব করি	৩০০.০০
৫।	নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে আমাদের করণীয় (কার্ড)	১০০.০০

পত্র-পত্রিকা

১।	আমাদের পত্রিকা (মাসিক)	৫.০০
২।	আলাপ (মাসিক)	৩.০০

অডিও ভিজুয়াল

১।	ফুলবানুর গল্প	৩০০.০০
২।	সাক্ষরতার পুরস্কার	৩০০.০০
৩।	ও'জ অব দি প্লান্টস ওয়ার্ল্ড	৩০০.০০
৪।	পপুলার সঙ (চিলড্রেন)	৪০.০০
৫।	পপুলার সঙ (এডাল্ট)	৪০.০০

Dhaka University Institutional Repository

ম্যানুয়েল

১।	গণশিক্ষা	২৫.০০
২।	মাঠকর্মীদের গাইড	১৫০.০০
৩।	নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষা	২৪০.০০

এপ্রিল সাক্ষরতা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণমালা

১।	অনুবাদ : সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের জন্য পাঠক্রম প্রণয়ন নীতিমালা (খণ্ড-১)	৩৫.০০
২।	সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের জন্য পরিসম্পদ প্রণয়ন নীতিমালা (খণ্ড-২)	২০.০০
৩।	তত্ত্বাবধায়কদের ম্যানুয়েল পরিসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যপ্রণালী (খণ্ড-৪)	৭০.০০
৪।	অনুকরণ যোগ্য প্রশিক্ষক ম্যানুয়েল-১ পরিবারের জন্য বাড়তি আয় (খণ্ড-৫)	২০.০০
৫।	সাক্ষরতা শিক্ষাত্তোর কর্মকাণ্ড এবং অব্যাহত শিক্ষা (খণ্ড-১০)	৩৫.০০

দল উন্নয়ন উপকরণমালা

১।	পাশ বই	৩.০০
২।	ক্যাশ বই	১০.০০
৩।	জমা বই	১০.০০
৪।	কার্য বিবরণী বই	১০.০০
৫।	সদস্য ঋণ বই	১৫.০০
৬।	উন্নয়ন দলের ঋণ বই	৩২.০০

সূত্র

১. *উপকরণ পরিচায়ক*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রকাশক-গণসাক্ষরতা অভিযান, ১৯৯৫।

২. *প্রাগুক্ত*।

৩. *আমাদের প্রকাশনা*, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বাড়ি নং-১৯ রোড নং- ১২ (নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

খ. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে) ১৯৭২ সালে[১] প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিশু উন্নয়ন, পরিবেশ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে। মূলত প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব ঘটে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে।[২] 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ভারত এবং বাংলাদেশের কয়েকজন চিকিৎসক এই কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করেন যা তখন বাংলাদেশ হাসপাতাল হিসেবে পরিচিত ছিলো'।[৩]

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের একটি প্রকল্প গণপ্রকাশনী। এই প্রকাশনীর নামে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে। গণপ্রকাশনী প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা–

- *শিশুদের একিউট ডায়রিয়ার ব্যবস্থাপনার ওষুধের ব্যবহার*। অনুবাদ : ডঃ জীবেন রায়। প্রকাশ কাল : ১৯৯০। মূল্য : ৫০.০০।
- *ওষুধ চিকিৎসা-সেবা বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষ*। লেখক : আহমদ রফিক। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। মূল্য : ৪০.০০।
- *মাইকো ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগে ব্যবহৃত ওষুধসমূহ*। সম্পাদনা : ডাঃ আহমদ রফিক। অনুবাদ : শফি আহমেদ। প্রকাশ কাল: ১৯৯১। মূল্য : ৩০.০০।
- *গুরুতর ও জটিল ম্যালেরিয়ার ব্যবস্থাপনা*। অনুবাদ : ডাঃ আহমদ রফিক। প্রকাশ কাল : ১৯৯১।
- প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার। (প্রয়োজনীয় ওষুধের সপ্তম মডেল তালিকা)। প্রকাশ কাল : ১৯৯২। মূল্য : ৫০.০০।
- *নবজাত এবং পরিপ্রসবকালীল শিশুর মৃত্যু হ্রাসে প্রসূতির যত্ন*। প্রকাশ কাল: ১৯৮৬। মূল্য : ২০.০০।
- *একিউট ডায়রিয়াগ্রস্ত শিশুদের খাদ্যব্যবস্থাপনা*। জেনেভা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য : ৩০.০০।
- *পরজীবীঘটিত রোগে ব্যবহৃত ওষুধ*। অনুবাদ : ডাঃ এস.কে. রুহুল হাসিন। প্রকাশ কাল : ১৯৯০। মূল্য : ৬৫.০০।
- *যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা*। প্রকাশ কাল : ১৯৯৩ । মূল্য : ৩৫.০০।
- *কলেরা নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা*। প্রকাশ : ১৯৯৩ সাল। মূল্য : ৪০.০০।
- *শিশুদের শ্বসনতন্ত্রের একিউট সংক্রমণ* । মূল্য : ৬৫.০০।
- *আলফ্রেড নোবেল ও নোবেল পুরস্কার* । *প্রকৃতি চন্দ*, ড. জীবেন রায়। ১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য : ৩০.০০।
- *মুরগীর বাচ্চা পালন*। ডা. মকবুলার রহমান। প্রচ্ছদ : শাহাদত হোসেন। ১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। মূল্য : নিউজ-৬.০০। সাদা : ১০.০০।
- কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। [কিশোর গল্প সংকলন] মকবুলা মনজুর। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৮। মূল্য : ৩০.০০।
- *বীরশ্রেষ্ঠ*। জাহানারা ইমাম। প্রচ্ছদ : রফিকুননবী। প্রথম প্রকাশ : ১লা ফাল্গুন ১৩৯১। পুর্নমুদ্রণ : মাঘ, ১৩৯৫। মূল্য : ৪০.০০।
- *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস*। আহমদ রফিক। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। মূল্য : ৪০.০০।
- *জাদুকরের ভেঁপু* [জর্মন ও আইরিশ রূপকথার অনুবাদ]। হায়াৎ মামুদ । প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ পৈতি রায় ও নিসার হোসেন। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৯৬। মূল্য : ৪০.০০।

Dhaka University Institutional Repository

- *মৎস্যকন্যা* [হ্যান্স ক্রিস্টিয়ান আনের্সেন-এর রূপকথার অনুবাদ]। হায়াৎ মামুদ। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ– মাসুদ ও সেলিম। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮। মূল্য : ৬০.০০।
- *আলেফ মিয়ার পৃথিবী*। আহমেদ হুমায়ুন। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪০৬। মূল্য : ৬০.০০।
- *জাতীয় সত্তার সন্ধানে*। কাজী মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ। প্রচ্ছদ : সেলিম। মূল্য : ৮০.০০।
- *কৃষকনেতা নূরজালালের আত্মকথা*। গ্রন্থনা : শরীফ আতিক-উজ-জামান। প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক। ১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। মূল্য : ৫০.০০।
- *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : কিছু না-বলা সত্য বচন এবং না-শোনা সত্য কথন*। কাজী মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ। প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী। ১ম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০০। মূল্য ৫০.০০।
- *মুক্তিযুদ্ধে কচিকণ্ঠ*। শহীদ আখন্দ। প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক। ১ম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৮। মূল্য : ৩০.০০।
- *মানুষ।* শান্তি সিংহ। প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। মূল্য : ২৫.০০।
- *একা এই শূন্য প্রান্তরে*। জাহেদা খানম। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : হাশেম খান। ১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য : ২৫.০০।
- *আদি মানবের সন্ধানে।* আহমদ রফিক। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। ১ম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৯৫। মূল্য : ৪০.০০।
- *বিজ্ঞানে পঞ্চভূত*। ড. জীবেন রায়। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। ১ম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। মূল্য: ২৫.০০।
- *যে আগুনে জ্বলেছিল* মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সম্পাদিত। প্রচ্ছদ আনওয়ার ফারুক। ১ম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৭। মূল্য : ১০০.০০।
- *আবক্ষ* । সরদার ফজলুল করিম। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৫। মূল্য : ৪০. ০০।
- *ভালোবাসা ভালো নেই* । আহমেদ রফিক। প্রচ্ছদ : আবদুল হালিম। ১ম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৯। মূল্য : ৩৫.০০।
- *ঝগড়াপুর।* মূল : ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওস ফান ব্যুরদেন। বাংলা রূপান্তর : নিলুফার মতিন। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। ১ম প্রকাশ : ১৯৮০ দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৫। পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮। মূল্য : ১৫০.০০।
- *কেমন আছেন*। ডাঃ আহমদ রফিক। ভেতরের স্কেচ : রফিকুন নবী। প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ সেলিম। প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৭। দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। মূল্য : ৬০.০০ ।
- *যেখানে দাঁতের ডাক্তার নেই*। অনুবাদ : বজলুর রহিম। সম্পাদনা : ডাঃ আহমদ রফিক। প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ সেলিম। প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। মূল্য : নিউজ ৪৫.০০। সাদা কাগজ ৫০.০০।
- *যেখানে ডাক্তার নেই*। দ্বিতীয় পর্ব। মূল : ডেভিড ওয়ারনার। ভাবানুবাদ : ডাঃ রেজাউল হক, চন্দন সরকার ও বজলুর রহিম। সম্পাদনা : শাহাদত চৌধুরী। প্রচ্ছদ : রফিকুন নবী। ১ম মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৮৯। ২য় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৯০। ৩য় মুদ্রণ : চৈত্র, ১৩৯২। পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৯; জুলাই ১৯৯৫। মূল্য : ৯৮.০০।
- *যেখানে ডাক্তার নেই*। প্রথম পর্ব। প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৮৯। ২য় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৯০। ৩য় মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৯২। পুনর্মুদ্রণ : মাঘ, ১৩৯৬; জুলাই ১৯৯৫। প্রচ্ছদ : রফিকুন নবী। মূল্য : ৯০.০০।

Dhaka University Institutional Repository

- *ডানপিটে ছেলে*। মকবুলা মনজুর। প্রচ্ছদ : আবুল বারক্ আল্ভী। নতুন সংস্করণ : মাঘ, ১৩৯৫। মূল্য : ২৫.০০।
- *করিন আমার লক্ষ্মী সোনা।* জাহেদা খানম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : হাশেম খান। ১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। মূল্য : ২৫.০০।
- *খোকার হাতে চাঁদ*। জাহেদা খানম। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। ১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৮। মূল্য : ২০.০০।

গণপ্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থ তালিকা : গণপ্রকাশনী'[৪] শীর্ষক ফোল্ডারে প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশনাকে নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস ও মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে –

ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য বিশেষ উপযোগী চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ

◆ যেখানে ডাক্তার নেই ১ম পর্ব	ডেভিড ওয়ারনার	৯০.০০
◆ যেখানে ডাক্তার নেই ২য় পর্ব	ডেভিড ওয়ারনার	৯৮.০০
◆ যেখানে দাঁতের ডাক্তার নেই	মারে ডিকসন	৬০.০০
◆ কেমন আছেন	ডাঃ আহমদ রফিক	৬০.০০
◆ বাংলাদেশের দারিদ্র ও ওষুধ	ডায়না মেলরোজ	৩০.০০

ইতিহাস বিষয়ক

◆ একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস	আহমদ রফিক	৪০.০০
◆ ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম	শাহ আহমেদ রেজা	৪৫.০০
◆ বীরশ্রেষ্ঠ	জাহানারা ইমাম	৪০.০০
◆ আলফ্রেড নোবেল ও নোবেল পুরস্কার	প্রকৃতি চন্দ্র ও ডঃ জীবেন রায়	৩০.০০
◆ আদি মানবের সন্ধানে	আহমদ রফিক	৪০.০০

কিশোর উপযোগী গল্প ও উপন্যাস

◆ মৎস্যকন্যা	হায়াৎ মামুদ	৬০.০০
◆ ডানপিটে ছেলে	মকবুলা মনজুর	২৫.০০
◆ বিজ্ঞানে পঞ্চভূত	ডঃ জীবেন রায়	৩৫.০০
◆ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	মকবুলা মনজুর	৪৫.০০
◆ জাদুকরের ভেঁপু	হায়াৎ মামুদ	৬০.০০
◆ মুক্তিযুদ্ধে কচিকণ্ঠ	শহীদ আখন্দ	৩০.০০

জীবন কথা

◆ কৃষক নেতা নূরজালালের আত্মকথা	শরীফ আতিক-উজ-জামান	৫০.০০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ জীবন সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক বই

◆ আলেফ মিয়ার পৃথিবী	আহমেদ হুমায়ুন	৬০.০০
◆ আবক্ষ	সরদার ফজলুল করিম	৭০.০০
◆ ঝগড়াপুর	ইওনেকা আয়েন্স ও ইওস ফান ব্যুরদেন	১৫০.০০
◆ যে আগুন জ্বলেছিল	সম্পাদক আনিসুর রহমান	১০০.০০

পশু-পাখি সম্পর্কিত

◆ মুরগীর বাচ্চা পালন	ডাঃ মকবুলার রহমান	১০.০০

কাব্যগ্রন্থ/ছড়া

◆ একা এই শূন্য প্রান্তরে	জাহেদা খানম	২৫.০০
◆ করিন আমার লক্ষ্মী সোনা	জাহেদা খানম	২৫.০০

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ

◆ শিশুদের একিউট ডায়রিয়ার ব্যবস্থাপনায় ওষুধের ব্যবহার THE RATIONAL USE OF DRUGS IN THE MANAGEMENT OF ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN	৫০.০০
◆ সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে ঘন ঘন মা হবেন না BREAST-FEEDING AND CHILD SPACING	২০.০০
◆ মাইকোব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগে ব্যবহৃত ওষুধসমূহ DRUGS USED IN MYCOBACTERIAL DISEASES	৩০.০০
◆ গুরুতর ও জটিল ম্যালেরিয়ার ব্যবস্থাপনা MANAGEMENT OF SEVERE AND COMPLICATED MALARIA	৪৫.০০
◆ প্রয়োজনীয় ওষুধ THE USE OF ESSENTIAL DRUGS	৬০.০০
◆ প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার [সপ্তম তালিকা] THE USE OF ESSENTIAL DRUGS MODEL LIST OF ESSENTIAL DRUGS (SEVENTH LIST)	৬৫.০০
◆ নবজাত এবং পরিপ্রসবকালীন শিশু মৃত্যু হ্রাসে প্রসূতির যত্ন MATERNAL CARE FOR THE REDUCTION OF PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY	২০.০০
◆ একিউট ডায়রিয়াগ্রস্ত শিশুদের খাদ্য-ব্যবস্থাপনা DIETARY MANAGEMENT OF YOUNG CHILDREN WITH ACUTE DIARRHOEA	৩০.০০
◆ পরজীবীঘটিত রোগে ব্যবহৃত ওষুধ DRUGS USED IN PARASITIC DISEASES	৬৫.০০
◆ ওষুধ চিকিৎসা-সেবা বৈষম্যের শিকার সাধারণ মানুষ আহমদ রফিক	৪০.০০
◆ শিশুর শ্বসনতন্ত্রের একিউট সংক্রমণ ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN	৬৫.০০
◆ যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা TREATMENT OF TUBERCULOSIS	৩৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

◆ কলেরা নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা GUIDELINES TO CHOLERA CONTROL	৪০.০০

পোস্টার

◆ বীরশ্রেষ্ঠ পোস্টার	২০.০০
◆ শহীদ বুদ্ধিজীবী পোস্টার (১)	২০.০০
◆ শহীদ বুদ্ধিজীবী পোস্টার (২)	২০.০০
◆ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার পোস্টার	২০.০০

আমাদের পরিবেশিত বই

১.	Organising Villagers for self-reliance	৭৫.০০
২.	The Management of NGO's	২০.০০
৩.	Assignment Children	২০.০০
৪.	The Politics of Essential Drugs	২৫০.০০

সূত্র

১. *Directory of Education Programmes of the NGOs Bangladesh,* Published by Campaign for Popular Education-CAMPE with Support from UNICEF. 1995. P. 144.

২. *অধুনা,* এডাব-এর ২০ বছর পূর্তি সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-২৯।

৩. *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা-২৯।

৪. *গ্রন্থ তালিকা : গণপ্রকাশনী,* গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক, ঢাকা-১৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ

ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি) ১৯৭৯ সালে[১] প্রতিষ্ঠিত হয়। এফআইভিডিবি পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল গ্রামের সুযোগ-বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন।

এফআইভিডিবি মৌলিক শিক্ষা উপকরণাদিসহ বিপুল সংখ্যক অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রকাশ করছে। এসব বই/উপকরণের তালিকা নিম্নরূপ–

- *নকশী কাঁথা।* মূলগল্প-ফিওনা এডওয়ার্ডস, সহজীকরণ– শিরিন আক্তার, সম্পাদনা-নূরুল হক। সূচিশিল্প - জাহানারা আক্তার। প্রকাশকাল-জানুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য-সাধারণ-বিশ টাকা, লেমিনেটেড-পঁচিশ টাকা।
- *ছোট লাল মুরগি।* মূল রচনা- Ronng P. Rondall রূপান্তর-শিরিন আক্তার। সম্পাদনা-জন্মেজয় কুমার দেব (দুলু)। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-মাইকেল কেলি। প্রকাশকাল জুলাই ১৯৯৫। মূল্য-সাধারণ-বিশ টাকা, লেমিনেটেড-পঁচিশ টাকা।
- *মোরগ ও রঙেরা।* মূল-রঙ ও পেন্সিল নিয়ে দুটি (রুশ) উপকথা (লেখা ও ছবি- ভ. সুয়েতেভ)। উপযোগীকরণ-দীপক রায়। ছবি উপযোগীকরণ– মাহমুদুর রহমান দীপন। প্রকাশকাল-আগস্ট ১৯৯৬। মূল্য-পনের টাকা।
- *চল স্কুলে যাই।* উপদেষ্টা-যেহীন আহমদ। রচনা-শিরিন আক্তার। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পিটার ইংল্যান্ড। প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৫; সম্পাদনা-জন্মেজয় কুমার দেব (দুলু)। দ্বিতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারি ১৯৮৮; সম্পাদনা-দীপক রায়। মূল্য-২০.০০ টাকা।
- *গপ।* মূলগল্প-ফিওনা এডওয়ার্ডস। সহজীকরণ–শিরিন আক্তার ও জন্মেজয় কুমার দেব (দুলু)। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ জেরেমী ট্রেইনার। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৯৫। মূল্য-সাধারণ পনের টাকা, লেমিনেটেড–বিশ টাকা।
- *বাদামি ভালুক।* মূল রচনা – Bill Martin, Jr. রূপান্তর জন্মেজয় কুমার দেব (দুলু)। সূচিশিল্প-চারিমা। প্রকাশকাল - সেপ্টেম্বর ১৯৯৫। মূল্য-সাধারণ-পনের টাকা, লেমিনেটেড-বিশ টাকা।
- *দাদু বাজারে গিয়েছেন।* মূলগল্প-ফিওনা এডওয়ার্ডস। সহজীকরণ - শিরিন আক্তার ও জন্মেজয় কুমার দেব (দুলু)। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পিটার ইংল্যান্ড। প্রকাশকাল-জুলাই-১৯৯৫। মূল্য-সাধারণ-পনের টাকা, লেমিনেটেড-বিশ টাকা।
- *পাড়া পড়শী-১।* রচনা- মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অঙ্কন-পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ- ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯। দ্বিতীয় মুদ্রণ-৩১ জুলাই ১৯৯১। তৃতীয় মুদ্রণ-১ আগস্ট ১৯৯৫। মূল্য-উল্লেখ নেই।
- *পাড়াপড়শী-২।* রচনা- মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অঙ্কন-পংকজ দাশ। ফটোগ্রাফি - দিনাজ দেব। প্রথম প্রকাশ-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯। দ্বিতীয় মুদ্রণ- ৩১ জুলাই, ১৯৯১। তৃতীয় মুদ্রণ-১ আগস্ট ১৯৯৫। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমরা সবাই।* রচনা-নজরুল ইসলাম মনজুর। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ১৯৯০। দ্বিতীয় মুদ্রণ-ডিসেম্বর ১৯৯৩। তৃতীয় মুদ্রণ - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ। ছবি-দিনাজ দেব। মূল্য-উল্লেখ নেই।
- *পাঁচ ছয় আর ভুল নয়।* রচনা ও পরিকল্পনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ - বিপ্লব সরকার। মুদ্রণকাল-জুলাই ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- *অল্প কথার গল্প-১*। রচনা ও সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ - মাহমুদুর রহমান দীপন। প্রথম প্রকাশ- ১ বৈশাখ ১৩৯৮। দ্বিতীয় মুদ্রণ-ডিসেম্বর ১৯৯৩। তৃতীয় মুদ্রণ-জুলাই ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *অল্প কথার গল্প-২*। সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও ছবি - পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ-১ বৈশাখ ১৩৯৮। দ্বিতীয় মুদ্রণ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *নাসির উদ্‌দিন হোজার গল্প-১*। সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ - সামছুল ইসলাম ও পংকজ দাশ। প্রথম মুদ্রণ - ডিসেম্বর ১৯৮৭। সংশোধিত মুদ্রণ-মার্চ ১৯৮৯। তৃতীয় মুদ্রণ - আগস্ট ১৯৯৩। চতুর্থ মুদ্রণ-জুন ১৯৯৬। মূল্য-উল্লেখ নেই।
- *নাসির উদ্‌দিন হোজার গল্প-দুই*। রূপান্তর - মোহাম্মদ মহসীন ও চৌধুরী ফজলে নূর ইসমত। সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। অলঙ্করণ-পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। দ্বিতীয় মুদ্রণ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *বউ*। রচনা - নজরুল ইসলাম মনজুর। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ - সরদার জয়নুল আবেদীন। প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৯১। দ্বিতীয় মুদ্রণ - জানুয়ারি ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *সুখ দুঃখের গল্প-১*। রচনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। দ্বিতীয় মুদ্রণ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *সুখ দুঃখের গল্প-২*। সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। দ্বিতীয় মুদ্রণ-অক্টোবর ১৯৯৫। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *ভাল থাকার কিছু কথা*। পরিকল্পনা ও সম্পাদনা - নজরুল কবীর। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ-৩০ জানুয়ারি ১৯৯৪। ২য় প্রকাশ-৩০ মে ১৯৯৫। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমাদের গান-১*। সম্পাদনা - নজরুল ইসলাম মনজুর। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ প্রথম প্রকাশ-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। দ্বিতীয় প্রকাশ-১৫ জুলাই ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমাদের গান-২*। সম্পাদনা-নজরুল ইসলাম মনজুর। প্রচ্ছদ - কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, অলঙ্করণ, পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৯৫। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *ধূমপানে বিষপান*। রচনা ও পরিকল্পনা-মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও ইলাসট্রেশন-পংকজ দাশ প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩। দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯৭। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *শিশু খাদ্য যা পুষ্টি যোগায়*। প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬। চতুর্থ মুদ্রণ-জানুয়ারি ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *গল্প ও ধাঁধা*। সম্পাদনা পরিষদ - মোহাম্মদ মহসীন, আ.ন.স. হাবীবুর রহমান ও এনায়েৎ ইউ.এস.ইসলাম। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ১৯৮৭। দ্বিতীয় মুদ্রণ-নিউজ প্রিন্ট ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। তৃতীয় মুদ্রণ-সাদা কাগজ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। চতুর্থ মুদ্রণ-সাদা কাগজ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ– সামছুল ইসলাম ও পংকজ দাশ মূল্য উল্লেখ নেই।
- *জোহরা*। রচনা-সরদার নূরুল আনোয়ার, শফিকুর রহমান, ধীরেন সিং ও আ.ন.স. হাবীবুর রহমান। সম্পাদনা-মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। দ্বিতীয় মুদ্রণ - মে ১৯৯৫। তৃতীয় মুদ্রণ - সেপ্টেম্বর ১৯৯৭। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *গ্রাম বাঙ্কব গল্প সংকলন*। রচনা ও সম্পাদনা – এনায়েৎ ইউ এস ইসলাম ও মোহাম্মদ মহসীন। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ দ্বিতীয় মুদ্রণ ১ আগস্ট ১৯৯৩। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *গ্রামাবান্ধব গল্প সংগ্রহ*। সম্পাদনা-এনায়েৎ ইউ এস ইসলাম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ প্রথম প্রকাশ-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০। দ্বিতীয় মুদ্রণ-১ জুলাই ১৯৯৩। তৃতীয় মুদ্রণ-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- *মা ও শিশুর যত্ন-১*। রচনা - সৈয়দা রওশন আরা পারভীন, মুশতাক আহমদ চৌধুরী ও নজরুল কবির। সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও ছবি অঙ্কন-সরদার জয়নুল আবেদীন। প্রথম প্রকাশ-২৬ মার্চ ১৯৯৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ-৭ জুন ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *গবাদি পশুর যত্ন ও চিকিৎসা-১*। রচনা-ডাঃ কাজী নূরুল ইসলাম। সহজীকরণ-এনায়েৎ ইউ এস ইসলাম। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ প্রথম প্রকাশ-১৯৮২। চতুর্থ মুদ্রণ-১৯৯৩। পঞ্চম মুদ্রণ-৩০জুন ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *গবাদি পশুর যত্ন ও চিকিৎসা-২*। রচনা-ডাঃ কাজী নূরুল ইসলাম। সহজীকরণ-এনায়েৎ ইউ এস ইসলাম, প্রবাক করিম ও মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-বিপ্লব সরকার। প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, চতুর্থ মুদ্রণ-১৯৯৩। পঞ্চম মুদ্রণ-১ আগস্ট ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *ছবি ও কথার গল্প-১*। রূপান্তর-মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ-পংকজ দাশ প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৪। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *বিদেশের সেরা গল্প-১*। মূল গল্প-ক্রাভৎসভ, ও হেনরি ও লিও টলস্টয়। রূপান্তর ও সম্পাদনা-মোহাম্মদ মহসীন। ইসলাসস্ট্রেশন-কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ১৯৯১। দ্বিতীয় মুদ্রণ-ডিসেম্বর ১৯৯৩। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *বিদেশের সেরা গল্প-২*। মূলগল্প - মোপাসাঁ ও আন্তন চেখভ। রূপান্তর ও সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ - পংকজ দাশ প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ১৯৯১। দ্বিতীয় মুদ্রণ-জুন ১৯৯৪। তৃতীয় মুদ্রণ - জুলাই ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *শোন শোন গল্প শোন।* রচনা-মুঃ মুসলিম আলী আখন্দ। অলঙ্করণ-কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৯১। দ্বিতীয় মুদ্রণ-ডিসেম্বর ১৯৯৩। তৃতীয় মুদ্রণ-জুন ১৯৯৬। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমাদের কথা-১*। রচনাকাল-মার্চ ১৯৮৪। রূপরেখা প্রণয়ন - জেমস জেনিংস। সম্পাদনা আ ন স হাবীবুর রহমান ও মোহাম্মদ মহসীন। প্রথম প্রকাশ - জুন ১৯৮৪। সংশোধিত মুদ্রণ - জুলাই ১৯৮৫। তৃতীয় মুদ্রণ - জুলাই ১৯৮৮। চতুর্থ মুদ্রণ - সেপ্টেম্বর ১৯৯১। পঞ্চম মুদ্রণ-অক্টোবর ১৯৯৪। ষষ্ঠ মুদ্রণ - জানুয়ারি ১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমাদের কথা-২।* রচনাকাল-মার্চ ১৯৯৪। রূপরেখা প্রণয়ন - জেমস জেনিংস। সম্পাদনা - আ ন স হাবীবুর রহমান ও মোহাম্মদ মহসীন। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৪। সংশোধিত মুদ্রণ - জুলাই ১৯৮৫। তৃতীয় মুদ্রণ - জুলাই ১৯৮৮। চতুর্থ মুদ্রণ - সেপ্টেম্বর ১৯৯১। পঞ্চম মুদ্রণ - অক্টোবর ১৯৯৪। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমাদের লেখা।* সম্পাদনা - মোহাম্মদ মহসীন। প্রচ্ছদ - দীপক রায়। প্রথম প্রকাশ-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০। দ্বিতীয় মুদ্রণ-নভেম্বর ১৯৯১। মূল্য উল্লেখ নেই।
- *আমাদের জীবন।* পরিকল্পনা ও সম্পাদনা - প্রবাক করিম। প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন -পংকজ দাশ। প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮। মূল্য উল্লেখ নেই।

সূত্র

১. *উপকরণ পরিচায়ক,* ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, (এফআইভিডিবি। প্রকাশক-গণসাক্ষরতা অভিযান, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. গণসাহায্য সংস্থা

গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস) ১৯৮৩ সালে[১] প্রতিষ্ঠিত হয়। জিএসএস গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচিতে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা। সামাজিক সচেতনতা ও উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষা, শ্রমজীবী ও নারীকে সংগঠিত করা, আইন শিক্ষা ও আইন সহয়তা, গণসংস্কৃতি শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, যৌথ উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এছাড়া গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সংগ্রামে একাত্ম ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, নারী, সাংবাদিক ও উন্নয়ন কর্মীসহ মধ্যবিত্ত সাধারণ সমাজের বিভিন্ন সংগঠিত অংশের সঙ্গে জিএসএস কার্যকর সংযোগ রক্ষা করে চলে।

গণসাহায্য সংস্থা ১৯৯৩ সালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র নামে একটি প্রোগ্রাম হাতে নেয়। এই প্রোগ্রামের আওতায়ও সংস্থাটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করে। গণসাহায্য সংস্থা প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা–

- *বাঙলা নাট্যকোষ* (প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারায় গৃহীত বাঙলা নাট্যের শব্দ নাম পরিভাষা সঙ্কলন)। সংগ্রহ সঙ্কলন, রচনা ও সম্পাদনা - সেলিম আল দীন। প্রচ্ছদ - আনওয়ার ফারুক। চিত্রাঙ্কন - মাফরুহা বেগম। প্রকাশকাল - বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮। মূল্য ১৭৫.০০ টাকা। উৎসর্গ - ফ র মাহমুদ হাসান শ্রদ্ধাভাজনেষু।
- *ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫।* সম্পাদনা পরিষদ-আনিসুজ্জামান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ফ র মাহমুদ হাসান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রাশেদা কে. চৌধুরী। সম্পাদক-মালেকা বেগম, খন্দকার সাখাওয়াত আলী। প্রচ্ছদ-কাইয়ুম চৌধুরী। প্রকাশকাল - মাঘ ১৪০৩/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭। মূল্য - ৩০০.০০ টাকা। উৎসর্গ নূরজাহান এবং আর যাঁরা ফতোয়ার নির্মম শিকার।
- *A Luminous Flock of Pigeons.* A novel by sanchita. Translated into English from the original Bengali by Kabir Chowdhury. Cover Design-Ashok Biswas. First Edition-January 1997. Price-Tk. 90.00
- *মানবাধিকার এবং লংঘনচিত্র-১২ মাস। (নভেম্বর ১৯৯৭-অক্টোবর ১৯৯৮)*। সার্বিক পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-নিশাত জাহান রানা। প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৮। মূল্য-এক শ' টাকা মাত্র।
- *ঢাকা মহানগরীর বস্তি।* প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য-কুড়ি টাকা।
- *বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ।* প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য-কুড়ি টাকা।
- *গ্যাট, উরুগুয়ে রাউন্ড বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।* প্রকাশকাল - এপ্রিল ১৯৯৫। মূল্য-কুড়ি টাকা।
- *বাংলাদেশের রক্ত ব্যবসা।* প্রকাশকাল - মে ১৯৯৭। মূল্য - পনের টাকা।
- *মানবাধিকার লঙ্ঘন : কারাগার ও থানা হাজত।* প্রকাশকাল - মে ১৯৯৭। মূল্য - পনের টাকা।
- *বাংলাদেশে সন্ত্রাস।* প্রকাশকাল-জানুয়ারি ১৯৯৮। মূল্য - পনের টাকা।
- *বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা।* প্রকাশকাল - মে ১৯৯৬। মূল্য-পনের টাকা।
- *উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও ছাত্রসমাজ।* প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য - কুড়ি টাকা।
- *বাংলাদেশে পরিবেশ সংকট সামগ্রিক পর্যালোচনা।* প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য - কুড়ি টাকা।
- *চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন : আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত*। প্রকাশকাল - এপ্রিল ১৯৯৬। মূল্য - পনের টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

- *পরিবেশ দূষণ।* প্রকাশকাল - সেপ্টেম্বর ১৯৯৫। মূল্য-পনের টাকা।
- *বাংলাদেশের পরিবেশ ও মানব সমাজ।* প্রকাশকাল - নভেম্বর ১৯৯৫। মূল্য-পনের টাকা।
- *মানবাধিকার : বাংলাদেশে মানবাধিকার।* প্রকাশকাল-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫। মূল্য - পনের টাকা।
- *গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার।* প্রকাশকাল-এপ্রিল ১৯৯৬। মূল্য - আঠার টাকা।
- *ঢাকা নগরীর বর্জ্য।* প্রকাশকাল-জুন ১৯৯৬। মূল্য - আঠার টাকা।
- *স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা।* প্রকাশকাল-মার্চ ১৯৯৬। মূল্য-আঠার টাকা।
- *নারী শ্রমিক।* প্রকাশকাল-জুন ১৯৯৬। মূল্য-আঠার টাকা।
- *লাল বল লাল পুতুল।* ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ১৯৯৫; তৃতীয় মুদ্রণ-জুলাই ১৯৯৭। মূল্য-পঁচিশ টাকা।
- *রিনিঝিনি।* গল্প-জাহিদ রহমান, মাসুদুল হাসান। সম্পাদনা- রেখা কিবরিয়া। ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৭। মূল্য-সাতাশ টাকা।
- *লাল মুরগি।* রেখা কিবরিয়া। ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ-জুলাই ১৯৯৭। মূল্য - তেত্রিশ টাকা।
- *কাক ও কাঠবিড়ালী।* লেখা - রেখা কিবরিয়া। ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জুলাই ১৯৯৭। মূল্য-ত্রিশ টাকা।
- *আমি পড়ি।* লেখা-রেখা কিবরিয়া। ছবি-মাসুদ হাসান। প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ১৯৯৩। মূল্য-লেখা নেই।
- *নীল রং লাল রং।* লেখা - রেখা কিবরিয়া। ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রকাশকাল- মে ১৯৯৪। মূল্য-পনের টাকা।
- *নীল পুকুরের পাখি নীল পুকুরের মাছ।* গল্প - রেখা কিবরিয়া। ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রথম প্রকাশ-জুন ১৯৯৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ - জুলাই ১৯৯৭। মূল্য - চব্বিশ টাকা।
- *বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম।* ছবি-মাসুদুল হাসান। প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ - আগস্ট ১৯৯৬। তৃতীয় মুদ্রণ - জুলাই ১৯৯৭। মূল্য-বাইশ টাকা।
- *কলমি ফুল।* অলঙ্করণ - মাসুদুল হাসান। প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৫। দ্বিতীয় সংস্করণ - আগস্ট ১৯৯৬। মূল্য-আটাশ টাকা।
- *হাঁস ছানা মুরগি ছানা।* গল্প - রেখা কিবরিয়া, মান্নান হায়দার। ছবি - মাসুদুল হাসান। প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। মূল্য-কুড়ি টাকা।
- *মিতি কই।* লেখা - রেখা কিবরিয়া। অলঙ্করণ-মাসুদুল হাসান। প্রকাশকাল - এপ্রিল ১৯৯৬। মূল্য-ছাব্বিশ টাকা।
- *কৃতী বাঙালি শিল্পী সম্মাননা ১৪০৪ কবি শামসুর রহমান।* গ্রন্থনা - হায়াৎ মামুদ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার - রশীদ করীম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সিকদার আমিনুল হক, আবুল হাসনাত, এম.এ. তাহের। প্রকাশকাল - ২৬ বৈশাখ ১৪০৪/ ৯ মে ১৯৯৭। মূল্য - উল্লেখ নেই।

গণসাহায্য সংস্থা কর্তৃক 'আমাদের প্রকাশনা'[২] শীর্ষক ফোল্ডারে প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশনাকে নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস ও মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের জন্য বই		মূল্য
১.	আমি পড়ি	৩৫.০০
২.	ময়না টিয়া	২০.০০
৩.	লাল মুরগি সাদা ফুল	২৫.০০
৪.	লাল ফিতা সবুজ চুড়ি	২৫.০০
৫.	পুতুল পুতুল	২৫.০০
৬.	নীল রং লাল রং	২৩.০০
৭.	পিঁপড়া পাখির আনন্দ	১৮.০০
৮.	লাল মুরগি	৩৩.০০
৯.	তিন মুরগি	২৫.০০
১০.	কাক ও কাঠবিড়ালী	৩০.০০
১১.	হাঁস ছানা মুরগি ছানা	২০.০০
১২.	রিনিঝিনি	২৭.০০
১৩.	আমাদের লেখা গল্প	২৫.০০
১৪.	চালাক খরগোশ	২৫.০০
১৫.	বাঁশি	২৫.০০
১৬.	লাল বল লাল পুতুল	২৫.০০
১৭.	মুক্তিযোদ্ধা শিবলু	৩০.০০
১৮.	নীল পুকুরের পাখি নীল পুকুরের মাছ	২৪.০০
১৯.	কলমি ফুল	২৮.০০

শিশুদের জন্য বই		মূল্য
২০.	বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম	২২.০০
২১.	শিয়ালের বাচ্চা	২৭.০০
২২.	বাঘা ও ডাকাত	৩৫.০০
২৩.	মিতি কই?	২৬.০০
২৪.	কি মজার খেলা!	২৮.০০
২৫.	রূপা নামের মেয়েটি	৩৫.০০
২৬.	টুপুর টুপুর বৃষ্টি	৩৫.০০
২৭.	ইতুর ডাইনোসোর	৫০.০০
২৮.	৪টি গল্প	৩৫.০০
২৯.	আমাদের লেখা ছড়	১৮.০০৷
৩০.	জিতু সেতুর অভিযান	৩৫.০০
৩১.	সোনালি রোদ	৪৫.০০
৩২.	ইস্! কি মজার কাদা!	৩০.০০
৩৩.	টোনাটুনি	২৫.০০
৩৪.	বাংলাদেশের ফল	২৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষামূলক চার্ট		নন লেমিনেটেডট মূল্য	লমিনেটেড মূল্য	পাইপ মাউন্টিং মূল্য
১.	বাংলাদেশের ফল	৩৫.০০	৪৫.০০	৮০.০০
২.	বাংলাদেশের শাকসবজি	৩৫.০০	৪৫.০০	৮০.০০
৩.	বাংলাদেশে পাখি	৩৫.০০	৪৫.০০	৮০.০০
৪.	বন্যপ্রাণী	৩৫.০০	৪৫.০০	৮০.০০
৫.	ব্যঞ্জনবর্ণ	–	১০৫.০০	–
৬.	সাত দিনের নাম	২৮.০০	–	–
৭.	বারো মাসের নাম	২৮.০০	–	–
৮.	সংখ্যা গণনা	৩৫.০০	–	–

বয়স্ক শিক্ষার প্রাইমার		মূল্য
১.	সকাল বেলা	১২.০০
২.	সাঁঝের বেলা	১৫.০০
৩.	কাসেম আলীর একদিন	১২.০০
৪.	বিয়ে	২০.০০

শিক্ষক সহায়িকা		মূল্য
১.	খেলায় আনন্দ	২৫.০০
২.	গণিত কার্যাবলী-১	২৮.০০
৩.	খেলায় বিজ্ঞান	২৪.০০

নব্য সাক্ষরদের জন্য সামাজিক সচেতনতামূলক গল্পের বই		মূল্য
১.	সাইকেল	১৫.০০
২.	এক দুঃখিনী	১৫.০০
৩.	মেয়ের নামটি করুণা	১৫.০০
৪.	পরের বাড়ি	১৫.০০
৫.	খড়কুটা	১৫.০০
৬.	উপহার	১৫.০০
৭.	বোঝা	১৫.০০
৮.	পৌষমাস	১৫.০০
৯.	মাইনে	১৫.০০
১০.	জাল জলিল	১৫.০০

মৌলবাদ বিরোধী উপন্যাস (অনুবাদ)		মূল্য
১.	A Luminous Flock of Pigeons	৯০.০০

সামাজিক সচেতনতামূলক পুস্তিকা		মূল্য
১.	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও ছাত্র সমা	২০.০০
২.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংকট সামগ্রিক পর্যালোচনা	২০.০০

Dhaka University Institutional Repository

৩.	ঢাকা মহানগরীর বস্তি	২০.০০
৪.	বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ	২০.০০
৫.	বাংলাদেশে পরিবেশ ও মানব সমাজ	১৫.০০
৬.	বাংলাদেশে আদম ব্যবসা	১৫.০০
৭.	মানবাধিকার বাংলাদেশে মানবাধিকার	১৫.০০
৮.	গ্যাট, উরুগুয়ে রাউণ্ড বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ	২০.০০
৯.	চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন : আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত	১৫.০০
১০.	স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা	১৮.০০
১১.	গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার	১৮.০০
১২.	ঢাকা নগরীরর বর্জ্য	১৮.০০
১৩.	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা	১৫.০০
১৪.	নারী শ্রমিক	১৮.০০
১৫.	মানবাধিকার লংঘন; কারাগার ও থানা হাজত	১৫.০০
১৬.	বাংলাদেশে রক্ত ব্যবসা	১৫.০০
১৭.	বাংলাদেশে সন্ত্রাস	১৫.০০

প্রাথমিক শিক্ষা সহায়ক উপকরণ		মূল্য
১.	রিডিং গেম (আমি পড়ি)	১০৫.০০
২.	রিডিং গেম (ময়না টিয়া ও লাল মুরগি সাদা ফুল)	৮০.০০
৩.	অনুশীলন কার্ড (গণিত)	২৯৪.০০
৪.	রিডিং গেম (লাল বল লাল পুতুল ও বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম)	১৫০.০০
৫.	শিক্ষামূলক কার্ড	২৪১.০০
	[নেচার কার্ড, সংখ্যা ও ছবির কার্ড, সংখ্যা গণনা কার্ড, শব্দ ও ছবির কার্ড, আকার আকৃতির ধারণা কার্ড, ডমিনো কার্ড, ছোট থেকে বড়-র ধারণা কার্ড	

নারী বিষয়ক গ্রন্থ		মূল্য
১.	নারীর কথা	১৫০.০০
২.	ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫	৩০০.০০
৩.	বাঙলা নাট্যকোষ	২৭৫.০০

আইন বিষয়ক বই		মূল্য
১.	গণতন্ত্রায়নে আইন	৭৫.০০
২.	সহজ ভাষায় আইন পরিচয়-এক	৩৪.০০
৩.	সহজ ভাষায় আইন পরিচয়-দুই	২৫.০০

প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুশীলন বই		মূল্য
১.	বাংলা অনুশীলন বই-১	১৪.০০
২.	বাংলা অনুশীলন বই-১	১৪.০০
২.	অংক অনুশীলন বই-১	১৪.০০

Dhaka University Institutional Repository

বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরী শিক্ষার অনু:বই		মূল্য
১.	বাংলা অনুশীলন বই	১৪.০০
২.	গণিত অনুশীলন বই-১	১৮.০০
৩.	গণিত অনুশীলন বই-২	১৮.০০
৪.	গণিত অনুশীলন বই-৩	২৫.০০
৫.	গণিত অনুশীলন বই-৪	২৫.০০
৬.	গণিত অনুশীলন বই-৫	২৫.০০

পত্রিকা/বুলেটিন		প্রতিসংখ্যা	বার্ষিক
১.	আমাদের সংগঠন (মাসিক)	২.০০	২৪.০০
২.	গার্মেন্টস কথা (মাসিক)	৩.০০	৩৬.০০
৩.	আনন্দ গান (মাসিক)	১৫.০০	১৮০.০০
৪.	প্রকৃতি (পাক্ষিক)	১২.০০	১৪৪.০০
৫.	প্রণোদনা (ত্রৈমাসিক)	১২.০০	১৪৪.০০

বয়স্কদের ব্যবহারিক স্কুলের জন্য		মূল্য
১.	আমাদের কথা আমাদের কাজ (বই)	২৫০.০০
২.	আমাদের কথা আমাদের কাজ (ফ্লিপ চার্ট, দুই খণ্ড)	১০০০.০০

স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য		মূল্য
১.	আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা (সহায়িকা ৫ খণ্ড)	
	প্রতি খণ্ড	৬২৫.০০
	পাঁচ খণ্ড একত্রে	৩,০০০.০০
২.	আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা (সহায়িকা ৫ খণ্ড)	৩৬৫.০০

সূত্র

১. *সাক্ষরতা বুলেটিন*, সংখ্যা ২৬ অক্টোবর ১৯৯৫, গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৮।

২. *আমাদের প্রকাশনা,* গণসাহায্য সংস্থা, ৪১, স্যার সৈয়দ আহমেদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ব্র্যাক, গণসাক্ষরতা অভিযান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, গণসাহায্য সংস্থা প্রভৃতি এনজিও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ও বিবরণ অভিসন্দর্ভের যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আরও যে সকল প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল–

আবদুলাহ আল-মুতী : আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ঢাকা, ১৯৯৬।

আবদুস সবুর : অনন্তের পাড়ে, ঢাকা, ১৯৯২।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : কালের যাত্রার ধ্বনি, ঢাকা, ১৯৭৩।
উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৯।

আলী রীয়াজ : লেখকের দেশকাল, ঢাকা, ১৯৮৪।

আহমদ বশীর : উরুরং চুরুরং খেলা, ঢাকা, ১৯৮৭।

বাংলা একাডেমী : ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা, ঢাকা, ১৯৯১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৯২।

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৮৫।

শাহীদা আখতার : আমাদের দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭।
আমাদের ভাষার লড়াই, ঢাকা, ১৯৯৮।
আমাদের স্বাধীনতা, ঢাকা, ১৯৯৮।

সাঈদ-উর-রহমান : পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা, ১৯৮৩।

হুমায়ুন আজাদ : লাল নীল দীপাবলী, ঢাকা, ১৯৭৬।

AESOP'S FABLES : The Fox and the Grapes and other stories, New Delhi, India.
The Vain Crow and other stories, New Delhi, India.
The Thirsty crow and other stories, New Delhi, India.
The Wind and the Sun and other stories, New Delhi, India.
The Fox and the Lion and other stories, New Delhi, India.
The Donkey and His Shadow and other stories, New Delhi, India.
The Monkey and the Two Cats and other stories, New Delhi, India.

Dhaka University Institutional Repository

The Crow and the Fox and other stories, New Delhi, India.

The Hare and the Tortoise and othe stories, New Delhi, India.

The Country Mouse and the Town Mouse and other stories, New Delhi, India.

The Fox and the Cock and other stories, New Delhi, India.

The Shephered with the Flute and other stories, New Delhi, India.

The King Bruce and the Spider and other stories, New Delhi, India.

The Crow and the Nightingale and other stories, New Delhi, India.

The Horse and the Donkey and other stories, New Delhi, India.